সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা ঃ
প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (১৯৯১-২০০১)

GIFT

অধ্যাপক শওকত আরা হোসেন
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সোনিয়া হালিম
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং-১১৯
শিক্ষা বর্ষ-১৯৯৯-২০০০
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

403631

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
403631

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (১৯৯১-২০০১)" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ রূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করে নি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপান করি নি।

সোনিয়া হালিম
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং-১১৯
শিক্ষা বর্ষ-১৯৯৯-২০০০
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

403631

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, সোনিয়া হালিম কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য রচিত "সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (১৯৯১-২০০১)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে তার একক ভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে সে এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করে নি।

শওকত হোসেন
অধ্যাপক শওকত আরা হোসেন ৭/১০/০৬

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

403631

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

গবেষণা কাজটি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে যে দুজন ব্যক্তি আমাকে প্রতিনিয়ত সাহস এবং সহযোগিতা প্রদান করেছেন সে দুজন আমার পিতা-আব্দুল হালিম তালুকদার এবং মাতা-কামরুন্নেছা হালিমের প্রতি আমি এই গবেষণা কর্মটি উৎসর্গ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (১৯৯১-২০০১)"

শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে আমি অনেক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞ। প্রথমেই আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার তত্ত্বধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শওকত আরা হোসেনের কাছে, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অধ্যাপক ডঃ নজরুল ইসলামের প্রতি যিনি আমাকে অনেক বিষয় সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার স্বামী আবু সাহাদাত মোঃ সোয়েবের প্রতি যিনি সুদূর বিদেশে অবস্থান করেও প্রতিনিয়ত আমাকে কাজটি সম্পাদনে উৎসাহ প্রদান করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার ভাই-বোনের প্রতি। তাছাড়া, জাতীয় সংসদের লাইব্রেরী শাখার সকল কর্মচারী বৃন্দের প্রতি তাদের সহযোগীতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

সুচী:-		পৃষ্ঠা নং
	টেবিল তালিকা	I-II
	রেখচিত্র তালিকা	III
	গবেষণার সারাংশ	IV-V
প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা		১-১৮
১.১	ভূমিকা	২-৩
১.২	গবেষণার শিরোনাম ও সমস্যার বিবরণ	৪-৮
১.৩	গবেষণার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য	৮-৯
১.৪	গবেষণার যৌক্তিকতা	৯-১০
১.৫	গবেষণার রুপ রেখা	১০-১৩
১.৬	গবেষণার অনুষ্ঠিত পদ্ধতি	১৪-১৫
১.৭	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১৫-১৬
১.৮	প্রাসঙ্গিক পুস্তক পর্যালোচনা	১৬-১৮
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ		২০-৫৫
২.১	গণতন্ত্র, সংসদীয় গণতন্ত্র ও বিরোধীদল ঃ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	২০-২২
২.১.২	গণতন্ত্র কি	২২-২৬
২.১.৩	সংসদীয় বা পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা	২৬-২৭
২.১.৪	সংসদীয় ব্যবস্থা কি	২৮
২.১.৫	সংসদীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য	২৮-৩১
২.১.৬	বর্তমান বিশ্বে সংসদীয় ব্যবস্থা	৩১-৩৬
২.২.	সংসদীয় গণতন্ত্র ও বিরোধীদল: তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট	৩৭-৪৫
২.২.১	উন্নয়নশীল বিশ্বে বিরোধী দল	৪৬
২.২.৩	সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ও বিরোধী দল	৪৬-৪৮
২.৩	বিরোধী দল ও সরকারের দায়িত্বশীলতা	৪৮-৫৪

Dhaka University Institutional Repository

২.৪	সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বিকাশ ও বিরোধীদল	৫৪-৫৫
তৃতীয় অধ্যায়:	বাংলাদেশে সংসদীয় রাজনীতির বিকাশ	৫৭-৭৪
৩.১	বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের পর্যায়: বঙ্গীয় আইনসভা	৫৭-৫৮
৩.১.১	বঙ্গীয় আইন সভা (১৮৬২-১৯১১)	৫৮-৬০
৩.১.২	বঙ্গীয় আইন সভা (১৯১২-১৯৩৪)	৬০-৬২
৩.১.৩	বঙ্গীয় আইন সভা (১৯৩৫-১৯৪৭)	৬২-৬২
৩.২	পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদ	৬৩-৬৩
৩.২.১	পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ (১৯৪৭-৫৪)	৬৩-৬৬
৩.২.২	পূর্ব পাকিস্তান (দ্বিতীয়) প্রাদেশিক পরিষদ (১৯৫৪-৫৮)	৬৬-৬৭
৩.৩	সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা (১৯৭২-৭৫)	৬৭-৭৪
চতুর্থ অধ্যায়:	বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন ও পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান	৭৫-১৩৮
৪.১	পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ফলাফল	৭৬-৮০
৪.১.১	পঞ্চম জাতীয় সংসদ ও বিরোধী দল	৮০-৮২
৪.১.২	আইন প্রণয়ন	৮২-৮৩
৪.১.৩	পঞ্চম জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন: বেসরকারী ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের ভূমিকা	৮৩-৮৬
৪.১.৪	অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন	৮৬-৮৭
৪.২	পঞ্চম জাতীয় সংসদ ও কমিটি ব্যবস্থা	৯০-৯০
৪.২.১	সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার সাংবিধানিক ভিত্তি	৯১-৯২
৪.২.২	সংসদীয় কমিটির শ্রেণীবিন্যাস	৯২-৯৬
৪.২.৩	কমিটি সমূহের আকৃতিগত বৈশিষ্ট	৯৭
৪.২.৪	কমিটির মেয়াদ	৯৭
৪.২.৫	কমিটি রিপোর্ট	৯৭
৪.২.৬	কমিটি কোরাম	৯৭
৪.২.৭	পঞ্চম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থা ও বিরোধী দল	৫৮-১০৩

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩	বাজেট আলোচনা	১০৩-১০৪
৪.৩.১	প্রথম বাজেট (১৯৯১-৯২)	১০৪-১০৬
৪.৩.২	দ্বিতীয় বাজেট (১৯৯২-৯৩)	১০৬-১০৭
৪.৩.৩	তৃতীয় বাজেট (১৯৯৩-৯৪)	১০৭-১০৮
৪.৪	সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ	১০৯-১১০
৪.৪.১	প্রশ্নোত্তর পর্ব	১১০-১১৩
৪.৪.২	মুলতবী প্রস্তাব	১১৪-১১৬
৪.৪.৩	জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	১১৭-১১৯
৪.৪.৪	জরুরী জন-গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ	১১৯-১২৩
৪.৪.৫	প্রস্তাব (সাধারণ) কার্যপ্রণালী বিধি ১৪৭	১২৩-১২৪
৪.৪.৬	সাধারণ আলোচনা	১২৩-১২৬
৪.৪.৭	সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব	১২৭-১৩১
৪.৪.৮	বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব	১৩১-১৩৩
৪.৪.৯	ওয়াক আউট ও সংসদ বর্জন	১৩৪-১৩৮
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	সপ্তম জাতীয় সংসদ ও বিরোধী দল	১৪০-১৬৭
৫.১	সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ফলাফল	১৪১-১৪৩
৫.২	সপ্তম জতীয় সংসদ ও বিরোধী দল	১৪৩-১৪৪
৫.৩	আইন প্রণয়ন: সরকারী ও বেসরকারী আইনের খতিয়ান	১৪৪-১৪৫
৫.৪	সপ্তম জাতীয় সংসদে কমিটি ব্যবস্থা	১৪৬-১৪৯
৫.৪.১০	সপ্তম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থায় বিরোধী দল	১৪৯-১৫০
৫.৫	সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ	১৫১-১৫৩
৫.৫.১	প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫১-১৫৩
৫.৫.২	প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫৩-১৫৫
৫.৫.৩	জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ	১৫৫-১৫৭
৫.৫.৪	জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	১৫৮-১৫৯
৫.৫.৫	প্রস্তাব সাধারণ	১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.৬	বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব	১৫৯-১৬০
৫.৫.৭	সাধারণ আলোচনা	১৬১-১৬২
৫.৫.৮	অনির্ধারিত আলোচনা	১৬১-১৬৩
৫.৫.৯	ওয়াক আউট ও সংসদ বয়কট	১৬৩-১৬৬
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিত করণ		১৬৮-১৭৮
৬.১	ভূমিকা	১৬৮
৬.১.১	মতামত প্রদান কারীদের সম্পর্কে তথ্যাবলী	১৬৮-১৬৯
৬.১.২	মতামত প্রদান কারীদের বয়স সীমা	১৬৯-১৬৯
৬.১.৩	মতামত প্রদান কারীদের শিক্ষা শ্রেণী	১৭০-১৭১
৬.১.৪	মতামত প্রদান কারীদের পেশা	১৭১
৬.২	বর্তমান সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে মত	১৭২
৬.২.১	সংসদীয় ব্যবস্থার সফলতা	১৭২
৬.২.২	পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা	১৭৩
৬.২.৩	পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে বিরোধী দলের সংসদ বর্জন	১৭৪
৬.২.৪	বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনিতে সরকারের ভূমিকা	১৭৫
৬.২.৫	বিরোধী দলের দায়িত্বশীলতা	১৭৫
৬.২.৬	বিরোধী দলের ওয়াক আউট	১৭৫
৬.২.৭	সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান সুদৃঢ় করার উপায়	১৭৬
৬.২.৮	সংসদে বিরোধী দলের সদস্যদের বৈষম্যের স্বীকার	১৭৭
৬.২৯	দায়িত্বপালনে বিরোধী সদস্যদের সমস্যা	১৭৮
সপ্তম অধ্যায়ঃ গবেষণা ফলাফল		১৮০-১৮৫
অষ্টম অধ্যায়ঃ উপসংহার		১৮৭-১৯০
	সুপারিশ মালা	১৯১-১৯৪
	গ্রন্থপঞ্জি	১৯৫-১৯৮
	পরিশিষ্ট	১৯৯-২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা

		পৃষ্ঠা
সারণী-১.২.২	বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন সমূহ	৬
সারণী-১.২.২	৫ম,৭, ও ৮ম সংসদের বিরোধী দলের উপস্থিতি ও ওয়াক আউট	৭
সারণী-২.১.৬	সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা চর্চাকারী রাষ্ট্র সমূহে তালিকা	৩৩-৩৬
সারণী-৩.২.১	প্রদেশওয়ারী আইন সভার সংগঠন	৬৪
সারণী-৩.৩.১	প্রথম জাতীয় সংসদে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপ	৭১
সারণী-৪.১	৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল	৭৮
সারণী-৪.১.১	বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদে বিরোধী ও সরকারী দলের অবস্থান	৮১
সারণী-৪.১.৪	৫ম সংসদ কর্তৃক পাশকৃত বিলের প্রকারভেদ	৮৭
সারণী-৪.২.২	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অস্থায়ী কমিটি সমূহের গঠন	৯৫
সারণী-৪.২.২	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি সমূহের গঠন	৯৬
সারণী-৪.৪.১	৫ম জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বের খতিয়ান	১১২
সারণী-৪.৪.২	৫ম জাতীয় সংসদে উত্থাপিত মুলতবী প্রস্তাব	১১৪
সারণী-৪.৪.৩	৫ম জাতীয় সংসদে জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ের খতিয়ান	১১৮
সারণী-৪.৪.৪	৫ম জাতীয় সংসদে জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ের মনোযোগ আকর্ষণকারী প্রস্তাবের খতিয়ান	১২০-১২২
সারণী-৪.৪.৮	বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব	১৩৩
সারণী-৫.১	বাংলাদেশের ১ম-৭ম সংসদ পর্যন্ত বিভিন্ন সংসদের মেয়াদকাল, মোট অধিবেশন ও মোট কার্যদিবস	১৪০
সারণী-৫.১	সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল	১৪৩
সারণী-৫.৫.১	সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রশ্নত্তোর পর্বের খতিয়ান	১৫২
সারণী-৫.৫.২	সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের খতিয়ান	১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫.৫.৩	সপ্তম জাতীয় সংসদের জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মনোযোগ আকর্ষণকারী প্রস্তাবের খতিয়ান	১৫৬
সারণী-৫.৫.৪	সপ্তম জাতীয় সংসদের জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	১৫৮
সারণী-৫.৫.৬	সপ্তম জাতীয় সংসদের বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব	১৬০
সারণী-৫.৫.৯	সপ্তম জাতীয় সংসদের ওয়াক আউটের পরিসংখ্যান	১৬৪
সারণী-৬.১.২	মতামতদান কারীদের বয়সসীমা	১৬৯
সারণী-৬.১.৩	মতামতদান কারীদের শিক্ষা শ্রেণী	১৭০
সারণী-৬.১.৪	মতামতদান কারীদের পেশা	১৭১
সারণী-৬.২.১	সংসদীয় ব্যবস্থার সফলতার প্রশ্নে জনসাধারণের মতামত	১৭২
সারণী-৬.২.৭	সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান সুদৃঢ় করার উপায়	১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র তালিকা পৃষ্ঠা

রেখচিত্র ১.৫.১	গবেষণা সম্পাদনের রূপরেখা	১১
রেখচিত্র ৪.২.২	সংসদীয় কমিটির শ্রেণী বিন্যাস	৯২
রেখচিত্র ৬.১	মতামতদান কারীদের হার	১৬৮
রেখচিত্র ৬.১.২	মতামতদান কারীদের বয়স সীমা	১৬৯
রেখচিত্র ৬.১.৩	মতামতদান কারীদের শিক্ষা শ্রেণী	১৭০
রেখচিত্র ৬.২.১	সংসদীয় ব্যবস্থার সফলতার প্রশ্নে জনসাধারনের মতামত	১৭৩
রেখচিত্র ৬.২.২	পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতিবাচক ভূমিকার কারণ	১৭৪
রেখচিত্র ৬.২.৭	সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান সুদৃঢ় করার উপায়	১৭৬
রেখচিত্র ৭.১.৩ (ক)	Number of notices of starred question of the 5th Jatiya Sangsad	১৮১
রেখচিত্র ৭.১.৩ (খ)	Number of notices of adjournment motions of the 5th Jatiya Sangsad	১৮২
রেখচিত্র ৭.১.৩ (গ)	Number of notices of call attention motions of the 5th Jatiya Sangsad	১৮২
রেখচিত্র ৭.১.৩ (ঘ)	Number of notices of starred question of the 7th Jatiya Sangsad	১৮৩
রেখচিত্র ৭.১.৩ (ঙ)	Number of notices of urgent call attention motions of the 7th Jatiya Sangsad	১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারাংশ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি নবীন উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক দীর্ঘ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীনতাত্তোর পর্যায়ে একটি গণতান্ত্রীক রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করলেও প্রায় এক যুগেরও অধিককাল রাষ্ট্রটি শাসিত হয়েছে"সিভিল মিলিটারী" স্বৈর শাসকের দ্বারা। তবে নব্বই-এর দশকে এসে পুনরায় গণতন্ত্রের শুভ সূচনা ঘটে। এ দশকের প্রথমার্ধেই স্বৈর শাসক এরশাদের পতন ঘটে জনতার দুর্বার শক্তিতে। ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় যাত্রা পথে আমরা মোট চারটি জাতীয় সংসদ পেয়েছি এর মধ্যে একটি এখনো চলমান রয়েছে (৮ম জাতীয় সংসদ)। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ এর স্থায়ীত্বকাল কম হওয়ায় এর কার্যকারিতার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপিত হয় না। তবে, পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদ আমাদের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে যথেষ্ঠ গুরুত্ব বহন করে থাকে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের যৌথ উদ্যোগ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আনীত হয় যার ভিত্তিতে বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তণ ঘটে। এ সংসদেই সর্ব প্রথম সরকারী দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন,মন্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন এবং ফ্লোর ক্রসিং এর অভিযোগে তিন জন সাংসদের সদস্য পদ বাতিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। অপর দিকে সপ্তম জাতীয় সংসদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এ সংসদ তার পূর্ণ মেয়াদকাল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। যা পূর্বের কোন সংসদের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। প্রথম জাতীয় সংসদের মেয়াদকাল ছিল ২ বছর ৭ মাস, দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের ৩ বছর, তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদের মেয়াদকাল ছিল যথাক্রমে ১ বছর ৫ মাস,ও ২ বছর ৮ মাস। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৪ বছর ৭ মাস। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের ৭ দিন এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের মেয়াদকাল পূর্ণ ৫ বছর। সপ্তম জাতীয় সংসদেই সর্ব প্রথম প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের সূচনা হয়। প্রতি মঙ্গলবার দিনের কর্মসূচীর প্রারম্ভে প্রথম ৩০ মিনিট প্রধানমন্ত্রী যে কোন বিষয়ে যে কোন সদস্যের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। এ সংসদের আরো দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে মন্ত্রীর পরিবর্তে সংসদ সদস্যদেরকে স্থায়ী কমিটির সভাপতি করণ এবং বেতার-টেলিভিশনে সংসদ কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার ও সংসদ সচিবালয় থেকে প্রথম বারের মত নিয়মিতভাবে "দৈনিক বুলেটিন" প্রকাশ। পঞ্চম এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের ইতিবাচক এসব দিকের পাশাপাশি যে হতাশাব্যঞ্জক চিত্রটি ফুটে ওঠে তা হচ্ছে বিরোধী দল বিহীন সংসদ। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৪০০ কার্যদিবসের মধ্যে ১১৮ দিন বিরোধী দল বিহীন পরিচালিত হয়। অর্থাৎ মোট কার্যদিবসের ২৯.৫% দিন বিরোধী দল সংসদে অনুপস্থিত ছিল। সপ্তম জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রেও একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এ সংসদ ৩৮৩টি কার্যদিবসের মধ্যে ১৬৫ দিন বিরোধী দল বিহীন ছিল অর্থাৎ বিরোধী দলের অনুপস্থিতির হার ছিল ৪৩%। এ ছাড়া উভয় সংসদেই বিরোধী দলের ঘন ঘন ওয়াক আউটের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন ধরনের আইনগত বা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচনার পূর্বে সর্বাগ্রে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন তা হল বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। কেননা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে সরকারী দলের ন্যায় আইনসভার একটি অন্যতম অঙ্গ হিসেবে মনে করা হয়। আর এ গুরুত্বের প্রেক্ষিতে বিরোধী দলকে বলা হয় "Alternative to Government." বিরোধী দল তার গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারকে সঠিক সিদ্ধান্তটি গ্রহনে সাহায্য করে থাকে। বিরোধী দল কেবলমাত্র বিরোধীতা নয়, পারস্পারিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতের ভিত্তিতে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাতে সমর্থ হয় থাকে। বাংলাদেশ পর পর দুটি সংসদের ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলের একই ধরনের আচরনের পুনরাবৃত্তিতা আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে এবং তা আমাদের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি একটি বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির এ সমস্যাটিকে সামনে রেখে আলোচ্য গবেষণায় সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। আর এ লক্ষ্যে পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের গবেষণার ক্ষেত্র বা পরিধি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

১.১ ভূমিকাঃ

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের বিশ্ব রাজনীতির সবচেয়ে আলোচিত প্রত্যয় বা শব্দটি হচ্ছে "গণতন্ত্র"। সমাজতন্ত্রের পতন এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনার ব্যপক পরিবর্তন গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে তরান্বিত করেছে। গত শতকের নব্বই-এর দশকে একমাত্র লাইবেরিয়া ব্যতীত সমগ্র ইউরোপ গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হয়েছে। তাছাড়া এতে সামিল হয়েছে এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সমূহ।

> "গত দুশো বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে জোসুয়া মুরাভাসিক বলেছেন, ১৯৯০ সালে বিশ্বের প্রায় দুশো কোটি জনসমষ্টি গণতন্ত্রকে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে। এ দুশো বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দু'গুন, কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বসবাসকারীদের সংখ্যা বেড়েছে দু'-হাজার গুণ।[১]"[4]

ফ্রিডম হাউস তার ১৯৯০ সালের বার্ষিক রিপোর্টে বলেছেন, সমকালীন বিশ্বের ১৬৭টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৬১টি গণতান্ত্রিক পন্থা বেছে নিয়েছে এবং এ সব রাষ্ট্রে বিশ্বের প্রায় ৩৯ শতাংশ জনসমষ্টি বাস করে থাকে।[২]

বর্তমান বিশ্বের জনপ্রিয় এ শাসনব্যবস্থার দুটি রূপ বা পদ্ধতি অনুশীলন হয়ে থাকে। এর একটি হচ্ছে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা এবং অপরটি রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এ দুটি শাসন প্রক্রিয়ার মাঝে সংসদীয় ব্যবস্থাটি গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ার প্রাচীনতম রূপ। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে নরম্যান

---

১. আহমেদ, এমাজউদ্দিন, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, পৃ-১১
২. প্রাগুক্ত, পৃ-৩১

Dhaka University Institutional Repository

রাজাদের শাসনামলে রাজার পরামর্শ সভা হিসেবে যে "মহাপরিষদ" ও "ক্ষুদ্র পরিষদ" গঠিত হয় তাকেই আধুনিক পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার উত্তরসূরী বলা যায়।

সংসদীয় ব্যবস্থার অপর নাম হচ্ছে "দায়িত্বশীল সরকার পদ্ধতি" Anthony H.Birch এ দায়িত্বশীলতাকে তিনটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন-

> "(i) সরকার দায়িত্বহীন ভাবে কাজ করবে না; (ii) সরকার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্টের মতামত কে অনুসরণ করেন এবং (iii) সরকার তার কাজ কর্মের জন্যে সংসদের কাছে দায়িত্ব শীল থাকবে।" [৩]

সংসদীয় ব্যবস্থার এ দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হচ্ছে সংসদে সুসংগঠিত বিরোধী দলের উপস্থিতি। এ ব্যবস্থায় বিরোধী দলকে সংসদের এক অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেননা এ ব্যবস্থায় বিরোধী দল বিভিন্ন সংসদীয় রীতি পদ্ধতির ভিত্তিতে সরকারকে জবাবদিহিমূলক ও দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এ কথা অনীস্বীকার্য যে, যে কোন প্রকারের গণতন্ত্রে বিরোধী দল এবং মতের অস্তিত্ব একান্তই কাম্য। কিন্তু সংসদীয় ব্যবস্থায় এর রয়েছে কিছুটা স্বতন্ত্র্যতা। এ ব্যবস্থায় বিরোধী দলকে "বিকল্প সরকার" বা "Alternative to Government" হিসেবে মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমেই এর দায়িত্বশীল অবস্থানকে সুদৃঢ় করা হয়েছে।

> *"The opposition is compelled by the logic of Parliamentary system to adopt a responsible attitude. It is not only Her Majesty's Opposition but also her Majesty's alternative government"*[৪]

---

৩. Birch, H. Anthony: *"The British System of Government"* পৃ-১৭৩
৪. Jennings, Ivor: *"Parliament"*. পৃ-৫

Dhaka University Institutional Repository

১.২ গবেষণার শিরোনাম ও সমস্যার বিবরণ ঃ

১.২.১

শিরোনাম ঃ আলোচ্য গবেষণার শিরোনাম হল "সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (১৯৯১-২০০১)"।

১.২.২ সমস্যার বিবরণ ঃ

৯০" এর দশকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে এশিয়া আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার একনায়কতান্ত্রিক অথবা স্বৈরাচারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্র সমূহে গণতন্ত্রের পুনর্জাগরন বা পুনঃপ্রবর্তন ঘটে। তৃতীয় বিশ্বের অপরাপর সকল রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশেও গণতন্ত্রের পূণঃপ্রবর্তনের ঢেউ লক্ষ্য করা যায় যাকে S.P. Huntington তাঁর "*The Third Wave: Democratization in late twentieth century*" গ্রন্থে গণতন্ত্রের তৃতীয় ঢেউ বা "The third Wave" বলে অভিহিত করেছেন। নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থানের পর সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার পুনপ্রবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে দ্বিতীয় যাত্রার শুভ সূচনা ঘটে।

"সংসদীয় গণতন্ত্র"-প্রত্যয়টি বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে পাকিস্তান আমলে "আভ্যন্তরীন উপনিবেশবাদ বা "*Internal Colonialism*"[৫] -এর বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী যে দীর্ঘ ২১ বছর সংগ্রাম করছে সে সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সেখানে অপরাপর রাজনৈতিক দাবী সমূহের মধ্যে একটি অন্যতম দাবী ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর যে নির্বাচনী মোর্চা গঠিত হয় ১৯৫৪ তে সেই যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচীর মধ্যে সাতটি দফাই (৫,৭,১১,১৪,১৫,২০ ও ২১) ছিল পূর্ব বাংলার সংসদীয় গণতন্ত্রের সুষ্ঠ কার্যকারিতা

---

৫. Jahan, Rounaq: "*Bangladesh Politic: Problems and Issues*", পৃ-৬৫

Dhaka University Institutional Repository.

সম্পর্কিত। ষষ্ঠ দশকে আওয়ামীলীগের ছয় দফা আন্দোলন যা পরবর্তীতে বাঙালীদের জাতীয় আন্দোলনে রূপ লাভ করে তার প্রথম দফাই ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের রূপরেখা সম্পর্কিত। ফলশ্রুতিতে, স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা-তা বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৭২ সনের সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা হিসেবে অভিহিত বা স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে, ১৯৭৩ থেকে ৭৫. সময়কাল পর্যন্ত বাংলাদেশে যে সংসদীয় ব্যবস্থা চর্চা করা হয়েছিল তা প্রকৃত পক্ষে, কোন সংসদীয় গণতন্ত্রের সংস্কৃতিকে ধারণা করে না। কেননা সংসদে সুদৃঢ় বিরোধী দলের অনুপস্থিতি এবং সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের বিধি-বিধান বিদ্যমান সংসদকে সরকারী দলের একটি "Rubber Stamp" প্রকৃতির সংসদে পরিণত করেছিল।

আওয়ামীলীগ সরকারের অভ্যন্তরে মতাদর্শগত বিরোধ, রাজনৈতিক এলিটদের স্বার্থন্ধতা, বামপন্থী দলসমূহের ক্রমবর্ধমান সহিংস কর্মকান্ড, আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, আন্তর্জাতিক প্রভাব, প্রভৃতির প্রেক্ষিতে মুজিব সরকার ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘোষণা করে সর্বোচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্ট রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এবং বহুদলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রবর্তন করা হয় একদলীয় ব্যবস্থা।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারীর পর হতে দীর্ঘ ষোল বছরেরও অধিককাল বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে "সিভিল-মিলিটারী" স্বৈর শাসকদের অধীনে। এ দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে এবং তাদের এ সংগ্রামের পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে ৯০"-এর গণ-অভ্যুত্থানে। ১৯৯১ সালে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং ১৯৯১ সালের ৬ আগষ্ট সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুর্নযাত্রা শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ তার সংসদীয় গণতন্ত্রের "দ্বিতীয় যাত্রা পথে" এক দশকেরও অধিককাল অতিবাহিত করেছে। এ সময়কালে তিনটি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চম ও সপ্তম সংসদ নির্বাচনে এ দেশের জনগণ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত যে কোন নির্বাচনের তুলনায় স্বতস্ফূর্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করে। এবং এ দুটি নির্বাচনেই সর্বোচ্চ সংখ্যক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সারণী-১.২.২ বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন

ক্রমিক নং	বছর	মোট প্রার্থী	মোট ভোটার সংখ্যা	ভোটারদের অংশগ্রহণ (%)	রাজনৈতিক দল
১।	৭ মার্চ, ১৯৭৩	১০৮৯	৩,৫২,৫,৬৮২	৫৫.৬১	১৪
২।	১৮ফেব্রু, ১৯৭৯	২১২৫	৩,৮৩,৬৩,৮৫৮	৫০.২৪	২৯
৩।	৭ মে, ১৯৮৬	১৫২৭	৪,৭৩,২৫,৮৮৬	৬০.২৮	২৮
৪।	৩ মার্চ, ১৯৮৮	৯৮৭	৪,৯৮,৬৩,৮২৯	৫৪.৯৩	৮
৫।	২৭ফেব্রু. ১৯৯১	২৭৭৪	৬,২২,৮৯,৫৫৬	৫৫.৩৫	৭৫
৬।	১৫ফেব্রু. ১৯৯৬	১৮৭৬	৫,৬১,৬৩,২৯৬	-	-
৭।	১২ জুন, ১৯৯৬	২৫৭৪	৫,৬৭,১৬,৯৩৫	৭৩	৮১

উৎস: Fema, 1996 Election Report.

পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংখ্যাগত দিক হতে অনান্য সংসদের তুলনায় উভয় সংসদেই বিরোধী দলের সুদৃঢ় অবস্থান। যা নিঃসন্দেহে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চার একটি ইতিবাচক দিক। কেননা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল সরকারের জবাবদিহিতা এবং কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া কেবলমাত্র সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাই নয়, পাশাপাশি সংসদে বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতের ভিত্তিতে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণও বিরোধী দলের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। আর এ ক্ষেত্রে সরকারের সহিষ্ণু মনোভাব ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য। পঞ্চম এবং সপ্তম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান সুদৃঢ় হলেও তারা এ দুটি

Dhaka University Institutional Repository

সংসদকে কার্যকর করে তোলার প্রবণতা। এ দুটি সংসদেই বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বয়কটের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চম জাতীয় সংসদের মোট ৪০০ টি কার্যদিবসের মধ্যে ১১৮ দিন এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের ৩৮৩ টি কার্যদিবসের মধ্যে ১৬৫ দিন সংসদ বিরোধী দল বিহীন ছিল।[৬] তাছাড়া বিগত দুটি সংসদ অধিবেশনে বিরোধী দল সমূহ কর্তৃক ঘন ঘন ওয়াকআউট বা সংসদ বর্জনও সংসদীয় কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে। ৫ম সংসদে বিরোধী দল ৭০ বার এবং ৭ম সংসদে ৭৯ বার ওয়াক আউট করে।[৭]

সারণী-১.২.২ (৫ম, ৭ম ও *৮ম সংসদে বিরোধী দলের উপস্থিতি ও ওয়াকআউট)

সংসদ	ওয়াক আউট	সংসদে অনুপস্থিতি (%)
৫ম জাতীয় সংসদ	৭০ বার	২৯.৫%
৭ম জাতীয় সংসদ	৭৯ বার	৪৩.৯%
*৮ম জাতীয় সংসদ	২৯ বার	৬৮.৮%

উৎস-টি,আই,বি-রিপোর্ট "পার্লামেন্ট ওয়াচ"; পৃ-৪৫

*৮ম সংসদের ১০ম অধিবেশন পর্যন্ত

যার ফলে বিরোধী দলের যে প্রধান কর্তব্য সরকারের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা সৃষ্টি তা কখনোই অর্জিত হয় নি। বাংলাদেশে সংসদের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি অর্জন করতে হলে সরকার এবং বিরোধী দলের "Rules of game" অনুসরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারকে যেমন বিরোধী মত এবং সিদ্ধান্তের প্রতি সহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন তেমনি বিরোধী দলের কেবলমাত্র বিরোধীতার খাতিরে বিরোধীতা না করে গঠনমূলক ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

---

৬. TIB Report : *Parliament watch*, পৃ-৪৪

৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৪

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া, সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের "*ShadowCabinet*"-এর যে রীতি রয়েছে তাও এখন পর্যন্ত আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায় নি। বাংলাদেশ এখনও সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরনের পর্যায়ে রয়েছে আর তার সফল কার্যকারিতার জন্য সংসদকে কেবলমাত্র সরকারী নীতি ঘোষণার প্ল্যাটফর্মে পরিণত না করে অথবা সরকারী দলের বিলের উপর সীল মারার যন্ত্রে রূপান্তরিত না করে,পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে নীতি প্রণয়নের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাছাড়া সংসদে প্রয়োজনে বিরোধী দলের জন্য সময় ও সুযোগ বৃদ্ধি করণ। বিল উত্থাপন এবং অন্যান্য সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিরোধী দলকে সুযোগ প্রদান এবং সর্বোপরি ফ্লোর ক্রসিং রোধ সংক্রান্তের বিধানের কিছুটা সংশোধনী এনে সংসদ সদস্যদেরকে মুক্ত ভোটদানের সুযোগ প্রভৃতি বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আলোচ্য গবেষণায় পঞ্চম এবং সপ্তম সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতাকে নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যঃ

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে বিরোধী দল। এবং বিরোধী দলকে এ ব্যবস্থায় যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কেননা বিরোধী দল ব্যতীত সংসদীয় গণতন্ত্রের যে মূল দর্শন "সরকারের দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা" তা কখনোই অর্জন করা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া, সরকারের কাজের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং সমালোচনার মাধ্যমে বিরোধী দল সরকারকে সচেতন এবং দায়িত্বশীল করে তোলে। এভাবে সরকারের কাযাবলী পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে বিরোধী দল এক অর্থে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ যে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চা করছে তাতে বিরোধী দলের ভূমিকা কতটুকু স্পষ্ট এবং কার্যকরী তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। আলোচ্য গবেষণায় বিরোধী দল জাতীয় সংসদে কি ভূমিকা পালন করছে এবং তারা এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা পাচ্ছে কি না, তারা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে তার উপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণাটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্য সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ-

১. ৯০"-এর পরবর্তী পর্যায়ে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবার পর হতে সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা নির্ণয়।

২. সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি বিকাশে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভূমিকা।

৩. সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে কার্যকরী করে তুলতে সরকারের ভূমিকার পর্যালোচনা।

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতাঃ

"সংসদীয় গণতন্ত্র"-শব্দটি বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। অবিভক্ত ভারত বর্ষে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী প্রতিনিধিত্ব শীল সরকার ব্যবস্থার যে স্বপ্ন লালন করে আসছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রে তা অর্জিত হয় নি। এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হতেই শাসন কর্তৃপক্ষের আধিপত্য এবং রাজনীতিতে "সিভিল মিলিটারী" আমলাদের উপস্থিতি ও কর্তৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও তার অস্তিত্ব ছিল ক্ষণস্থায়ী। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধণীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা এবং একদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ৭৫" এর পরবর্তী পর্যায়ে দীর্ঘ ষোল বছরেরও বেশী সময় বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে স্বৈর শাসকদের দ্বারা যেখানে সংসদ বা বিরোধী দলের কোন অবস্থানই পরিলক্ষিত হয় নি।

নব্বই এর গণঅভ্যুত্থানের পর দেশে পুনরায় সংসদীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ঘটে। গত এক দশকেরও কিছু বেশী সময় ধরে আমরা সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চা করছি। এর মধ্যে পেয়েছি ঐক্যমতের সরকার (১৯৯৬) এবং জোট সরকার (২০০১)। কিন্তু কোন কার্যকর

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ পাইনি। সংসদ কার্যত অকার্যকর থেকে গেছে বিরোধীদলের সংসদ বয়কট এবং সরকারি দলের অসহিষ্ণু মনোভাবের কারনে। সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতি এক দিকে যেমন মন্ত্রীদের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা হ্রাস পেয়েছে তেমনি অপর দিকে তা সরকারের নীতি বাসতবায়নের একটি "রাবার-স্ট্যাম্প" সর্বস্ব সংসদে পরিনত হয়েছে। বাংলাদেশে গত এক দশক যাবৎ সংসদীয় গণতন্ত্রের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা প্রকৃত সংসদীয় ববস্থা হতে অনেক দূরে অবস্থান করছে। এ ক্ষেত্রে সংসদকে একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার লক্ষ্যে বিরোধী দলের ভূমিকার উপর গবেষণা পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। বাংলাদেশের ন্যায় একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে ব্যয় হচ্ছে ১৫,০০০টাকা[৮] রাষ্ট্রীয় এ অর্থের যথাযথ ব্যবহার এবং জনগণের ভোটের যথাযথ মূল্যায়নের জন্য বিরোধী এবং সরকারী উভয় দলকেই সংসদকে তাদের রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরোধী দলের অবস্থান সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রকাশনা থাকলেও বিশেষ করে সংসদীয় গনতন্ত্রে অর্থ্যাৎ সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধীদল কি ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কিত কোন গবেষণা এ পর্যন্ত হয় নি। বাংলাদেশ যেহেতু সাংবিধানিক ভাবে এ ব্যবস্থাটিকে তার রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে কাজেই এ ব্যবস্থার একটি গুরুত্ব পূর্ণ দিক বিরোধী দল এর ভূমিকা পর্যালোচনা করবার প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে আমি আলোচ্য গবেষণা কার্যটি করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

১.৫ গবেষণার রূপ রেখা:

১.৫.১ গবেষণা সম্পাদনের রূপ রেখা।

১.৫.২ অধ্যায় ভিত্তিক রূপ রেখা।

৮ টি আই, বি রিপোর্ট "পার্লমেন্ট ওয়াচ", পৃঃ ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

১.৫.১ গবেষণা সম্পাদনের ধাপসমূহ

রেখাচিত্র ঃ গবেষণার ব্যবহৃহ ধাপসমূহ ১.৫.১

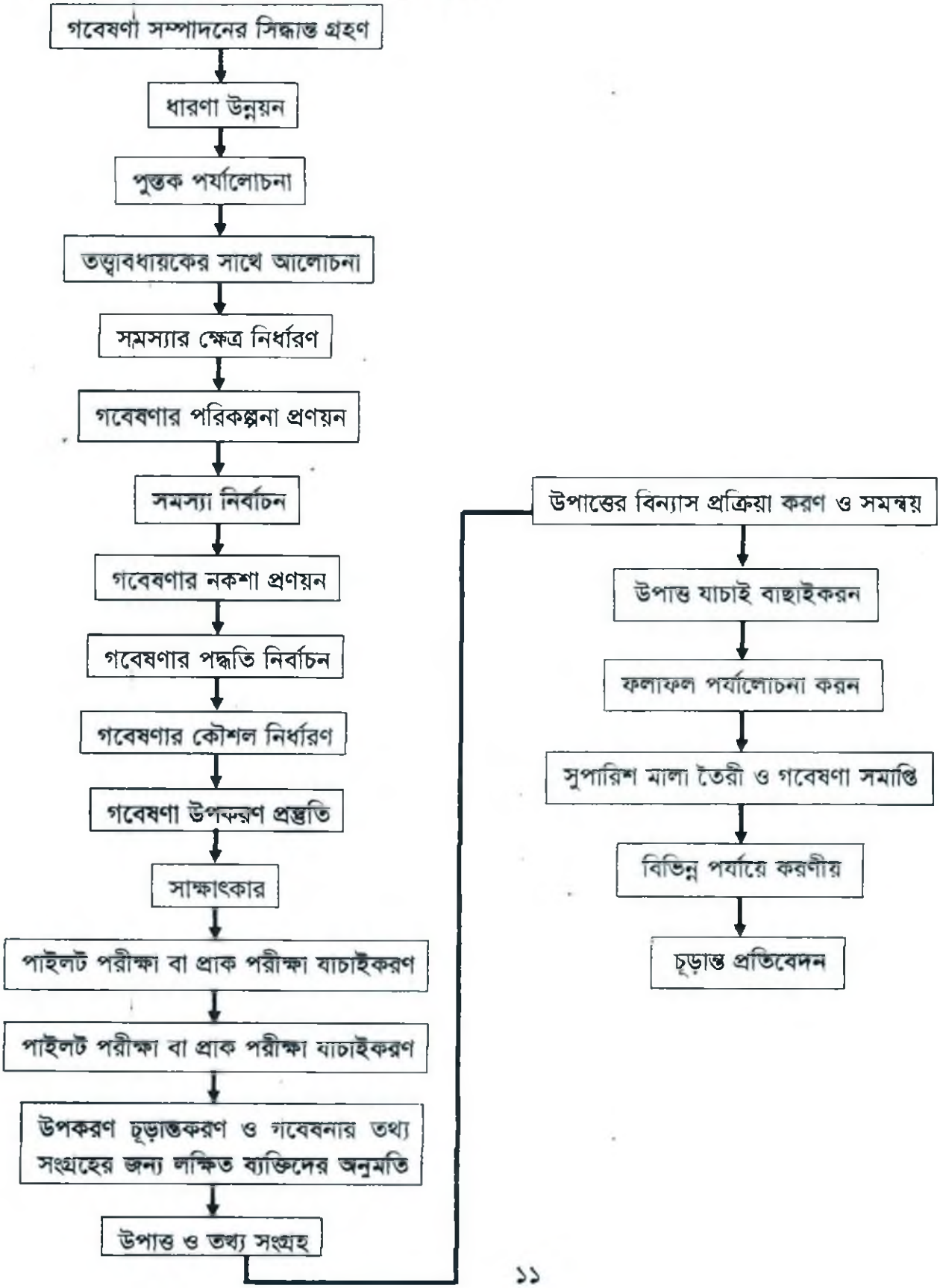

Dhaka University Institutional Repository

১.৫.২ অধ্যায় ভিত্তিক রূপরেখাঃ

"সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (১৯৯১-২০০১)" গবেষণাটি নয়টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ গবেষণা প্রেক্ষাপট

প্রথম অধ্যায়ে গবেষনাটির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া গবেষণা কার্যটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যাখ্যা প্রাদান করা হয়েছে। এছাড়া এ অধ্যায়ে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন গবেষনা কর্মের সহায়তা গ্রহণ করে তাদের গবেষণা সমূহের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গণতন্ত্র, সংসদীয় গণতন্ত্র এবং বিরোধী দল এ প্রত্যয়গুলো সম্পর্কে ধারনা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গণতন্ত্র, সংসদীয় ব্যবস্থা, বিরোধী দলের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সংসদীয় গনতন্ত্র ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া উন্নয়নশীল বিশ্বে বিরোধী দলের বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপট

গবেষণার তৃতীয় অধ্যায় বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপটের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে বঙ্গীয় আইনসভার কার্যক্রমকে এবং অবিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন সভার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতাত্তোর পর্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ১৯৭৩ হতে ১৯৭৫ এর ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত যে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল তার উপরও এ অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া, স্বাধীণতা পরবর্তী আওয়ামীলীগ সরকার কেন সংসদীয় ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল সে সম্পর্কিত বিষয়ের উপরও আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদ ও বিরোধী দল

চতুর্থ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রম। এ সংসদের আইন প্রণয়ন ও বাজেট কার্যক্রম হতে শুরু করে কার্যপ্রণালী বিধির ৬০,৬৮,৭১,ও ১৪৭ বিধির প্রয়োগ এবং অনান্য সংসদীয় কার্যপ্রণালীর সংখ্যাতাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিরোধী দলের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ সপ্তম জাতীয় সংসদ ও বিরোধী দল

পঞ্চম অধ্যায়ে সপ্তম জাতীয় সংসদরে বিভিন্ন সংসদীয় কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এ সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকার উপর আলোকপাত করে তাদের অবস্থান মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিত করণ

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংগৃহীত তথ্য সমূহকে বিশ্লেষণ এবং সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ ফলাফল

সপ্তম অধ্যায় গবেষণা কর্মটির সার্বিক ফলাফল বিধৃত হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় ঃ উপসংহার

গবেষণার শেষাংশে উপসংহারে এস পুরো অভিসন্দর্ভটির সার সংকলন করা হয়েছে। এতে স্বল্প পরিসরে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা বিধৃত হয়েছে।

নবম অধ্যায় ঃ সুপারিশ মালা

গবেষণাটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যে সমস্ত সমস্যা দৃষ্টি গোচর হয়েছে সে সব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ মালা প্রণীত হয়েছে।

১.৬ গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

১.৬.১ ভূমিকাঃ

আইনসভা রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি উপব্যবস্থা হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। "Gabriel Almond এবং Powell এর মতে " *A legislature may be described as a sub-system of a political system*" [১]

আলোচ্য গবেষণায় বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি উপব্যবস্থা হিসেবে আইনসভা বা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ গবেষণায় পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয়সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা ও কার্যকারিতাকে নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এ গবেষণা কর্মটি পরিচালনার লক্ষ্যে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিকে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া গবেষণা উপরকণ পদ্ধতি হিসেবে দলিলাদি বিশ্লেষণ এবং মতামত জরিপের লক্ষ্যে প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে।

১.৬.২ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ মূলক পদ্ধতিঃ

গবেষক গবেষণার জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং যার বা যাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন তার প্রক্রিয়া এবং প্রভাবের উপর যে গবেষণা হয় তাকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি বলে। বার্নাড বেরেলসন বলেন–

"গণসংযোগের মাধ্যমে প্রকাশিত বিষয়ের রীতিবদ্ধ,
বস্তুনিরপেক্ষ এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক বর্ণনাকে বিষয়বস্তু
বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলে"

অর্থাৎ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সংবাদ পত্র, সরকারী রেকর্ডপত্র, ব্যক্তিগত দলিলপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের রীতিবদ্ধ বস্তুনিরপেক্ষ এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক বর্ণনা প্রদান করা হয়।

---

১. Almond, Gabriel A. and Powell, G.BringhamJr, "*Comparative Politics: A Developmental Approach*", পৃ-৫

Dhaka University Institutional Repository

১.৬.৩ গবেষণা উপকরণ পদ্ধতিঃ

গবেষণাটির উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের লক্ষ্যে দুটি পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে-

(i) দলিলাদি বিশ্লেষণ ও

(ii) প্রশ্নমালা

১.৬.৩ (ক)

(i) **দলিলাদি বিশ্লেষণঃ**

আলোচ্য গবেষণা কার্যটি পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের পঞ্চম ও সপ্তম সংসদের সংরক্ষিত রেকর্ড সমূহ দেখা হয়েছে।

১.৬.৩ (খ)

(ii) প্রশ্নমালাঃ

গবেষণা কাজে জনমত জরীপের জন্য প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। আলোচ্য গবেষণায় সাধারণ জনগনের মতমত জরীপ সংক্রান্ত প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দৈবচয়ন পদ্ধতির ভিত্তিতে সমগ্র বাংলাদেশকে ৬টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২৫০ জন সাধারণ জনগনের মতামতকে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে পেশার মানগত দিকটি ও আলোচ্য গবেষণায় চিহ্নিত করা হয়েছে।

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতাঃ

যে কোন কাজেই সীমাবদ্ধতা থাকে। এ গবেষণা কর্মটিতেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি যেহেতু বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত সেহেতু তথ্য সংগ্রহের জন্য সংসদ গ্রন্থাগার এবং সংসদে সংরক্ষিত দলিলাদির উপর নির্ভর করতে হয়েছে। সংসদে ব্যাপক সতর্কতা অবলম্ভবনের কারনে সেখানে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

১.৮ প্রাসঙ্গিক পুস্তক পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জনগনের প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ততার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। রাজনৈতিক ব্যবস্থার নানা চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে বাংলাদেশে যে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে তা কতটুকু কার্যকারিতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে তা এখন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এ সংসদীয় গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষনের প্রেক্ষিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহম্মেদ সম্পাদিত "বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র: প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা[১০] গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং প্রশাসন বিজ্ঞানীগণ নানা প্রেক্ষিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা নির্ণয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তবে এ গ্রন্থের অধিকাংশ নিবন্ধনই তথ্য সমৃদ্ধ নয়। উদাহরণ স্বরূপ আলোচ্য গ্রন্থে ৬. কামাল আহমেদ সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছেন। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের সার্বিক কার্যক্রমে উপর কোন তথ্য প্রদান করেন নি।

"বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন উত্থাপিত ভাবনা ও প্রশ্নাদি" নিবন্ধে অধ্যাপক হাসানউজ্জামান সংসদীয় গণতন্ত্রকে চিহ্নিত করেছেন আধুনিক পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া সমাজের প্রসূন হিসেবে। পাশ্চাত্যের যে প্রেক্ষাপটে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশে ঘটেছে তৃতীয় বিশ্বের একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে অনুরূপ প্রেক্ষাপটে এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তা যে প্রতি পদক্ষেপে প্রতিকুলতা ও দুর্বিপাকের মধ্যে পড়বে তা নিশ্চিত সত্য বলে তিনি অভিহিত করেছেন। তিনি তার নিবন্ধে বিরোধী দলের প্রসঙ্গ টেনে আনলেও তা কেবলমাত্র কতিপয় তাত্ত্বিক দিকের অবতারণ করেছেন।

---

১০. আহমেদ, এমাজউদ্দিন: *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র: প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা*.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার সার্বিক রূপ রেখা দাড় করানোর ক্ষেত্রে Nizam Ahmed লিখিত "The Parliament of Bangladesh"[১১] গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বের দাবিদার। অধ্যাপক Nizam Ahmed নব্বই এর দশকে বাংলাদেশে পুনপ্রবর্তিত পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। পঞ্চম এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়নমূলক কার্যক্রম হতে শুরু করে এর কমিটি ব্যবস্থার উপরও আলোকপাত করেছেন। তাছাড়া, আলোচ্য গ্রন্থে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানিকীকরনের পথে অন্তরায় সমূহের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক Nizam Ahmed সংসদীয় ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের সার্বিক পর্যালোচনা করায় বিরোধী দলের অবস্থানকে তেমন ভাবে আলোকপাত করেননি। সংসদীয় ব্যবস্থা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "Parliaments inAsia"। Philip Norton এবং Nizam Ahmed সম্পাদিত-এ গ্রন্থটিতে এশিয়ার কয়েকটি নবীন এবং পুরাতন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার কার্যকারিতার উপর আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থের "In Search of Institutionalisation: Parliament in Bangladesh"[১২] নিবন্ধে কতিপয় বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীন চলকের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় জাতীয় সংসদের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এ প্রবন্ধে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকী করনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের উপর গুরুত্ব-আরোপ করা হলেও সংসদে অবস্থিত বিরোধী দলের অবস্থানের উপর তেমন গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে, প্রাতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে তার ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পর্কে অভিহিত হবার ক্ষেত্রে দুটি গ্রন্থের উপর গুরুত্ব আরোপ করা যায়। এ গ্রন্থ দু'টি হচ্ছে

---

১১. Ahmed, Nizam: *The Parliament of Bangladesh*

১২. Norton Philip & Nizam Ahmed (ed.) "*Parliaments in Asia*

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক শওকত আরা হোসেন রচিত "Politics and Sociedy in Bengal"[১৩] এবং অপরটি হচ্ছে অধ্যাপক Najma Chowdhury রচিত "The legislastive Process in Bangladesh: Politics and functioning of the East Bengal Legislature 1947-58"[১৪]। উভয় গ্রন্থেই স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের উপনিবেশিক এবং আভ্যন্তরীন উপনিবেশিক পর্যায়ের আইনসভার কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থদুটি বাংলাদেশের বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রথম অধ্যায়ে গবেষণা কাজটির পরিচিতিমূলক আলোচনা সম্পাদিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকার বিষয়টি এ গবেষণার মাধ্যমে পর্যালোচনা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটির উদ্দেশ্য, যৌক্তিকতা, পদ্ধতি, সীমাবদ্ধতা এবং গবেষণাটির সার্বিক রূপ রেখা এ অধ্যায়ের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু।

---

১৩. Hussain, Shawkat Ara: *"Politics and Society in Bengal"*

১৪. Chowdhury Najma: The legislastive Process in Bangladesh: Politics and functioning of the East Bengal Legislature 1947-58

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়: তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

২.১ গণতন্ত্র, সংসদীয় গণতন্ত্র ও বিরোধী দলঃ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিংশ শতক নি:সন্দেহে গুরুত্বের দাবীদার। রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে এ শতকে ঘটেছে অভাবনীয় পরিবর্তন। গত শতকে মানব সভ্যতা প্রত্যক্ষ করেছে দুটি বিশ্বযুদ্ধ, উপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অঞ্চল সমূহে স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র সমূহর বিকাশ, ফ্যাসিজম ও নৎসিজম -এর উত্থান-পতন, স্নায়ুযুদ্ধকে কেন্দ্র করে মেরুকরনের রাজনীতি, সোভিয়েত রাশিয়ার ভাঙ্গন, কমিউনিজমের পতন আবার কোথাও কমিউনিজমের সংস্কার (চীন)।

গত শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া এ সকল উল্লেখযোগ্য বিষয়বলীর মাঝে যে বিষয়টি পন্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হল "গনতন্ত্রের বিজয়"। ঊনবিংশ শতকে গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার যে শুভ সূচনা ঘটে বিংশ শতাব্দীতে এসে তা পরিপূর্ণতা অর্জন করে এবং বিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যায় হতে বিশ্ব রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচিত হয়। বিংশ শতকে গনতন্ত্রের এ বিজয় সম্পর্কে Amartya Sen বলেন-

> *"Nevertheless among the great variety of developments that have occurred in the twentieth century, I did not, ultimately have any difficulty in choosing one as the preeminent development of the period the rise of Democracy."*[১৫]

১৫. Sen, Amartya, "Universal value of Democracy"; *Journal of Democracy* Vol-10, Page-3-17

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার সূতিকাগার রুপে প্রাচীন গ্রীসকেই চিহ্নিত করা যায়। "গণতন্ত্র" শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন প্রাচীন গ্রীসের ঐতিহাসিক থুসিডাইসিস তার "পেলোপোনেসীয় যুদ্ধের ইতিহাস" গ্রন্থে তাঁর মতে পেরিক্লিস গণতন্ত্রের নামে এমন এক শাসনের কল্পনা করেছিলেন যেখানে আইনের ক্ষেত্রে সকলেই সম মর্যাদা ভোগ করবে।[১৬]

প্রাচীন গ্রীসের রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং মনীষীগণ কিন্তু পেরিক্লিসের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক সমর্থন জ্ঞাপন করেননি। প্লেটো গণতন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এ্যারিস্টটল গণতন্ত্রকে বিকৃত শাসনরুপে গণ্য করেছেন।প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে এথেন্সই ছিল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং চিন্তার প্রধান কেন্দ্র। এথেন্সের রাজনীতিবিদ সোলোন গনতান্ত্রিক নীতির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় আইনের গুরুত্ব, জনগণের স্বাধীণতা, মর্যাদা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেন।

প্রাচীন রোমে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটান স্টোইক দার্শনিকগন। তারা মানুষের দায়িত্ববোধ, স্বাধীনতার চেতনা ও আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রবনতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তবে মধ্যযুগের একটি দীর্ঘ সময় ইউরোপে প্রাচীন গ্রীসের উদার নৈতিক চিন্তাধারার স্থলে পোপ তন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্রের বিকাশ সাধিত হয়।

দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারনার পুনর্জাগরণ ঘটতে থাকে। ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দের "ম্যাগনাকাটা", ১৬২৮ সালের "Petition of Rights" ১৬৫৩-৬৩ পর্যন্ত ক্রমওয়েলের সাধারনতন্ত্র, ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লব ও স্টুয়ার্ট রাজবংশের অবসান এবং ১৬৮৯ সালের "অধিকারের বিল" ইত্যাদির মাধ্যমে গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

---

১৬. ঘোষ, নির্মলকান্তি, আধুনিক রাষ্ট্রতত্ব পৃ:৭১২

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্রের বিকাশে অষ্টদশ শতাব্দীর শেষভাগ ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ কাল। ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে নবোদ্ভূত বুর্জোয়া শ্রেনীর প্রাধান্য বিস্তারের পদধ্বনী ঘোষিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে "স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব" এর আদর্শ ধ্বনিত হয়। ফরাসী দার্শনিক রুশোর চিন্তাধারা এবং বিশেষভাবে তার সমষ্টিগত বা সর্ব সাধারণের ইচ্ছার ধারণা জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে বলিষ্ঠ পদক্ষেপরুপে চিহ্নিত হয়ে আছে। টমাস জেফারসন, মেডিসন, আব্রাহাম লিঙ্কন, বেন্থাম, জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল, হরবার্ট স্পেনসার, অ্যাডাম স্মিথ, টি.এইচ.গ্রীণ, আর্ণেস্ট বার্কার, হ্যারল্ড লাস্কি, প্রমুখ চিন্তাবিদদের চিন্তা এবং ধ্যান ধারণা গনতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে এক নতুন রূপে বিকশিত করে। যাকে উদারনৈতিক গনতন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়।

ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যায় বিশেষ করে সমগ্র ইউরোপে গণতন্ত্রের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয় বিংশ শতকে এসে তা কেবলমাত্র ইউরোপে নয় এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

> *"It was in the twentieth century however that the idea of democracy became established as the "normal" form of government to which any nation is entitled whether in Europe, America, Asia or Africa"*[১৭]

২.১.২ গণতন্ত্র কি?

যদিও বর্তমান সময়ের বিশ্ব রাজনীতির সবচেয়ে ব্যবহৃত এবং কথিত শব্দটি হচ্ছে "গণতন্ত্র" তথাপি একে সংজ্ঞায়িত করা একটি কঠিন বিষয়। শব্দগত দিক হতে গণতন্ত্র শব্দটিকে ব্যাখ্যা করলে দাড়ায় জনগনের শাসন বা International

---

১৭. Sen, Amartya, "Universal value of Democracy"; *Journal of Democracy* Vol-10. Page-3-17

Dhaka University Institutional Repository

Encyclopedia of Social Science অনুসারে বলা যায়" .....*from the literal meaning of the term -'Power of the people".*

অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে একটি সরকার ব্যবস্থা হিসেবে যেখানে সংখ্যাগরিষ্টের মতামত প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সিলীর মতে, *"গনতন্ত্র হল এমন একটি সরকার যেখানে সকল ব্যক্তির অংশ গ্রহণের অধিকার আছে"*। ডাইসি উল্লেখ করেছেন , *"গণতন্ত্র বলতে এমন একটি সরকারকে. বোঝায় সেখানে তুলনা মূলক ভাবে সমগ্র জাতির বিপুল অংশ নিয়ে সরকার গঠিত হয়*। লর্ড ব্রাইস বলেন গণতন্ত্র হল *"A government in which the will of the majority of qualified citizens rules"* [১৮]

গণতন্ত্র কেবলমাত্র একটি সরকার ব্যবস্থা বা শাসন ব্যবস্থা এ "mechanical concept"[১৯] এর পাশাপাশি গণতন্ত্রের রয়েছে একটি "Philosophical concept" বা দার্শনিক ভিত্তি। দার্শনিক দৃষ্টিকোন হতে গণতন্ত্র কতিপয় আদর্শ, মূল্যবোধ বা আচরনের সমষ্টি যা ব্যক্তি জীবনের সর্বোচ্চ কল্যান বয়ে নিয়ে আসে।ব্যাক্তি স্বাধীনতা, পরম সহিষ্ণুতা, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা প্রভৃতি আদর্শিক উপাদানের ভিত্তিতে গণতন্ত্র গড়ে উঠে।

Ebnestina রাজনৈতিক আদর্শরূপে গণতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। এ বৈশিষ্ট্যসমূহ হল মানুষের বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর আস্থাস্থাপন, ব্যক্তিসত্ত্বার উপর গুরুত্ব আরোপ, নাগরিকদের মধ্যে সহনশীলতা, সহমর্মিতা, প্রীতির পরিবেশ গঠন, স্বতস্ফূর্ত ভাবে অন্যের সাথে সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, সকল মানুষের জন্য সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা, সমাজের উপর গুরুত্ব

---

১৮. Lewise, J.R. *Democracy*, Page-13

১৯. প্রাগুক্ত, Page-14

Dhaka University Institutional Repository

আরোপ,লক্ষ্য এবং তার বাস্তবায়নের মধ্যে গভীর যোগসূত্র স্থাপন ইত্যাদি। কেবলমাত্র পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র কে অর্জন করা যায় না বরং বিদ্যমান সমাজ কতটুকু গণতান্ত্রিক আদর্শকে চর্চা করছে তার উপরও বহুলাংশে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে থাকে।

> *".....the path towards democracy has been trodden not only for the sake of the form of government that it provides but also for the type of society it engenders, the freedom which it offers to the individual in society, the way of life that it upholds"* [২০]

কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠা নয়। পাশাপাশি বিদ্যমান সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, অভ্যাস এবং সর্বোপরি ব্যক্তির জীবনাচরনকে গণতান্ত্রিক আদর্শে ঢেলে সাজানোর মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্র অর্জিত হয়।

> *"The two – the system and the principle –must proceed hand in hand. The ideal must be used to attain the ideal. The two are in fact inseparable"* [২১]

সুতরাং গণতন্ত্র বলতে কেবলমাত্র একটি সরকার ব্যবস্থাকেই বোঝান হয় না। গণতন্ত্র হচ্ছে একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থা যার নিজস্ব ধ্যান-ধারনা ও নিয়মরীতি রয়েছে। আর এ ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক প্রথা গড়ে তোলা অপরিহার্য।

---

২০. প্রাগুক্ত, Page-20

২১. প্রাগুক্ত, Page-22

Dhaka University Institutional Repository

২.১.২ গণতন্ত্রের মডেল:

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যাবস্থায় জনগনের অংশগ্রহনের প্রকৃতির ভিত্তিতে গণতন্ত্রের দু'ধরনের মডেল লক্ষ্য করা যায়- ১. Majoritarian Model

২. Pluralist Model

Majoritarian Model অনুসারে গনতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে এরূপ এক ব্যবস্থা হিসেবে যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগনের প্রতিনিধিদের দ্বারা এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত: গ্রেট ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থা Majoritarian Model এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

> "*.....the majoritarian model conform to classical democratic theory for a representative government, according to which democracy should be a form of government that features responsiveness to majority opinion*" [২২]

Pluralist Model অনুসারে-গনতন্ত্রকে বলা হয় government by people operating through consenting interest groups". অর্থাৎ এ মডেল অনুসারে মনে করা হয় সমাজের বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠির মাধ্যমে জনগন অংশগ্রহণ করে। এর ফলে সংখ্যালঘুদের ও অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অনেকে মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রের শাসন প্রক্রিয়াকে Pluralist Model হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে।

---

২২. Islam, M. Nazrul "*Consolidating Asian Democracy*", Page-189

Dhaka University Institutional Repository

"The majoritarian model values participation by the people in general, the pluralist values participation by the people in groups"[২৩]

আলোচ্য গবেষণায় গণতন্ত্রের **Majoritarian** যা সংখ্যাগরিষ্টের মডেল এর উপর আলোক পাত করা হয়েছে।

২.১.৩ সংসদীয় বা পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা:

গণতন্ত্রের "Majoritarian" বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার মডেল অনুসারে যে সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তা হচ্ছে সংসদীয় বা পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা। শব্দগত বা উৎপত্তিগত দিক থেকে "*parliament*" শব্দটি এসেছে ল্যাটিন "P*arliamentum*" শব্দ থেকে এর অর্থ দেখা, সাক্ষাৎ। বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ১২৪৮ সালে ফ্রান্সের একাদশ লুই এবং চতুর্থ পোপ ইনোসেন্টের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের বর্ণনায়। তাছাড়া প্রায় সমসাময়িক পর্যায়ে স্কটল্যান্ডের দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এবং রিচার্ড আল অব কর্নওয়েলের মধ্যে কুটনৈতিক আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট শব্দটি ব্যবহার হয়েছিল।[২৪]

দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পার্লামেন্ট বলতে বোঝান হত রাজা এবং তার পরিষদবর্গের দেখা সাক্ষাৎ কে। যেখানে সাধারণ বিচারকদের আহ্বান করা হত রাজার কাছে জনগণের বিভিন্ন দাবি এবং আবেদনের পর্যালোচনা তুলে ধরার জন্য। পার্লামেন্ট শব্দটি আর ও... করাহয় যৌথ আলাপ আলোচনা ও পুরোহিতদের সভা বুঝাতে। এভাবে পার্লামেন্ট শব্দটি একটি রাজনৈতিক প্রত্যয় হিসেবে বিবর্তিত হয়েছে যার চলমান অর্থ হচ্ছে আলাপ আলোচনার জন্য সন্মিলিত একদল ব্যক্তি। পার্লামেন্টারী বা সংসদীয়

---

২৩. প্রাগুক্ত, Page-189

২৪. Johari, J.C. "*Comparative Politics*" Page-433

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতির শাসন ব্যবস্থার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রেট ব্রিটেনে। নর্মান রাজাদের শাসনামলে রাজাকে পরামর্শ প্রদানের জন্য মহাপরিষদ ও ক্ষুদ্রতর পরিষদ নামক দুটি উপদেষ্টা পরিষদ গড়ে ওঠে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা তৃতীয় হেনরীর শাসননামলে মহাপরিষদ "পার্লামেন্ট" নামে অভিহিত হতে শুরু করে। এ সময় পার্লামেন্ট জন প্রতিনিধিত্ব মূলক ছিলনা। ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যায় রাজা হেনরীর পুত্র প্রথম এডওয়ার্ড এর শাসনামলে সকল শ্রেনীর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সম্প্রসারিত পার্লামেন্ট গঠন করা হয় যা পার্লামেন্ট এর ইতিহাসে আদর্শ পার্লামেন্ট হিসেবে খ্যাত। সপ্তদশ শতাব্দী হতে ইংল্যান্ডের রাজনীতিতে রাজা এবং পার্লামেন্টের মাঝে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে অর্থাৎ তার পরিসমাপ্তি ঘটে ঐ শতাব্দীর শেষ পর্যায় ১৬৮৮ সালের "গৌরবময় বিপ্লব" এবং ১৬৮৯ সালের "অধিকারের বিল" প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে। সপ্তদশ শতকের পর্যায়ে ইংল্যান্ডে চরম রাজশক্তির অবসান ঘটে এবং পার্লামেন্টের প্রাধান্য স্বীকৃতি অর্জন করে। [২৫]

যদিও পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা তুলনামূলক ভাবে একটি প্রাচীন সরকার পদ্ধতি। তথাপি আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় শাসন প্রক্রিয়া পরিচালনায় যে কয়টি পদ্ধতি বা ব্যবস্থা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম। বিবর্তনের ধারায় এটি আধুনিক বিশ্বের একটি অন্যতম শাসনব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বর্তমান বিশ্ব জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

> *"Few parliamentary democracies existed of the beginning of the century. Today more than two-thirds of the world's population live in parliamentary democracies."* [২৬]

---

২৫. মহাপাত্র, এ.কে. "নির্বাচিত শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি" পৃ: ২০

২৬. Norton, Phlip: Making Sense of Diversity, "*Parliament of Asia*". Ahmad Nizam & Norton P: 183

Dhaka University Institutional Repository

২.১.৪ সংসদীয় সরকার কি?

সংসদীয় সরকার, মন্ত্রীসভা চালিত, ক্যাবিনেট শাসিত অথবা দায়িত্বশীল সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায়, যে সরকার আইনসভার কাছে আইনগত এবং রাজনৈতিক দিক থেকে দায়িত্বশীল থাকে।

> *"Cabinet government is that form in which the real" executive consisting of a prime minister and cabinet, is legally responsible to the legislatures for its acts"* [২৭]

২.১.৫ সংসদীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যঃ

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কতিপয় স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে-

(i) **শাসন বিভাগের দ্বৈত রূপঃ** সংসদীয় সরকারে শাসন বিভাগকে আনুষ্ঠানিক আলংকরিক বা সাংবিধানিক এবং প্রকৃত বা কার্যকরী শাসন বিভাগে ভাগ করা হয়। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান নামেমাত্র এবং উপাধি সর্বস্ব নির্বাহীকর্তা। সকল ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক ভাবে তার হাতে ন্যস্ত থাকে এবং একমাত্র প্রশাসন তার নামেই পরিচালিত হয় কিন্তু বাস্তবে তিনি কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না।

(ii) **মন্ত্রিসভা গঠনে জনপ্রিয় কক্ষের ভূমিকাঃ** আইন সভার জনপ্রিয় পরিষদের যে দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকে সে দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। সেই দলের নির্বাচিত নেতাই প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে শাসন তন্ত্রের প্রধান অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। অনেক সময় একাধিক দল একত্রিত হয়ে ও যৌথ সরকার বা কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। কোয়ালিশনের নেতাই সরকারের কার্যকরী প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

---

২৭. Gettel, R.G. *"Political Science"* Page-40

Dhaka University Institutional Repository

(iii) **সরকারের দায়িত্বশীলতা:** সংসদীয় ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো সরকারী নীতি ও শাসন পরিচালনায় আইনসভার কাছে নির্বাহী বিভাগের তথা মন্ত্রীসভার দায়বদ্ধতা। মূলত আইনসভা বা পার্লামেন্টের কাছে নির্বাহী বিভগের এ দায়িত্বশীলতার জন্যেই সংসদীয় সরকারকে সাধারণ ভাবে দায়িত্বশীল সরকারও বলা হয়ে থাকে।

সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের এ দায়িত্বশীলতা দ্বিবিধ:

(ক) ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা

(খ) যৌথ দায়িত্বশীলতা

(ক) ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা:

সাধারণত প্রত্যেক মন্ত্রীই কোন না কোন বিভাগের দায়িত্বে থাকেন। প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিজ বিভাগের কাজকর্মের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে ব্যক্তিগত ভাবে পার্লামেন্টের নিকট জবাব দিহি করতে বাধ্য থাকেন। যদিও অনেক সময় মন্ত্রণালয়ের কাজ কর্মের অনেক বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার স্থায়ী সরকারী কর্মকর্তাদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু পার্লামেন্টে নিজ বিভাগের সম্পাদিত কাজকর্মের ভুলত্রুটির দায় দায়িত্ব মন্ত্রী সরকারী কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে দিয়ে অব্যহতি পেতে পারেন না।

(খ) যৌথ দায়িত্বশীলতা:

যৌথ দায়িত্ব বলতে বোঝায় সমস্ত সরকারী নীতি, সিদ্ধান্ত ও সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য আইনসভার কাছে মন্ত্রীদেরকে সামষ্টিক ভাবে দায়বদ্ধ থাকা। সংসদীয় গনতন্ত্রে মন্ত্রীদের সবাইকে ক্যাবিনেটের কিংবা মন্ত্রীসভার সমষ্টিক সিদ্ধান্তের দায় দায়িত্ব বহন করতে হয়। এ মতবাদনুসারে মন্ত্রীসভার সকল সদস্যদের সমস্ত সরকারী নীতির জন্যে দায়ীকরা হয় কোন মন্ত্রী কোন অজুহাতেই এ দায়িত্ব থেকে নিস্কৃতি পেতে পারেন না।

Dhaka University Institutional Repository

(iv) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব:

মন্ত্রিসভা শাসিত সরকারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রধারমন্ত্রীর নেতৃত্ব। তিনি হলেন মন্ত্রীসভার কেন্দ্রমনি। প্রধানমন্ত্রী যতদিন স্বপদে আসীন থাকেন ততদিন মন্ত্রীসভাও বজায় থাকে।

(v) রাষ্ট্র প্রধান রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও নিরপেক্ষতার প্রতীক:

এরূপ শাসন ব্যবস্থায় এমন একজন উপাধি সর্বস্ব রাষ্ট্র প্রধান থাকা প্রয়োজন। যার হাতে সকল ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক ভাবে ন্যস্ত থাকে । কিন্তু তার এই সকল ক্ষমতা সংসদের নিকট দায়ী মন্ত্রীগণ কর্তৃক তার নামেই বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় এরূপ নামে মাত্র প্রধানের যদিও প্রকৃত কোন ক্ষমতা থাকে না তবুও রাষ্ট্রের সংকট কালীন মুহূর্তে অথবা কোন কোন রাষ্ট্রের এরূপ প্রধান জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করে। Walter Bagehot বলেন- "*The king has three rights- the right to be consulted, the right to encourage, the right to warn*".

(vi) নির্বাহী কর্তৃপক্ষের অভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি:

সংসদের নির্বাচনে কোন দল বা কোয়ালিশনের সুস্পষ্টভাবে স্থিতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতার পক্ষে অপরিহার্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন ভোগকারী নেতাকেই প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলতে দলীয় সরকারকেই বোঝায়। দল একই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকরী এবং সুশৃঙ্খল নেতা গণের সুসংহত নেতৃত্বাধীনে স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। মন্ত্রীসভার পতন ক্ষমতাশীন দলেরই পতন। দ্রুত সরকারের পতন রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার পক্ষে হুমকি স্বরূপ হিসেবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে সংসদীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাশীন দল বা কোয়ালিশন কে অভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গির অনুসারী হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(vii) পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সরকার ও বিরোধী দলঃ

পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যকার পারস্পারিক সহনশীলতার সম্পর্ক। এ ব্যাবস্থায় সরকার এবং বিরোধী দলকে "Rules of the game" মানতে হবে। এ কথা স্বীকার্য যে, বিরোধী দলের প্রধান কাজ হচ্ছে সবকারের নীতি ও কর্মসূচীর সমালোচনা এবং সরকারের দোষ ত্রুটি জনগনের সামনে তুলে ধরা।তাই এ ক্ষেত্রে বিরোধী দলকে গঠনমুলক বিরোধীতা করতে হবে।অপর দিকে সরকারকে বিরোধী দলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সহিষ্ণু হতে হবে।তাছাড়া, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এবং জনকল্যাণকর কোন বিষয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মাঝে ঐক্যমত এবং সহযোগীতার সম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন। সংসদীয় ব্যবস্থায় তাই "এগ্রি টু ডিফার" যেমন আহুত মূলনীতি তেমনি "এগ্রি টু বিল্ড আপ কনসেনসাস"- ও হবে এর স্বাভাবিক নীতি।

(viii) সুসংগঠিত ও কার্যকর বিরোধী দলঃ

Sir Ivor Jennings বিরোধী দলের অস্তিত্বকে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করন। এরূপ ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন ক্ষমতা এবং নির্বাহী ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। সেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচার রোধকল্পে শক্তিশালী ও কার্যকর বিরোধী দল থাকা অপরিহার্য।

২.১.৬ বর্তমান বিশ্বে সংসদীয় গণতন্ত্রঃ

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৪২ টি রাষ্ট্র এবং সমগ্র বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠির দুই-তৃতীয়াংশ সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চা করছে। বর্তমান বিশ্বের ৪২ টি রাষ্ট্রের সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রকৃতির একটি চিত্র চার্ট আকারে উপস্থাপন করা হল।

.....

Name of Countries	Name of Parliament	Unicameral	Bicameral	Total Number
1. Australia	Common Wealth of Parliament		1.Senate 2.House of Representative	76 150
2. Austria	Parliament of Austria		1.Federal Council 2.National Council	62 173
3.The Bahamas	Parliament of Bahama		1.Senate 2.House of Assembly	16 46
4.Belize			1.Senate 2.Houseof Representative	8 29
5.Beljium			1.Senate 2.Chamberof Representative	
6.Bulgaria	Naro Sabrain	Naro Sabrain		
7.Canada	Federal Parliament		1.Senate 2.House of Commous	105 308
8.Croatia	Croatian Parliament (Sabor)	160		
9.Chach Republic	Parliament of Chech		1.Senate 2.Chamber of deputies	81 200

Dhaka University Institutional Repository

Name of the countries	Name of the Parliament	Unicameral(Numberof Member)	Bicameral (Number of member)
10.Denmark	National Parliament of Denmark	179	
11.Dominica Estonia	House of Assembly	36	
12.Finland	Parliament of Finland (Eduskunta)	200	
13.Germany			
14.Greece	Parliament of Greece (Vouliton Ellinon)	300	
15.Hungary	National Assembly of Hungry	386	
16.Ice land	Parliament	63	
17.India			Raza Sabha-552 Lok Sabha-250
18.Republic of Ireland	Parliament (Oireachtas)		Seanad Eireann-60 Dail Eireann-166
19.Israel	Parliament (Knesset)	120	
20.Italy			Chamber of Deputies-630 The Senate-315
21.Jamaica	Parliament of Jamaica		Senate-21 House of Representative-60
22.Japan	National Diet		House of Councillers-242 House of Representative-280

Dhaka University Institutional Repository

23.Latrian	Latian Parliament (Saeima)	100	
24.Lithunia	Seimas (Lithunian Parliament)	141	
25.Malysia			Senate (Dewan Begara) 69 House of Representative (Dewar Ratyat) 129
26.Malta		61	
27.Maldova	Parliament	101	
28.Mongolia	State Great Khurul	76	
29.Netherland	States General		1.Ecrste Kamu-75 2.Tweede Kamer-150
30.Newzeland	The Parliament of Newzeland	120	
31.Norway			
32.Portugal	Assembly of the Republic	230	
33.Romania			1.Senate-137 2.Chamber of Republics-332
34.Singapore	Parliament of Singapure	94	
35.Slovakia	National Council of the Slovak Republic	150	
36.Slovania			1.National Assembly-90 2.National Council-40

Dhaka University Institutional Repository

37.South Africa	Parliament of South Africa		National Council of provinces-90 National Assembly-400
38.Spain	National Assembly		Senate-259 Congress of Deputies-350
39.Sweden	Rikday (Parliament of Sweden)	349	
40.Trinidad and Tobaco			Senate-31 House of R-36
41.Turkey	Grand National Assembly of Turkey	550	
42.United Kingdom			House of Commens-646 House of Lords-724

Source : www.wikipedia.com

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

২.২ সংসদীয়তন্ত্র ও বিরোধী দল : তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

মানব প্রকৃতির এক অন্যতম অর্ন্তনিহিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজ আদর্শ, মতবাদ বা বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠাকরন। ফলে সমাজে পরস্পর বিরোধী একাধিক মত বা আদর্শের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। হেগেল এবং কার্লমার্কস এর মতে, যে কোন বিদ্যমান ব্যবস্থায় বিরোধী শক্তির সংঘর্ষের বা এন্টিথিসিসের ফলে জন্ম নেয় এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার বা এক নতুন সিন থিসিসের বা "সম্বাদের"। মানব সমাজের এ চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতেই বিদ্যমান শাসন কর্তৃপক্ষের বিপরীতে বিরোধী মত বা আদর্শের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

> *"Since dichtomy of views and conflict of opinions are unavoidable in human affairs, governments and social systems at all times had to face and deal with the reality of oppsition."*[২৮]

বিরোধী বা "Opposition" শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ "Oppositio" হতে যার অর্থ হচ্ছে বিরোধীতা করা, "Dictionary of politics" এ বলা হয়েছে

> *".....as loose association of individuals or political group or party wishing to change the government and alter its policy decision."* [২৯]

---

২৮. Dahl, Robert A. (ed), "*Political Oppositions in Western Democracies*" Page-xi-xiv

২৯. Dictionary of Politics, Page-243

Dhaka University Institutional Repository

সকল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিরোধী মত কে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। যেমন-(সমাজ তান্ত্রিক, একনায়ক তান্ত্রিক, বা ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা)। এ ক্ষেত্রে গনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিরোধী মত, আদর্শ বা বিশ্বাসের পূর্ণ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। গনতন্ত্রকে বলা হয়ে থাকে সমালোচনা বা আলোচনার আলোকে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। এ শাসন ব্যবস্থা কেবলমাত্র ভিন্নমত এবং সমালোচনাকে গুরুত্ব দেয় না। বরং গনতন্ত্রের অস্তিত্বের জন্য এর প্রয়োজন।

> *"No opposition party and no opposition with in the party is the anti-thesis of democracy".* [৩০]

গণতন্ত্র এবং বিরোধী দলের পারস্পরিকতাকে ব্যাখ্যা করতে দিয়ে Robert. A Dahl বলেন-

> *".....we take the absence of an opposition party as evidence if not always conclusive proof for the absence of democracy"* [৩১]

গণতন্ত্রের ধারনার বিকাশের সাথে সাথে বিরোধী দলের সাংগঠনিক এবং সাংবিধানিক ধারনাটিও বিকাশ লাভ করেছ। কেননা গনতন্ত্র কেবল মাত্র মত প্রকাশের স্বাধীনতা, স্বাধীন ভাবে চিন্তা এবং কথা বলারই স্বাধীনতা দেয় না পাশাপাশি রাজনৈতিক সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বাধীনতা প্রদান করে থাকে। গণতন্ত্রে যত বেশী ভিন্ন মতকে স্থান করে দেওয়া হয়, তা তত বেশী মজবুত ভাবে প্রতিষ্টিত হয়। অর্থাৎ বিরোধী দলের সুসংগঠিত উপস্থিতি রাষ্ট্রে বিদ্যমান শাসন কর্তৃপক্ষকে স্বেচ্ছাচারীতা ও

---

৩০. Lindsay, A.D. "*The Essentials of Democracy*" Page-35

৩১. Dahl, Robert A. (ed), "*Political Oppositions in Western Democracies*" Page-xvi

Dhaka University Institutional Repository

যথেচ্ছামূলক আচারণ হতে বিরত রাখে। গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে দেখা হয়ে থাকে বিকল্প সরকার হিসাবে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বিরোধী দল সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে বিকল্প নেতৃত্বের সৃষ্টি করে। তাই Earnest Barker বিরোধী দলকে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার "Safety Value" বলে অভিহিত করেছেন।

২.২.১ বিরোধী দলের ধরণ:

Robert A Dahl তাঁর "Political opposition in western Democracies" গ্রন্থে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিরোধী দলকে বিভক্ত করেছেন।

(i) সাংগঠনিকতার প্রেক্ষিতে, (Organizational Cohesion)

(ii) প্রতিযোগীতামূলক মনোভাবের প্রেক্ষিতে (Competitiveness)

(iii) পরিবর্তন আনয়নের ক্ষমতার প্রেক্ষিতে (Site)

(iv) লক্ষ্যের ভিত্তিতে; (Goals of the opposition)

(v) কৌশলের ভিত্তিতে; (Strategies of opposition)[৩২]

৩২. প্রাগুক্ত, Page-332

Dhaka University Institutional Repository

i সাংগঠনিকতার ভিত্তিতে (Organizational Cohesion):

একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান দল সমূহের সাংগঠনিক দৃঢ়তার উপর ভিত্তি করে Robert A Dahl বিরোধী দল ব্যবস্থাকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন-

(১) দ্বী-দলীয় ব্যবস্থা যেখানে দলের আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে দৃঢ় দলীয় ঐক্য বিদ্যমান- উদাহরণস্বরূপ- গ্রেট ব্রিটেন।

(২) দ্বী-দলীয় ব্যবস্থা যেখানে দলের আভ্যন্তরীণ ঐক্য বা সংহতি সুদৃঢ় নয়। উদাহরণস্বরূপ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

(৩) বহুদলীয় ব্যবস্থা যেখানে দৃঢ় দলীয় বন্ধন বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ- সুইডেন, নরওয়ে এবং নেদারল্যান্ড।

(৪) বহুদলীয় ব্যবস্থা যেখানে নিম্ন দলীয় সংহতি বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ- ইতালী এবং ফ্রান্স।

ii প্রতিযোগীতামূলক মনোভাবের প্রেক্ষিত:

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দল সমূহ কতখানি প্রতিযোগীতামূলক তা অনেকাংশে নির্ভর করে তাদের সংহতি বা ঐক্যতার উপর। প্রতিযোগিতা বলতে বোঝায় নির্বাচনে এবং আইনসভায় বিরোধী দল সমূহ এক অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে কতটুকু অর্জন করছে এবং কতটুকু হারাচ্ছে। মূলতঃ দ্বী-দলীয় ব্যবস্থায় দুটি দলের মাঝে ব্যাপক প্রতিদ্বন্দিতা বিদ্যমান থাকে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় তুলনামূলক ভাবে দল সমূহের মাঝে চরম প্রতিদ্বন্দিতা কম দৃষ্ট হয় কেননা বহুদলীয় ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌথ সরকার গঠিত হয় যেখানে দল সমূহের মাঝে পারস্পরিক সমঝোতার নীতি পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

Competition Cooperation and Coalescence : [৩৩]

Types of Party Systems

Opposition in

Type of System	Elections	Parliament	Examples
i.Strictly Competative	Strictly Competative	Strictly Competative	Britain
ii. Cooperative Competitive			
A. Two party	Sritctly competetive	Cooperativeand Competitive	United states
B. Multi-party	Cooperativeand Competitive	Cooperativeand Competitive	France, Italy
iii. Coalescent Competitive			
A. Two party	Strictly Competitive	Coalescent	Austria
B. Multi-party	Cooperativeand Competitive	Coalescent	Wartine Brita
iv. Strictly Coalscent	Coalscent	Coalescent	Colombia

(iv) পরিবর্তন আনয়নের ভিত্তিতে (Site):

বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহ সর্বদা সরকারের নীতি বা কার্যক্রম সমূহে পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট থাকে আর এ লক্ষ্যে তারা সরকারকে বিভিন্ন উপায় প্ররোচিত, প্রভাবিত আবার অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য করে থাকে।

৩৩. প্রাগুক্ত, Page-338

Dhaka University Institutional Repository

"The situations circumstances in which an opposition employ its resources to bring about a change might be called a site for encounters between opposition and government".[৩৪]

বিরোধী দল কখনো নির্বাচনে জয় লাভের মাধ্যমে কখনো যৌথ বা "Coalition" সরকারে যোগদান করে আইনসভায় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমর্থন লাভ করে আবর কখনো বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী .....সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের লক্ষ্য বা নীতি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। আর সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একইরূপ ভাবে তারা তাদের লক্ষ্যে উপনীত হয় না।

প্রথমত: যুক্তরাজ্যের ন্যায় দ্বী-দলীয় ব্যবস্থায় যেখানে দুটি রাজনৈতিক দল ক্রমান্বয়ে ক্ষমতায় আসে সেখানে বিরোধী দলের মূল লক্ষ্য থাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং দলীয় নীতি বা কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করা। যেহেতু পার্লামেন্টে তাদের পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিদ্যমান থাকে সেহেতু খুব সহজেই দলীয় নীতি সমূহকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে যারা বিরোধী দলে অবস্থান করেন জনমত গঠনের ভিত্তিতে পরবর্তী নির্বাচনে জয় লাভের জন্য সচেষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ত: ইটালী, হল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া প্রমূখ ব্যবস্থায় সেখানে সরকার গঠিত হয় সমঝোতার ভিত্তিতে বা যাকে বলা হয় "যৌথ সরকার" সে সকল ব্যবস্থায় বিরোধী দল সমূহ সরকার গঠনে যোগদান করে এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদের লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়।

---

৩৪. প্রাগুক্ত, Page-339

Dhaka University Institutional Repository

".....Unlike the British parties, they shape their strategy to take advantage of oppurtunities for bargaining their way into the current coalitio, replacing if within a different coalition or for cing new elections that are enpected to improve their bargaining position."

(iv) লক্ষ্যের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ:

বিরোধী দল সমূহ সর্বদা তাদের লক্ষ্যের ভিত্তিতে পৃথক হয়ে থাকে। বিরোধী দলের লক্ষ্য বলতে তাদের সে সকল উদ্দেশ্যকে বোঝায় যে উদ্দেশ্য সমূহে পৌছানোর জন্য তারা সরকারের নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট হয়।

Dhaka University Institutional Repository

Patterns of Opposition: Goals [৩৫]					
Types of opposition	Opposition to the conduct of government in order to change (or prevent change) in				Example
	Personnel of govt.	Specific Policies of govt.	Political Structur	Socio Economic Structure	
Nonstructural opposition					
1. Pure office seeking parties	+	-	-	-	U.S fedarelists
2.Pressure groups	-	+	-	-	U.S Farm Burean Fedarutin
3. Policy orente parties Limied Structural opposition	+	+	-	-	U.S. Republican party
4. Political refarmism (not +or policy – oriented)	-	+	-		Britain, Irish, Nationalist
Major Structural opposition	+	+	+	-	France: RPF
5. Comprechensine political Structural reformism					
6. Revolutionary monements	+	+	+	+	Communist Parties
symbols:+=yes -=no					

৩৫. প্রাগুক্ত, Page-342

Dhaka University Institutional Repository

v. কৌশল (Strategy):

বিরোধী দল তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে থাকে। তবে সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বা সকল রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দল সমূহ একই ধরণের কৌশল অনুসরণ করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধী দল নির্বাচনের উপর অধিকমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। তাদের লক্ষ্যই থাকে আইনসাভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা এবং সরকার গঠনের মাধ্যমে দলীয় নীতি বাস্তবায়ন করা। সাধারণতঃ যে সব ব্যবস্থায় সুদৃঢ় দুটি দল রয়েছে সে সব ব্যবস্থায় বিরোধী দলের এ কৌশল লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়তঃ অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী দল যৌথ সরকারে যোগদান করে তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকারকে প্রভাবিত করে থাকে। সাধারণত বহুদলীয় ব্যবস্থায় এরূপ লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয়তঃ কোন কোন ব্যবস্থায় বিরোধী দল চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা কোন বৃহৎ সংগঠনের সাথে আতাঁতের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌছাতে সচেষ্ট হয়।

> *"It may concentrate on pressure groups activities, intra party bargaining, legislative manaeuvering, gaining judicial decisions.....or any combination of there."*[৩৬]

আবার অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী দল যখন বিপ্লবী সংগঠনে পরিণত হয় তখন যে কোন ধরণের ধংসাত্মক কৌশল অবলম্বন করে যেটা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট হয়।

---

৩৬. প্রাগুক্ত, Page-345

Dhaka University Institutional Repository

২.২.২ উন্নয়নশীল বিশ্বে বিরোধীদল:

Robert A. Dahl তার গ্রন্থ "Opposition in western Democracies" এ পাশ্চাত্য বিশ্বের বিরোধী দলের প্রকৃতি বা রূপরেখা তুলে ধরা হল। উন্নয়নশীল বিশ্বের বিরোধী দলকে এ ছাচে ফেলা বা অন্তর্ভূক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা উন্নয়নশীল বিশ্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিরোধী রাজনৈতিক দলের আর্বিভাব ঘটে। তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক দল সমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গড়ে ওঠে ব্যক্তির ইমেজকে কেন্দ্র করে। এখানে দলীয় আদর্শের তুলনায় পরিবার কেন্দ্রিকতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, সাংগঠনিক দুর্বলতা, নেতৃত্বের অভাব, দল ভাঙ্গনের প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা যায়-

> *"The major hindrances which prevent the opposition from playing a more effective role are the inclination to look for avenues of power as the be- all and end – all of political activity.*[৩৭]

তাছাড়া শক্তিশালী সু-শীল সমাজের অনুপস্থিতি, সমাজের অন্যন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আমলা তন্ত্রের অতি বিকাশ এবং সামরিক বাহিনীর রাজনীতিকী করণ উন্নয়নশীল বিশ্বের বিরোধী দলের বিকাশকে অনেকাংশে সীমিত করে ফেলে।

২.২.৩ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ও বিরোধী দল:

সংসদীয় গণতন্ত্রের বা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার মূল দর্শন হচ্ছে দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা এবং সমালোচনা ও আলোচনার ভিত্তিতে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা- যা

---

৩৭. Hasanuzzaman, Al Masud, "*Role of Opposition in Bangladesh Politics*" Page-27

Dhaka University Institutional Repository

কেবলমাত্র অর্জিত হয়ে থাকে আইনসভায় বিরোধী দলের কার্যকরী ভূমিকার ভিত্তিতে। তাই সংসদীয় ব্যবস্থার সুষ্ঠ পরিচালনার ক্ষেত্র নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং বিরোধী গ্রুপ উভয়ই সম গুরুত্ব বহন করে থাকে Sir Ivor Jennings বলেন,

> *"His majesty needs not only a government but also an opposition. It is the duty of his Majesty's Government to govern and of his majesty's opposition to oppose"* [৩৮]

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলকে সরকার যন্ত্রের একটি বিশেষ অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে যা গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় এক অন্যতম সংযোজন হিসেবে মনে করা হয়। আইনত: এবং সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃত বিরোধী দলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান গ্রেট ব্রিটেনে। ১৮২৬ সালে His/Her Majesty's oppsition হিসাবে বিরোধী দলকে অভিহিত করবার মধ্য দিয়ে বিরোধী দলের সাংবিধানিক ভিত্তি রচিত হয়। তাছাড়া, ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক "Crown Act of 1937" পাস হবার মধ্য দিয়ে বিরোধী দলের ভিত্তি আরে সুদৃঢ় হয় যেখানে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং তার জন্য রাষ্ট্রীয় ভাবে বাৎসরিক২,০০০ পাউন্ড সম্মানী নির্ধারণ করা হয়। Maurice Duverger উল্লেখ করেছেন যে, "গ্রেট ব্রিটেনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্র কর্তৃক বেতন প্রদানের পাশাপাশি মহামান্য রানীর বিরোধী দলের নেতাকে সরকারী উপাধি প্রদান করে প্রকৃত পক্ষে বিরোধী দলকে সরকারের অংশ হিসেবে মর্যদা দেওয়া হয়েছে।"[৩৯]

---

৩৮. Jennings, Ivor "*Parliament*" Page-174

৩৯. Duverger, Maurice "*Political Parties*" Page-414

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অবস্থানকে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

২.৩ বিরোধী দল ও সরকারের দায়িত্বশীলতা:

আধুনিক আইনসভার অন্যতম গুরুত্ব পূর্ণ কাজ হচ্ছে সরকারকে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক করে তোলা। মূলতঃ বিরোধীদল তার নিয়ন্ত্রমূলক ভুমিকার প্রেক্ষিতেই সরকারকে জবাবদিহিমূলক করে তুলতে সক্ষম হয়।

K.C.Wheare মনে করেন-"*Modern legislature fares better in making the government behave than in making laws*".[৪০]

আইনসভায় বিরোধী দল কর্তৃক শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রনের কতিপয় দিক উল্লেখ করে Rockman B .বলেন-

> "*to cheek against dishonesty and wastes to guard against harsh and callous administration, to evaluate implementation in accordance with legislative objectives and to ensure administrative compliance with statutory intent*".[৪১]

সরকারকে জবাবদিহিমূলক করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিরোধী দল বিভিন্ন সংসদীয় রীতি বা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। অধ্যাপক Nizam Ahmed তাঁর "The Parliament of Bangladesh" গ্রন্থে বিরোধী গ্রুপ কর্তৃক সরকারকে নিয়ন্ত্রনের পদ্ধতি সমূহকে দুটি শ্রেনীতে বিভক্ত করেছেন:

১। ব্যক্তিক (Individual) এবং

---

৪০. Wheare, K.C "*Legislature*" Page-114

৪১. Rockman B. Legislative Executive Relations and Legislative Oversight, "*Legislative Study Quarterly*", *Vol-9, No.3*" Page-387

Dhaka University Institutional Repository

২। যৌথ (Collective) [৪২]

মন্ত্রীর প্রতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, প্রধান মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব, মুলতবী প্রস্তাব, জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে আলোচনা,দৃষ্টি আকর্ষন প্রস্তাব প্রভৃতি ব্যক্তিক নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি। অপর দিকে অনাস্থা প্রস্তাব এবং কমিটি ব্যবস্থা যৌথ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অর্ন্তভুক্ত।

১। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা (*inter pellations*):

সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় পার্লামেন্টের প্রশ্নোত্তর পর্ব গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম। আইন সভার সদস্য গণ শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপনকরে সন্তোষজনক বিবৃতি দাবী করতে পারেন। বিশেষ করে বিরোধী দলের সদস্যরা সরকারী নীতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে মন্ত্রীদের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যমে সংসদের এ সব কার্যবিবরনী প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তা জনমতকে ও প্রভাবিত করে থাকে এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে থাকে।

Sir Ivor Jennings প্রশ্নোত্তর পর্বের গুরুত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন-

> *"The art of questioning is part of the technique of opposition. Sometimes .....a question is the only means of securing redress of an individual grievance which a member has already put before the appropriate minister without securing satisfaction."* [৪৩]

---

৪২. Ahmed Nizam "*The Parliament of Bangladesh*" Page-108

৪৩. Jennings, Ivor "*Parliament*" Page-103

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় সকল সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রশ্নোত্তর পর্বের প্রচলন রয়েছে তবে এ পদ্ধতিটির কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে প্রশ্নের উত্তর প্রদানের প্রক্রিয়ার উপর। অধিকাংশ ওয়েষ্টমিনিষ্টার ধাচের পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের প্রশ্ন করবার পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ সময়সীমা হচ্ছে ১৫ দিন। এর ফলে উত্তর তৈরী করবার ক্ষেত্রে মন্ত্রীগণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে থাকে। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের উত্তর প্রদানের কোন সুর্নিদিষ্ট সময় সীমাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয় না। আধুনিক পার্লামেন্টারী বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন বিদ্যমান এ নিয়মটি প্রশ্নোত্তর পর্বের কার্যকারিতাকে অনেকাংশে সীমিত করে ফেলছে। এ ক্ষেত্রে পূর্ব নোটিশের বিষয়টি এবং উত্তর প্রদানের সময় সীমাকে সুনির্দিষ্ট করনের উপর তারা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ার সংসদীয় ব্যবস্থায় পূর্ব নোটিশ ব্যতীত অনেক সময় মন্ত্রীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার বিধি রয়েছে ।

> "*Question time is likely to be more effective in those countries such as Australia and Canada where ministers can be questioned without notice than in those cares where questions are mostly "on notice" the main reason is that ministers face an unknown range of unexpected but probing questions about their alleged misjudgments of police and tax administration.*" [৪৪]

---

৪৪. Ahmed Nizam "*The Parliament of Bangladesh*" Page-119

Dhaka University Institutional Repository

২। জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মুলতবি প্রস্তাব, সংক্ষিপ্ত আলোচনা, মনোযোগ আকর্ষন ও অর্ধঘন্টা আলোচনাঃ

বিরোধী দলীয় সদস্য বা সাধারণ সদস্যগণ যে কোন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য সংসদের কাজ মুলতবি করবার জন্য প্রস্তাব উথাপন, সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা এবং জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষন প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারের গৃহীত নীতি ও কার্যক্রমের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

বাংলাদেশের সংসদ কার্যপ্রণালী বিধির ৬০ বিধিতে অর্ধঘন্টা আলোচনা, ৬১ রিধিতে মুলতবী প্রস্তাব, ৭১ বিধিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় ও অনুসরণীয় পদ্ধতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে সংসদ সদস্যদের কাছে এসব বিধি অনুযায়ী আলোচনা এবং সরকারী কার্যক্রমের সমালোচনার কার্যকর উপায় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

৩। **প্রধানমন্ত্রীর প্রতি প্রশ্নঃ**

প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে সরাসরি প্রশ্ন করা এবং প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদান একটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক সংসদীয় পদ্ধতি। প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন উথাপনের মাধ্যমে বিরোধীদল ব্যাপক প্রভাব চর্চা করে থাকে। গ্রেট ব্রিটেনে হাউস অফ কমন্সে প্রতি মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবার ২৫ মিনিট প্রধানমন্ত্রীর প্রতি প্রশ্ন উথাপন করবার জন্য সময় নির্দিষ্ট থাকে। বাংলাদেশে সপ্তম সংসদ থেকে সংসদ অধিবেশন কালীন সময়ে প্রতি মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের সূচনা ঘটে। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় রীতি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

> *"…………………the occasion when the Prime Minister can be most critically tested, and various commentators or experienced observers have testified to how carefully the Prime Minister has to prepare for this ordeal"*[৪৫]

৪। অনাস্থা প্রস্তাবঃ

সরকারকে নিয়ন্ত্রনের জন্য পার্লামেন্ট যে চরম অস্ত্রটির প্রয়োগ করে থাকে তাহল অনাস্থা প্রস্তাব, সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হলে কিংবা গৃহীত নীতি বা পলিসি দ্বারা পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যের আস্থা হারালে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রস্তাব গৃহীত হলে সরকারের পতন ঘটে। তখন নতুন সরকার গঠন কিংবা নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পার্লামেন্টে সরকারি দলের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে অনাস্থা প্রস্তাবের ভয় বা আশংকা সরকার নিয়ন্ত্রনে খুব কার্যকর হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার সব সময় অধিকাংশ সদস্যে আস্থা হারাতে পারে-এ ভয় থেকে সবসময় নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগে সতর্কতা অবলম্বন করে। তবে কোন পার্লামেন্টে সরকারি দলের যদি নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে কিংবা নিজ দলের বিরুদ্ধে সংসদে ভোট দেওয়া যাবে না ,এরূপ কোন সাংবিধানিক ও আইনি বিধান বা "anti-defection" আইন থাকে তাহলে অনাস্থা প্রস্তাব সেরূপ কার্যকর হয় না।

৫। কমিটি ব্যবস্থাঃ

আধুনিক আইনসভা সমূহের কার্যক্রমকে সূক্ষভাবে বিশ্লেষণ এবং সরকারের প্রণীত নীতি নির্ধারণ সমূহকে জবাবদিহিমূলক করবার ক্ষেত্রে কমিটি ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কমিটিসমূহে সাধারনত সরকার এবং বিরোধী উভয় দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকায় বিরোধী দল সরকার প্রণীত যে কোন বিল, আর্থিক বিষয়াদি প্রভৃতি

---

৪৫. Griffith, J.A.G "*Parliament: Functions, Pratice and Procedures*" Page-354

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে ব্যাপক বিচার বিশ্লেষন এবং পর্যালোচনা করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া কমিটি সমূহের সদস্য সংখ্যা সীমিত হওয়ায় বিরোধী দলের সদস্যগণ আইনসভার তুলনায় আরো বেশী কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

> *"In today's democracies opposition thus have a significant role in the committee system and through investigation, hearing and detailed scrutiny in the committees they demand transparency and accountability of the government"*[৪৬]

৬। বিকল্প সরকার হিসেবে বিরোধীদল:

বিরোধীদল পার্লামেন্টে কেবল সরকারের দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠা করে না পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় আইন সভাকে কার্যকর ও গতিশীল রাখবার দায়িত্ব বিরোধী দলের। আইনসভায় সরকারের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে তারা পার্লামেন্টকে সচল রাখে। সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের সদস্যগণ তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করবার লক্ষ্যে ছায়া সরকার বা "Shadow Cabinet" তৈরী করে থাকে। ছায়া সরকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Dictionary of government and politics" এ বলা হয়-

> *"Senior members of opposition who cover the areas of responsibility of the actual cabinet and will form the cabinet if their party is elected to government"* [৪৭]

---

৪৬. Sundar.d.Ram: Role of opposition in Indian Politics. P-7

৪৭. ফিরোজ, জালাল, পার্লামেন্টারী শব্দকোষ; পৃ-১৮১

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলের অভিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ নেতারা ছায়া মন্ত্রীসভা গঠণ করেন। সাধারনত দলের সাংগঠনিক কাঠামোতে একজন নেতা যে বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত হন তিনি ছায়া মনন্ত্রীসভার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

ছায়া মন্ত্রীসভা কার্যকর থাকলে বিরোধী দলের নেতারা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকেন এবং যার ফলে তাদের সমালোচনা বা বিরোধীতা অযৌক্তিক না হয়ে গঠনমূলক হয়।

২.৪ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও বিরোধীদলঃ

Patterson এবং Copeland সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানিকী করনের ক্ষেত্রে যে চারটি প্রধান ভিত্তি প্রদান করেছেন (antonomy, formality uniformity complenity) মধ্যে সংসদের autonomy বা স্বাধীনতা একটি অন্যতম ভিত্তি সংসদের "autnomy" বলতে তারা বুঝিয়েছেন

> "..... *it is not dominated by an enternal political party apparatus or by some other institutions such as the bureaucracy, the church the military or pressure groups*"[৪৮]

সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দল যদি সুসংগঠিত এবং কার্যকর না হয় তাহলে সংসদ শাসন বিভাগের একরকম রাবারষ্ট্যাম্প সর্বস্ব পার্লামেন্টে পরিণত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা সরকারের অরাজনৈতিক অংশের নিয়ন্ত্রাধীনে হয়ে পরে।

---

৪৮. Ahmed Nizam "*The Parliament of Bangladesh*" Page-242

Dhaka University Institutional Repository

"In a country where there is no effective opposition and no alternative government the civil service tend to identify themselves with the party in power"[৪৯]

তাছাড়া সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানিকী করনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বাধা হিসেবে কাজ করে থাকে তা হচ্ছে সরকার ও বিরোধী দলের মাঝে পারস্পরিক অনাস্থা ও অবিশ্বাস্যের সম্পর্ক। এ ক্ষেত্রে বিরোধী দলকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সরকারকে সহযোগীতা প্রদান এবং ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন পাশা পাশি সরকারী দলকেও বিরোধী মতমতের প্রতি সহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ উভয়রই *"rules of the game"* মেনে চলা প্রয়োজন।

৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ:- 247

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

বাংলাদেশে সংসদীয় রাজনীতির বিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশকে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসরমান একটি নবীন রাষ্ট্র মনে হলেও প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থার সাথে এ অঞ্চলের মানুষের সম্পৃক্ততা দীর্ঘদিনের। মূলতঃ এ অঞ্চলের অধিবাসীদের রয়েছে সুদীর্ঘ দেড়শত বছরের প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা।[৫০] তাই বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে কোন আলোচনার ক্ষেত্রে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

৩.১ বৃটিশ-ঔপনিবেশিক শাসনের পর্যায়ঃ বঙ্গীয় আইনসভা

একটি শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রতিনিধিত্বমূলক আইন সভার মাধ্যমে সরকার পরিচালনার ব্যবস্থা বৃটিশ শাসনের একটি অন্যতম ইতিবাচক অবদান।[৫১] তবে ইংরেজ শাসকরা ইচ্ছাকৃতভাবে এ দেশে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাননি, তবুও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইংরেজদের নিজ দেশের রাষ্ট্রচিন্তা ও বিধি ব্যবস্থা এ উপমহাদেশে আত্মপ্রকাশ করে। উপমহাদেশে বৃটিশ সরকার কর্তৃক ক্রমান্বয়ে, ধাপে-ধাপে প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করণকে বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী G.W. Chowdhury "democracy by instalments"[৫২] বলে অভিহিত করেছেন।

---

৫০. ফিরোজ জালাল, "*পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*" পৃষ্ঠা-১৯

৫১. ইসলাম, সিরাজুল: "বঙ্গীয় আইন সভা ও শাসন তান্ত্রিক বিকাশ, ইসলাম সিরাজুল (সম্পাদিত)" *বাংলাদেশের ইতিহাস-১৭০৪-১৯৭১ প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৭*

৫২. Chowdhury, G.W. Democracy in Pakistan; Page ii

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যায় বাংলায় একটি অধিকার সচেতন শ্রেণী গড়ে ওঠে। এ শ্রেণীর উদ্যোগে ১৮৫১ সালে "বৃটিশ-ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন" নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় যা সর্বপ্রথম বাংলায় প্রতিনিধিত্ব মূলক আইনসভা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ১৮৬১ সালে ভারতীয় কাউন্সিল আইন বৃটিশ পার্লামেন্টে পাস হওয়ার মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় আইনসভার শুভ সূচনা হয়।- শাসন তান্ত্রিক ধারাবাহিকতায় বঙ্গীয় আইন সভাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা-

(১) প্রাথমিক পর্যায় ১৮৬২-১৯১১

(২) মধ্যবর্তী পর্যায় ১৯১২-১৯৩৪

(৩) চূড়ান্ত পর্যায় ১৯৩৫-১৯৪৭[৫৩]

৩.১.১ বঙ্গীয় আইন সভা (১৮৬২-১৯১১) ঃ

১৮৬২ সালের ১৮ই জানুয়ারী স্যার জন পিটার গ্র্যান্ট এর অধীনে বাংলায় প্রথম ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ আইনসভার ১২ জন মনোনীত সদস্যের মধ্যে চারজন ছিলেন বাঙালী সদস্য। রাজনুগত ব্যক্তি হিসেবে বাঙালী সদস্যবৃন্দ সরকারের ধামাধরার ভূমিকা পালন করতেন এবং সব সময়ই সরকারকে সমর্থন জানাতেন। আইন সভায় "Fines on village and Trespasses Committed" নামক শিরোনামে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। গণবিরোধী এ সংশোধনীটি মৌলবী আব্দুল লতিফ ছাড়া সকলেই সম্মতি প্রদান করেন। তাছাড়া, সকল প্রকার সরকার বিরোধী বক্তব্য, আন্দোলন ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ করবার জন্য বৃটিশ সরকারের ১৮৭৬ সালে "Dramatic Performance Act" এবং ১৮৭৮ সালে Vernacular Press Act" নামক আইন দুটি বিনা বিরোধীতায় পাশ হয়ে যায়।

---

৫৩. রশিদ, হারুন-অর "বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রম বিকাশ (১৮৬১-২০০১)" Page-25

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রাদেশিক আইন সভা সমূহের সংস্কারের প্রস্তাব আনে। মূলতঃ স্থানীয় আইন সভায় কিছু সংখ্যক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করাই ছিল এ প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য। কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান দাবীর প্রেক্ষিতে ১৮৯২ সালের কাউন্সিল আইনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা ১৩ হতে ২১ এ উন্নীত করা হয় এদের মধ্যে ১০ জন ছিলেন মনোনীত সদস্য। মনোনীত সদস্যের দুই-পঞ্চামাংশ সদস্য হতেন বেসরকারী একং তারা সীমিত নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন সর্বপ্রথম ভারতেই সাংবিধানিক ইতিহাসে প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার জন্ম দেয়। বেসরকারী সদস্যগণ বাজেট আলোচনা করতে পারতেন কিন্তু এ বিষয়ে ভোট প্রদানের অধিকার ছিল না। সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী বঙ্গীয় আইন সভায় বেসরকারী সদস্যদের অবস্থান প্রসঙ্গে বলেন-

> "কাউন্সিলের অভ্যন্তরে সরকারী সদস্যদের
> মিলিত শক্তির বিরূদ্ধে দেশ ও জনগণের
> স্বার্থ নিয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা
> বেসরকারী সদস্যদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল"[৫৪]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে ভারতীয় রাজনীতিতে পরিবর্তনের ধারা সূচিত হতে থাকে। ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং মুসলিম লীগ গঠন ও মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের দাবী প্রভৃতির প্রেক্ষিতে ১৯০৯ সালে ভারতীয় কাউন্সিল আইন প্রবর্তিত হয়। এ আইনের অধীনে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৫০ জনে উন্নীত করা হয়। এবং আইন পরিষদ সমূহের ক্ষমতা ও কার্য সম্প্রসারণ করা হয়। সদস্যগণ সাধারণত জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করতে, ভিন্নমত পোষণ করতে এবং

---

৫৪. Hussein.Shawkat Ara; "*Politics and Society in Bengal*" Page-

Dhaka University Institutional Repository

পরিপূরক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়, তবে এ সকল ক্ষমতা ছিল আপেক্ষিক। বাস্তবিক ভাবে শাসন বিভাগের উপর আইন পরিষদের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

"The change was thus one of degree and not of kind".[৫৫]

৩.১.২ বঙ্গীয় আইন সভা (১৯১২-১৯৩৪)

১৯১৩ সালের ১৮ই জানুয়ারী নবগঠিত বঙ্গীয় আইনসভার উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনের এক বছরের মধ্যে ১৯১৪ সালে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয় যার ফলে আইনসভার কার্যক্রম কিছুটা ব্যাহত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার ১৯১৯ সালে একটি নতুন কাউন্সিল আইন প্রকাশ করেন যা সত্যিকার অর্থে ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থার শুভ সূচনা ঘটায়। এ আইনের অধীনে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ পদ্ধতির নির্বাচন ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। যদিও নির্বাচকদের আয়তন ছিল ক্ষুদ্র।

".....franchise was granted only to those who fufilled certain requirements, especially property requirement"[৫৬]

এ আইনের আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হয়।

---

৫৫. প্রাগুক্ত; Page-15

৫৬. প্রাগুক্ত; Page-15

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯২১ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে কংগ্রেস এবং মুসলিমলীগ অংশগ্রহণ না করায় নির্বাচনটি দলওয়ারী হয় নি। সভায় শাসন সংক্রান্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এবং রাজবন্দীদের উপর সরকারের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। বেসরকারী সদস্যগণ সরকারকে ৩৪৪৯ টি প্রশ্ন কারন, ১৩টি বেসরকারী বিলের মধ্যে ২টি পাস হয়।

১৯২৩ সালের নভেম্বর বঙ্গীয় আইন পরিষদের দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন ছিল বাংলার সংসদীয় ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ১৩৯ সদস্য বিশিষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ১১৪ আসনের নির্বাচনে এই প্রথম মুসলিমলীগ ব্যতীত ব্যাপক দলিভিত্তিক বা দলগত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে স্বরাজ পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তবে স্বরাজীগণ মন্ত্রীসভায় অংশ গ্রহন করে নি। কেননা স্বরাজীদের মূল লক্ষ্য ছিল আইনসভাকে ভিতর হতে অকার্যকর করে রাখা।

স্বরাজ পার্টির শক্তিশালী অবস্থান সরকারকে অনেকাংশে দায়িত্বশীল করে তোলে। স্বরাজীদের দৃঢ় প্রচেষ্টার কারণে সরকার কর্তৃক উত্থাপিত "Bengal Ordinance" এর সংশোধনী এবং "Criminal Law Amendment Bill" টি বাতিল হয়ে যায়। বিলের বিপক্ষে ৬৯ টি ভোট এবং পক্ষে ৬৩ টি ভোট পড়ে।[৫৭] এ আইন সভার মেয়াদকাল ছিল তিন বছর।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় আইন সভার তৃতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে স্বরাজ পার্টি পরাজিত হয় এবং জাতীয় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এ কাউন্সিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বিরোধী গ্রুপ কর্তৃক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা

---

৫৭. রশিদ, হারুন-অর "বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রম বিকাশ (১৮৬১-২০০১)" Page-57

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাব উত্থাপন। বরিশালের ফুলকাঠিতে কৃষকদের একটি মিছিলে পুলিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদেশে গুলিবর্ষণ করায় বহু লোক নিহত ও আহত হয়। ফলে বঙ্গীয় আইনসভার সকল বঙ্গীয় সদস্য গাজা-চক্র মন্ত্রী পরিষদের পদত্যাগ দাবি করে। এ অনাস্থা প্রস্তাব গজনবীর বিরুদ্ধে ৬৬-৬২ ভোটে এবং চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ৬৮-৫৭ ভোটে পাশ হয়। পরবর্তীতে মোশারফ হোসেন ও প্রভাস চন্দ্রের মন্ত্রিপরিষদও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। মূলতঃ ১৯১৯ সালর ভার শাসন আইনের অধীনে পরিচালিত বঙ্গীয় আইনসভা কাউন্সিল অধিবেশনে কিছুটা হলেও দায়িত্ব বিরোধী দলের অবস্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

৩.১.৩ বঙ্গীয় আইন সভার চূড়ান্ত পর্যায় (১৯৩৫-৪৭) ঃ

১৮৬১ সালে বঙ্গীয় আইনসভার যে সূচনা হয় তা পরিপূর্ণতা অর্জন করে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা। এ আইন অনুসারে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ ও আইনসভার সদস্য-সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তণ করা হয়। এ আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালে রাষ্ট্রীয় আইনসভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আইন সভায় কৃষক প্রজা পার্টি এবং মুসলিমলীগ যৌথভাবে একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠন করে। এ যৌথ সরকার গঠনগত দিক হতে তেমন শক্তিশালী ছিল না এবং তাদের মাঝে জবাবদিহিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তথাপি হক মন্ত্রীসভা কৃষক ও বাঙালী শিক্ষিত মসুলমানদের স্বার্থে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, কৃষক খাতক আইন, মহাজনী আইন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী এ অঞ্চলে ধাপে ধাপে দায়িত্বশীল ব্যবস্থা বা সংসদীয় ব্যবস্থার যে প্রচলন করেন স্বাধীনতা অর্জনের পরেও এ অঞ্চলের স্বাধীন রাস্ট্রগুলোতে তার প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদ ঃ

সুদীর্ঘ সংগ্রামের দ্বারা উপমহাদেশের জনগন উপনিবেশিক শাসন হতে নিজেদের মুক্ত করলেও,স্বাধীনতা অর্জনের পর তারা উপনিবেশিক শক্তির অনুসৃত শাসন ব্যবস্থাকে স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি হিসাবে বেছে নেয়,এবং তাদের আদর্শ ও মূল্যবোধ সমূহকেও আকড়ে রাখে। "ভারত" ও "পাকিস্তান" নামক উপমহাদেশের এ দুটি নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র সংসদীয় ব্যবস্থাকে তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি হিসেবে বেছে নেয়।

> "But though the Asian nationalist leaders spoke and fought against western Imperialism, by and large they did not challenge or reject the ideology and value system of western colonial masters"[৫৮]

৩.২.১ পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশিক পরিষদ (১৯৪৭-৫৪) :

১৯৪৭ সালে "দ্বি-জাতি তত্ত্বের" ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দুটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তান হতে প্রায় ১২০০ মাইল দূড়ত্বে অবস্থানরত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ভাষা-সংস্কৃতি, ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ু, পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্যভাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রায় সব দিক দিয়েই বিস্তর ব্যবধান ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্টা হবার পর কেন্দ্রের ন্যায় প্রদেশও সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পাকিস্তানের প্রাদেশিক পর্যায়ের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক মোজাফর আহমেদ চৌধুরী বলেন-

> "Political instability, political oppurtunism, intrigue, lack of well-organised party, party unity and discipline, disregard for

---

৫৮. Jahan Rounaq "*Bangladesh Politics: Problems and Issues*" Page-ix

Dhaka University Institutional Repository

principles and absensce of parliamentary and democratic spirit were the main features of the provincial political system."[৫৯]

১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ সরকারের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিসদের যাত্রা শুরু হয়। এ পরিষদের সময় কালকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে-

১) পূর্ব পাকিস্তান (প্রথম) প্রাদেশিক পরিষদ (১৯৪৭-৫৪)

২) পূর্ব পাকিস্তান (দ্বিতীয়) প্রাদেশিক পরিসদ (১৯৫৪-৫৮)

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা অর্জনের পর সাবেক পূর্ব বাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। অবিভক্ত বঙ্গীয় আইন পরিষদের ১৪১ জন সদস্য এবং আসাম প্রদেশের সিলেট জেলার ৩০ জন নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান (প্রথম) প্রাদেশিক পরিষদ তার যাত্রা শুরু করে।

সারনী-৩.২.১ প্রদেশ ওয়ারী আইন সভার সংগঠন, ১৯৪৭-৫৪

প্রদেশ	বঙ্গীয় আইন সভা হতে আগত সদস্য	আসাম আইনসভা হতে আগত সদস্য	মোট আসন পূঃ বাংলা আইন পরিষদ
১. মুসলিম আসন	৯৮	১৮	১১৬
২. ক. সাধারণ	২০	৮	২৮
খ.নিম্নবর্ণের জন্য সংরক্ষিত	১৫	৩	১৮
৩. খ্রীষ্টান	১	০	১
৪. জমিদার শ্রেণী	৩	০	৩
৫. বিশ্ববিদ্যালয়	১	০	১
৬. শ্রমিক	৩	১	৪
মোট-	**১৪১**	**৩০**	**১৭১**

উৎসঃ Najma Chowdhury, "The legislative process In Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58" P-18.

৫৯. Chaudhuri, Muzaffer Ahmed; *Government and Politics In Pakistan*: P-184

Dhaka University Institutional Repository

এ পরিষদের গঠনগত দিকটি বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, পূর্ব বাংলা এবং আসাম প্রদেশের ১১৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে সব কটাতেই প্রতিনিধিত্ব করেছে লীগ সদস্যবৃন্দ অপরদিকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত ৪৬ টি আসনের অধিকাংশই প্রতিনিধিত্ব করেছে পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্যগণ। ৪৬ টি আসনের মধ্যে ১৮টি ছিল নিম্নবর্ণের জন্য সংরক্ষিত। এর মধ্যে ১০টি আসনে প্রতিনিধিত্ব করে "Scheduled class federation". অর্থ্যাৎ পাকিস্তান প্রথম প্রাদেশিক আইন পরিষদে সরকারী দল নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

পি.এন.সি প্রধান বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করলেও সংখ্যাগত অবস্থানের কারনে তাদের পক্ষে প্রকৃত অর্থে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করা সক্ষম হয় নি। অর্থ্যাৎ পি.এন.সি এর পক্ষে কখনোই বিকল্প সরকার গঠন বা ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা সম্ভবপর ছিল না-যা সংসদীয় গণতান্ত্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

> "The congress could never have sufficient numerical strength to present itself as an alternative government or act as an effective opposition"[৬০]

এ পরিষদের আর একটি অন্যতম দিক হচ্ছে বিদ্যমান ক্ষমতাসীন দলটি আইনসভায় যে কোন মুসলিম সদস্যের বিরোধীতাকে নিরূৎসাহিত করত। মূলতঃ মুসলিমলীগ সরকার আইনসভার ভিতরে এবং বাহিরে নিজ দলের ভিতর হতে উত্থাপিত যে কোন ধরনের বিরোধীতাকে দেশদ্রোহীতার সামিল বলে গণ্য করত এবং কৌশলে যে কোন ধরনের বিরোধী মনোভাবকে দমনের চেষ্টা করত। তাই, প্রাদেশিক আইন পরিষদে ক্ষমতাসীন

---

৬০. Najma Chowdhury, "The legislative process In Bangladesh: Politics and Functioning

Dhaka University Institutional Repository

দলের মনোভাবই মূলতঃ পরিষদ অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী বিরোধী গোষ্ঠী গড়ে তুলতে সহায়তা করেনি। অর্থাৎ মুসলীমলীগ সরকার ১৯৪৭ -৫৪ পর্যন্ত প্রাদেশিক আইন পরিষদকে নিজেদের বাধ্যগত এবং অথর্ব একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে।

৩.২.২ পূর্ব পাকিস্তান (দ্বিতীয়) প্রাদেশিক পরিষদঃ

১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ব-পাকিস্তান দ্বিতীয় প্রাদেশিক পরিষদের যাত্রা শুরু হয় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে। ১৯৫৩ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বাচনের প্রতি অনাগ্রহতার কারনে তা ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের অধিপত্যবাদকে প্রশমিত করবার লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাজনৈতিক দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট এককভাবে ২২৩ টি আসন এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৬৪ ভাগ লাভ করে। ৩ এপ্রিল এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিগত রেষারেষি, শরিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক মতভিন্নতা ও প্রতিযোগীতার কারনে (দ্বিতীয়) প্রাদেশিক পরিষদ ক্রমশ অকার্যকর একটি আইন পরিষদে পরিণত হয়। ১৯৫৪-৫৮ সাল পর্যন্ত পরিষদে মোট ছয় বার সরকার পরিবর্তন ঘটে। মন্ত্রীত্ব অর্জন এবং দল বদলের সংস্কৃতি এ পরিষদের অন্যতম কার্যক্রমে পরিণত হয়। (প্রথম) প্রাদেশিক পরিষদে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ থাকলেও তা (দ্বিতীয়) পরিষদের তুলনায় সংসদীয় কার্যক্রম সমূহ অধিক পরিমানের সম্পাদন করত সচেষ্ট ছিল।

> "Comparatively Speaking, the 1954 Assembly was less active than the earlier legislatures".[৬১]

---

of the East Bengal Legislature 1947-58" P-18.

৬১. Ahmed, Nizam "The Parliament of Bangladesh" Page-31

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সাল হতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ের রাজনীতি অতিমাত্রায় অস্থিতিশীল হয়ে পরে এবং কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের মাত্রা বৃদ্ধি পায়-যা প্রাদেশিক আইনসভার স্বতন্ত্রতা বজায় রাখবার পশ্চাতে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা নিজের ক্ষমতা কুক্ষিগত করবার উদ্দেশ্যে এবং সামরিক-বেসামরিক আমলাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি কারন। এর মাত্র বিশ দিন পরে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আইয়ুব খান রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দখল করে নেন। এর পরবর্তী এক দশকেরও কিছু বেশী সময় ধরে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি শাসিত হয়েছে এক নায়কতান্ত্রিক সামরিক শাসকদের অধীনে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় শাসকদের অতিমাত্রায় শোষণনীতি এবং দু অঞ্চলের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্যের নীতি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে অনুপ্রাণিত করে। এরই ফলাফলস্বরূপ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাস এক সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

৩.৩ সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা (৭২-৭৫)

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী পাকিস্তান হতে প্রত্যাবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান ১১ ই জানুয়ারী অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ জারি করেন। এ আদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। শেখ মুজিবর রহমান প্রধানমন্ত্রী এবং বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। মূলতঃ শাসন ব্যবস্থার এরূপ

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তনের মাধ্যমে আওয়ামীলীগ তার জন্মলগ্ন হতে সে নীতি বা আদর্শ লালন করে আসছিল তার সফল বাস্তবায়ন হয়।

আওয়ামীলীগ সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল অতিদ্রুত বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করন। এবং এ লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণকে একটি সংবিধান উপহার দেয়। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধানটি গৃহীত হয় এবং একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর তা কার্যকর হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশের জন্য ওয়েষ্টমিনিষ্টার ধাচের সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ ব্যবস্থাকে "Westminster Model"[৬২] হিসাবে চিহ্নিত করলেও আসলে তা ছিল ভারতীয় মডেলের সংসদীয় ব্যবস্থা[১২] যার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য বা অধিপত্য।

৩.৩.১ প্রথম জাতীয় সংসদ ও বিরোধী দলের অবস্থানঃ

১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনে আওয়ামীলীগ তিনশত আসনের মধ্যে ১৯২ টি আসন লাভ করে। পরবর্তীতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত সবকটি আসন (১৫টি) লাভ করায় জাতীয় সংসদে আওয়ামীলীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাড়ায় দুই তৃতীয়াংশরও অধিক।

সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্বশীলতা বহুলাংশে এবং প্রধানতঃ নির্ভর করে সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতি এবং তাদের কার্যকর ও গঠনমূলক ভূমিকার

---

৬২. Jahan Rounaq, "*Bangladesh Politics: Problems and Issues*" Page- 50

Dhaka University Institutional Repository

উপর। কিন্তু ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের আওয়ামীলীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তিকে অনেকাংশে দুর্বল করে তোলে।

> *"The overtwhelming victory of Mujib and his party at the 1973 general elections greatly reduced the chances of a balanced growth of parliamentary democracy."*[৬৩]

১৯৭৩ সালের সংসদকে তাই কেউ কেউ একদলের প্রাধান্য বিশিষ্ট দলীয় ব্যবস্থা হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। এই একক দলীয় অধিপত্যমূলক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছিল সংসদে দলীয় শৃংখলা বজায় রাখা (তথা ফ্লোর ক্রসিং) রোধ সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধান।

আওয়ামীলীগ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস করলেও এর মূল চাবিকাঠি সংসদে বিরোধীদলের অবস্থানে বিশ্বাসী ছিল না। প্রথম সংসদে আওয়ামীলীগ ব্যতীত অন্যকোন রাজনৈতিক দলই সংখ্যাগত দিক হতে তেমন সুদৃঢ় অবস্থানে না থাকায় তৎকালীন সরকার সংসদের অন্যতম ভিত্তি প্রধান বিরোধী দল ঘোষণা করাকে অযৌক্তিক হিসাবে গণ্য করে যা নিঃসন্দেহে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে।

> *Mujib boasted that the combined opposition did not win sufficient seats to be declared an official opposition in the parliament.*[৬৪]

---

৬৩. প্রাগুক্ত, Page-

৬৪. Ziring Lawrence "*Bangladesh From Mujib to Ershad: An Interpretive Study*" Page-97

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় কার্যক্রমকে অর্থবহ করে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় লীগের নেতা আতাউর রহমান খান সংসদে একটি "সম্মিলিত বিরোধী দল" গড়ে তোলেন তিনি এক বক্তব্যে বলেন-

> *"With our limited strength we have tried our best to deliberate on all issues of national importance."*[৬৫]

কার্য প্রণালী বিধি অনুসরণ করে সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, মুলতবী-প্রস্তাব, জরুরী জন-গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আলোচনা প্রভৃতি উপায় বা পদ্ধতি সমূহ ব্যবহারে সচেষ্ট ছিলেন।

প্রথম সংসদে ২২৯টি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের মধ্যে সংসদে উত্থাপিত হয় ৮৩ টি প্রস্তাব যার অধিকাংশই উত্থাপিত হয় বিরোধী দলীয় সদস্যদের দ্বারা। বিরোধী সদস্যগণ কর্তৃক সংসদে ১৬টি মুলতবী প্রস্তাব আনীত হয় যার একটিও স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয় নি। প্রথম সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন হতে প্রশ্নত্তোর পর্বের সূত্রপাত ঘটে। প্রশ্নত্তর পর্বে বিরোধী দলের সদস্যগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংসদে সরকারী দলের প্রাধান্য বজায় থাকত।

বাহাত্তরের মার্চ থেকে পঁচাত্তরের আগষ্ট পর্যন্ত সংসদ অধিবেশন বসে ৮টি এবং মোট কার্যদিবস ছিল ১১৮ দিন। এ সময়ের মধ্যে সংসদে ১৪০টির মত আইন পাশ হয় তনুধ্যে ৯১টি আইনই ছিল রাষ্ট্রপতির জারিকৃত অধ্যাদেশ, যা সংসদের সামনে আইন হিসেবে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কতিপয় বিতর্কিত বিল যেমন- "প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিকেশন এ্যাক্ট ৭৩", "স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট ৭৪", "জাতীয় রক্ষী বাহিনী এ্যক্ট ৭৪", "ইমারজেন্সী পাওয়ার এ্যাক্ট ৭৫" এবং সর্বোপরি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী কোন রকমের আলোচনা ব্যতীতই সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়।[৬৬]

---

৬৫. 1st session 1973, Bangladesh Jatiya Sangsad debate; P-23

৬৬. তথ্যসূত্র-হক আবুল ফজল "বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি" Page-15

Dhaka University Institutional Repository

এ ক্ষেত্রে ওয়াক আউট করা ছাড়া বিরোধী দলীয় সদস্যদের আর কোন ভূমিকা দেখা যায় না। আওয়ামীলীগ সরকার সংসদে বিরোধী মতামতকে সন্দেহের চোখে দেখতো এবং বিরোধীদেরকে চিহ্নিত করা হত টাউট, দুস্কৃতিকারী এবং সমাজবিরোধী শক্তি ইত্যাদি বিশেষনে। বিরোধী রাজনৈতিকদের প্রতি এরূপ বিরূপ মনোভাব সংসদীয় রাজনীতির পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে।

সারনী-৩.৩.১ প্রথম জাতীয় সংসদে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপের বিভিন্ন

প্রশ্ন/প্রস্তাব	প্রদত্ত নোটিশের সংখ্যা	স্পীকার কর্তৃক গৃহীত সংখ্যা %	সংসদে উত্থাপিত ও আলোচিত সংখ্যা %
তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন	৭৫৭৬	৫৪১৩ =৭১.৪৫	৪৬৭৪ =৬১.৬৯
সম্পূরক প্রশ্ন	৪৩২৫	৪৩২৫ = ১০০	৩৩৫৩ =
তারকা চিহ্ন বিহীন	৩০	২৬ = ৮৬.৬৭	৪ = ১৩.৩৩
মূলতবী প্রস্তাব	১৬	১ = ৬.২৫	০.০০ = ০.০০
মনোযোগ আকর্ষণ প্রস্তাব	২২৯	৫১ = ২২.২৭	২৮ = ১২.২৩
সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রস্তাব	১৯	৫ = ২৬.৩২	৪ = ২১.০৫
বেসরকারি সিদ্ধান্ত মঞ্জুর	৩৪৩	২৭২ = ৭৯.৩০	৩ = ১.৭৫
অনাস্থা প্রস্তাব	১	০.০০ = ০০	০.০০ = ০.০০

(১৯৭৩-৭৫) সময়কালে মুজিব সরকারের ব্যাপক দলীয়করণ নীতি, সরকার দলীয় সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্য সংকট আইন শৃঙ্খলার অবনতি এবং সেনাবাহিনীকে পাশ কাটিয়ে রক্ষী বাহিনী নামক প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী গঠন বিদ্যমান সরকার ব্যবস্থার প্রতি সমাজের আস্থাহীনতা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহের ন্যায় বৈধতার সংকটে পতিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

"The regime lost the greatest asset with which it started-legitimacy".[৬৭]

উপরন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে যে সব বামপন্থী সংগঠন একটি বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখে অস্ত্র ধারণ করেছিল, স্বাধীনতাত্তোর পর্যায়ে পাশ্চাত্য মডেলের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তারা মেনে নিতে পারে নি। এই বামপন্থী সংগঠন সমূহ মুক্তিযুদ্ধকে একটি অসম্পূর্ণ বিপ্লব বলে অভিহিত করে এবং আর একটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সর্বহারাদের শাসন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

বামপন্থী এ সংগঠন সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাসদ, বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট লীগ,বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (লেলিন বাদী) এবং সর্বহারা পার্টি। এ রাজনৈতিক সংগঠন সমূহ অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতার পথকে বেছে নিয়েছিল তাদের আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে। "তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যাপক গণআন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। এইসব দল সেই লক্ষ্যে অবিরাম, বিক্ষোভ, মিছিল, হরতাল, ঘেরাও-এ কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সরকারকে উৎখাত কল্পে সশস্ত্র কর্মকান্ডেও লিপ্ত হয়। মুজিব সরকার বিরোধী বামপন্থী শক্তিসমূহকে গণতান্ত্রিক পন্থায় কোন একটি সমঝোতায় নিয়ে না এসে বিভিন্ন দমনমূলক আইনের আশ্রয় গ্রহন করে।

Sheikh Mujib did not make any .attempt to win over and coopt the revolutionery leftists ..... A number of special ordinances, obviously directed asgainst the radical

---

৬৭. Moniruzzaman Talukder, "*The Bangladesh Revolation and Its aftermath* " Page-161

Dhaka University Institutional Repository

leftist, were promulgated by the president or passed by parliament during the 44 months of AL rule." [১৬৮]

১৯৭৪ সালের মধ্যবর্তী পর্যায় হতে উগ্রপন্থী বাম সংগঠনগুলোর কর্মতৎপরতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় এবং দেশের অরাজক অবস্থা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। এ পরিস্থিতিতে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর সরকার দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে, মৌলিক অধিকার এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ স্থগিত করে। বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট, আওয়ামীলীগের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান চাপ, এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাবে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে আওয়ামীলীগ সরকার পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত একদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে।

৩.৪ সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান ও রাষ্ট্রপতির শাসন ঃ

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর যৌক্তিকতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পাশ্চাত্য মডেলের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দোষারোপ করেন এবং বাংলাদেশের মত একটি নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রের জন্য এ মডেল যে যথোপযুক্ত নয় তা ব্যক্ত করেন। শেখ মুজিবর রহমান তার এক বক্তব্যে বলেন-

"The system we find today is the British Colonial system .....That is the system of the colonialists.....to exploit the country. I want to smash the old moth-eaten administrative system..... This new system of mine is the revolution" [১৬৯]

---

৬৮. Jahan Rounaq "*Bangladesh Politics: Problems and Issues*" Page- 89
৬৯. Jahan Rounaq "*Bangladesh Politics: Problems and Issues*" Page- 96

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক Rounaq Jahan সাংবিধানিক এ পরিবর্তনকে ক্ষমতাসীন এলিটদের ক্ষমতায় টিকে থাকার একটি উপায় হিসেবে অভিহিত করেছেন।

> *"The elite rejected parliamentary democracy and turned to an alternative model which promised it a longer stay in power".* [৭০]

বিশিষ্ট রাষ্ট্র চিন্তাবিদ তালুকদার মুনিরুজ্জামান একে *"Constitutional Coup"*[৭১] বলে চিহ্নিত করেছেন।

এরূপ ভাবে সত্তরের দশকের এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক নবীন রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশও পাশ্চাত্য মডেলের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে যাত্রা শুরু করে অল্প কিছু কালের মধ্যে একটি একনায়কতান্ত্রিক ব্যক্তি শাসনে পরিণত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারীর পর হতে ষোল বছরেরও অধিককাল বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে সামরিক-বেসামরিক স্বৈরশাসকদের দ্বারা- যেখানে বিরোধীদলের অবস্থান থাকলেও তার অস্তিত্ব তেমন সুদৃঢ় ছিল না।

---

৭০. প্রাগুক্ত, Page-125

৭১. Moniruzzaman Talukder, "*The Bangladesh Revolation and Its aftermath* " Page-161

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন ও পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

নব্বই এর দশক বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক মাইল ফলক বিশেষ। কেননা ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার নামে যে "রাষ্ট্রপতিক কর্তৃত্ববাদের"[৭২] সূত্রপাত ঘটে তার পরি সমাপ্তি ঘটে ৯০' এর ৬ ডিসেম্বর এরশাদ সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে। তিন জোটের মনোনীত ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহ্মেদের নিকট স্বৈরাচারী এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে পুনরায় গণতান্ত্রিক শাসনের সূত্রপাত ঘটে।

৪.১ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ফলাফল :

একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল চাবিকাঠি, নিরপেক্ষ নির্বাচনই গণতন্ত্রায়নের পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ তার গণতন্ত্রায়নের পথে দ্বিতীয় যাত্রা শুরু করে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী ৫ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিনশত আসনের জন্য প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কার ২৭৮৭ জন। বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে এটিই ছিল সর্বোচ্চ প্রার্থী সংখ্যা। [৭৩] মোট ৯০টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রতীক গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত পঁচাত্তরটি দল প্রার্থী দাড় করায়। তাবে অধিকাংশ দলই ছিল নাম সর্বস্ব সংগঠন।

ছোট ছোট দলগুলি প্রথমে তিন জোটের ঐক্য মতের ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়নের প্রস্তাব করে। কিন্তু বড় দলগুলি এতে সাড়া দেয়নি। ৫ দলীয় জোট সমঝোতার ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়ন করতে সমর্থ হলেও জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলো নিজস্ব প্রতীক নিয়ে পৃথকভাবে নির্বাচন করে। আওয়ামীলীগ ২৬৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এতে পাঁচটি শরীক দলকে ৩৬টি আসন ছেড়ে দেয়।

---

৭২. আহমেদ, এমাজউদ্দিন (সম্পাদিত) : বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র : প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা, পৃ: ২

৭৩. হক, আবুল ফজল: বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি : পৃ: ২১১

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন প্রাক্কালে আওয়ামীলীগ পাঁচটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, মুজিব হত্যার বিচার, শেখ মুজিবের নীতি সমূহেতর বাস্তবায়ন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি প্রতিষ্ঠা করণ এবং সর্বোপরি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি.এন.পি এর প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন, এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিবর্তে "আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন" অর্থাৎ ধর্মীয় ভাবধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখার পক্ষে তাদের লক্ষ্য স্থির করে। অপরদিকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমকে তাদের প্রধান নির্বাচনী প্রচারণা হিসেবে গ্রহণ করে।

নির্বাচন কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। বি.এন.পি ৩০.৮১% ভোট ও ১৪০ টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আর্বিভূত হয়। আওয়ামীলীগ ৮ দলীয় জোটের শরীক দলগুলোকে যে ৩৬টি আসন ছেড়ে দেয় সেগুলির ভোট যোগ করলে আওয়ামীলীগের নৌকা প্রতীকের পক্ষে প্রদত্ত ভোটের হার দাড়ায় ৩৪%। কিন্তু ৮ দলীয় জোটভুক্ত দলগুলি মোট আসন পায় ১০০টি। আওয়ামীলীগ ছাড়া ৮ দলীয় জোটের অন্তর্ভূক্ত দলগুলোর মধ্যে বাকশাল ৫টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ৫টি, ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ১টি ও গণতন্ত্রী পার্টি ১টি আসন লাভ করে। জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসন সহ মোট ১২% ভোট পায়। জামায়াতে ইসলামী পায় ১৮টি আসন। পাঁচদলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর মধ্যে একমাত্র ওয়ার্কাস পার্টি একটি আসন লাভ করে। অন্যান্য যে সব দল সংসদে আসন লাভে সমর্থ হয় সেগুলি হল জাসদ ১টি, ন্যাশনাল পার্টি ১টি ও ইসলামিক ঐক্যজোট ১টি। ৪২৪ জন নির্দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে তিনজন জয়ী হন।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী ৪.১ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
বি.এন.পি	৩০০	১৪০	৩০.৮১
আওয়ামীলীগ	২৬৪	৮৮	৩০.০৮
বাকশাল	৬৮	৫	১.৮১
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৪৯	৫	১.১৯
ন্যাপ	৩১	১	০.৭৬
গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	১	০.৪৫
জাতীয় পার্টি	২৭২	৩৫	১১.৯২
জামায়াতে ইসলামী	২২২	১৮	১২.১৩
ইসলামী ঐক্যজোট	৫৯	১	০.৭৯
জাসদ	৩১	১	০.২৫
ওয়ার্কাস পার্টি	৩৫	১	০.১৯
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	২০	১	০.৩৬
নির্দলীয় প্রার্থী	৪২৪	৩	৪.৩৯

উৎস : আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি। পৃ: ২১৩

বি.এন.পি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আবির্ভূত হলেও সরকার গঠনের জন্য যে ১৫১টি আসনের প্রয়োজন সে লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়নি। ফলশ্রুতিতে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। অত:পর জামায়াত ইসলামীর সমর্থনে বি.এন.পি সরকার গঠনে সমর্থ হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ১৯ মার্চ তারিখে খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে একটি ৩০ সদস্যের মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। সরকার গঠনের পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং নতুন শাসন ব্যবস্থার রূপ রেখা কি প্রকৃতির হবে তা নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক জটিলতা দেখা দেয়। নব্বই এর গণঅভ্যুত্থানের সময় প্রধান তিন জোটের অঙ্গীকার ছিল দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠন করণ। নির্বাচনের পর ৮ দল ও ৫ দলের প্রতিনিধিবর্গ এ বিষয়ে পূর্বের অঙ্গীকার অনুসারে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেও বি.এন.পি এ বিষয়ে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছাতে না পারায় রাজনৈতিক সংকটের সূত্রপাত ঘটে। মূলত: সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে বি.এন.পি এর মধ্যেই মতভেদ ছিল। দলের নিম্নতর পর্যায়ের নেতাদের একটি বড় অংশ সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন দিলেও খালেদা জিয়া সহ উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দগণ রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বহাল রাখার পক্ষপাতি ছিলেন।

ক্রমবর্ধমান বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহের দাবী এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সমঝোতার ভিত্তিতে একটি দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আহ্বান - বি.এন.পি কে সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের মত পরিবর্তনে সহায়তা করে। বি.এন.পি দলীয় সভায় সংসদীয় পদ্ধতির প্রবর্তনের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৯১ সালে ২ জুলাই তারিখে সরকারের পক্ষ হতে সংবিধান সংশোধনী একাদশ ও সংবিধান সংশোধনী দ্বাদশ বিল নামে দুটি বিল সংসদে উথাপিত হয়। এর দু'দিন পর ৪ জুলাই আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ ১৪ এপ্রিল তারিখে নোটিশকৃত তার সংশোধনী বিলটি উথাপন করেন। সরকার ও বিরোধী দলীয় উভয় বিলের উদ্দেশ্য ছিল বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের পূর্ব পদে ফিরে যাওয়া এবং সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা। ওয়ার্কাস পার্টির রাশেদ খান মেনন ও মৌলিক অধিকারের সংরক্ষণ ও সংবিধানের অধিকতর গণতন্ত্রায়ণের উদ্দেশ্যে ৪ জুলাই তারিখে ৪টি সংবিধান সংশোধনী বিল উথাপন করেন। উপরোক্ত বিলগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ প্রদানের জন্য ১ জুলাই তারিখে একটি ১৫ সদস্য বিশিষ্ট বাছাই কমিটিতে প্রেরিত হয়। কমিটি ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে ঐক্যমতে পৌছাতে সমর্থ হয় এবং তদনুসারে ৭ টি বিলের সমন্বয়ে আইন মন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ সংবিধান একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী

Dhaka University Institutional Repository

বিল নামে দুটি বিল ২৮ জুলাই তারিখে সংসদে পেশ করেন। ১৯৯১ সালের ৬ আগষ্ট সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রা ঘটে।

৪.১.১ পঞ্চম জাতীয় সংসদ ও বিরোধী দল ঃ

১৯৯১ সালের ৫ এপ্রিল পঞ্চম জাতীয় সংসদ তার যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালের প্রথম জাতীয় জাতীয় সংসদের পর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পঞ্চম সংসদের শুভ সূচনা ঘটে। ৯১' এর ৫ এপ্রিল হতে ৯৫ এর ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ২২টি অধিবেশনে মোট ৪০১ কার্যদিবসে ১৮৩৮.১২ ঘন্টা পঞ্চম সংসদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে সরকারী কার্যদিবস ছিল ৩৩৩ দিন এবং বেসরকারী কার্যদিবস ছিল ৬৮ দিন। কার্য প্রণালী বিধির ২১৬ নং ধারার আওতায় মোট ৫ বার বিভক্তি ভোট অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী কালে ৪ বার এবং মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোট গ্রহণকালে একবার বিভক্তি ভোট হয়। [৭৪] ৫ম সংসদে বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ দ্বারা পৃথকভাবে মোট ৬২ বার ওয়াকআউট এর ঘটনা ঘটে। পঞ্চম সংসদে মোট ১৬ জন সদস্যের ক্ষেত্রে দল বদল এর ঘটনা ঘটে। তিনজনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দল ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তাদের আসন শূণ্য ঘোষিত হয়।

সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকাকে দু'ধরনের প্রেক্ষিতে দেখা হয়ে থাকে - এর "Proactive"[৭৫] বা উদ্যোগমূলক ভূমিকা এবং "Reactive"[৭৬] বা প্রতিক্রিয়ামূলক ভূমিকা। বিরোধী দলীয় সদস্যগণ তখনই Proactive বা উদ্যোগমূলক

---

৭৪. জাতীয় সংসদ : কার্যনির্বাহের সার-সংক্ষেপ (১-২২ তম অধিবেশন)

৭৫. Ahmed, Nizam: "*The Parliament of Bangladesh*" ; Page: 183

৭৬. প্রাগুক্ত, Page-183

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় যখন তাদের জন্য আইন প্রণয়নমূলক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়। অপরদিকে সরকার কর্তৃক গৃহীত বা প্রণীত যে কোন নীতি মালার প্রতি বিরোধীদলের কেবলমাত্র সাড়া প্রদান মূলক আচরণকে এর Reactive ভূমিকা বলা হয় থাকে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ নব্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহে বিরোধীদলের এরূপ প্রতিক্রিয়ামূলক ভূমিকাই বেশি লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের বিগত সংসদ সমূহের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে অধিকাংশ সময়েই বিরোধী দলীয় সদস্যগণ "Reactive" ভূমিকা পালন করেছেন। তবে ৫ম জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রে আমরা এর ব্যতিক্রম দেখে থাকি। এ সংসদে বিরোধী দলের ব্যাপক উদ্যোগমূলক বা Proactive ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। বিরোধী দলের এরূপ ভূমিকার পশ্চাতে যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হচ্ছে সংসদে বিরোধী দলীয় সদস্যদের প্রতিনিধিত্বের মাত্রা বা সংখ্যাগত অবস্থান। বিগত সংসদ সমূহের তুলনায় পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান ছিল অনেক সুদৃঢ়।

সারণী ৪.১.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদে বিরোধী ও সরকারী দলের অবস্থান

জাতীয় সংসদ	সরকারী দল	প্রধান বিরোধীদল	নির্বাচনের বছর	সদস্যদের (%) অবস্থান			মোট সদস্য
				সরাকরী	বিরোধী	নির্দলীয়	
প্রথম সংসদ	আ. লীগ	-	১৯৭৩	৯৭.৮	০.৬	১.৬	৩১৫
দ্বিতীয় সংসদ	বি.এন.পি	আ. লীগ	১৯৭৯	৭৫.২	২৩.৩	১.৫	৩৩০
তৃতীয় সংসদ	জা.পা	আ. লীগ	১৯৮৬	৬২.৪	৩৪.৯	২.৭	৩৩০
চতুর্থ সংসদ	জা.পা	সম্বিলিত বিরোধী দল	১৯৮৮	৮৩.৭	৮.০	৮.৩	৩০০
পঞ্চম সংসদ	বি.এন.পি	আ.লীগ	১৯৯১	৫০.৯	৪৮.২	০.৯	৩৩০
সপ্তম সংসদ	আ.লীগ	বি.এন.পি	১৯৯৬	৫২.৭	৪৭.৩	-	৩৩০

উৎস : Nizam Ahmed : "The Parliament of Bangladesh" . Page – 61

Dhaka University Institutional Repository

পরিসংখ্যান হতে দেখা যাচ্ছে যে, পঞ্চম সংসদের শতকরা সরকারী ও বিরোধীদলের অবস্থানগত ব্যবধান ২.৭%। ফলশ্রুতিতে এ সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত বিরোধীদলের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষণীয়। এ সংসদের প্রথম অধিবেশনে সরকার পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিরোধীদল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ১৯৯১ সালের ১৪ এপ্রিল সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পুণঃপ্রবর্তন ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর পদ্ধতি সংবলিত একটি বিল সংসদে উত্থাপনের জন্য নোটিশ দেন। অন্য কয়েকটি বিরোধী দলের সদস্যও সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করে। পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলের আরো কতিপয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকার মধ্যে একটি হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব এবং অপরটি হচ্ছে তৎকালীন কৃষি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারকে একটি সংসদীয় কমিটি গঠনে বাধ্যকরণ। এছাড়াও, সংসদীয় গণতন্ত্রের বেসরকারী সদস্যদের সরকারকে জবাবদিহিমূলক ও দায়িত্বশীল করবার জন্য যে সকল উপায় রয়েছে তার মূল ও যথাযথ প্রয়োগের প্রবণতা বিরোধী দলীয় সদস্যদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে।

আলোচ্য অধ্যায় পঞ্চম সংসদের আইন প্রণয়ন হতে শুরু করে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে বিরোধী দলের ভূমিকার একটি রূপরেখা দাড় করানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

৪.১.২ আইন প্রণয়ন

রাষ্ট্রীয় আইনের একটি অন্যতম উৎস বা মাধ্যম হচ্ছে আইনসভা। পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রের একমাত্র না হলেও প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন। আইন প্রণয়নের জন্য প্রথম যে কার্যকর উদ্দ্যোগ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তা হলো বিল উপস্থাপন। বিল উত্থাপণের উপায় এবং বিল কিভাবে পাস হয়- এ দৃষ্টিকোণ হতে বিলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে -

Dhaka University Institutional Repository

(i) স্বাধারণ স্বার্থ বিষয়ক (Public Bill)

(ii) বিশেষ স্বার্থ বিষয়ক (Private Bill)

(iii) মিশ্র স্বার্থ বিষয়ক (Hybrid Bill)

বিল কে উত্থাপণ করবেন এবং কিভাবে করবেন এ দিক থেকে বিবেচনা করে বিলকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়

১। সরকারী বিল ও

২। বেসরকারী বিল

৪.১.৩ ৫ম জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন ঃ বেসরকারি ও বিরোধীদলীয় সদস্যদের ভূমিকা :

মন্ত্রী ব্যতীত অন্য সংসদ সদস্যরা, সরকারি বা বিরোধী যে দলের হোন না কেন, যে সব বিল উত্থাপন করেন সেগুলোকে বেসরকারি সদস্যদের বিল বলে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে পার্লামেন্ট সদস্যদের আইন প্রণয়নের অধিকার থাকলেও বিশেষ করে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ধাচের সংসদীয় ব্যবস্থায় সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক এ অধিকার প্রয়োগ খুব কম দেখা যায়।

সংসদীয় ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের তুলনায় বেসরকারী সদস্যদের অংশগ্রহণের মাত্রা কম হবার পশ্চাতে অধ্যাপক শামসুল হুদা হারুন তিনটি কারনকে চিহ্নিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

"Firstly, private member's bills are deprived of the technical guidance that requires not only the creative imagination of a political brain but the combined knowledge of an economist and specialist in a whole series of cognate sciences. Secondly, under the party system of government the underlying principle is that the majority of the members give support to the government in power, express or implied; then members are not at liberty to have bill pushed through. Thirdly, parliamentary time is hard-pressed to accommodate much of private members business." [৭৭]

এ সংসদে সরকারী উদ্যোগে মোট ২০৯টি সাধারণ বিলের নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৮৪টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত বিল সমূহের মধ্যে ১৭২টি বিল সংসদ কর্তৃক পাস হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের কার্যপ্রণালী বিধির ৭২(১) বিধি অনুযায়ী কোন বেসরকারী সদস্য বিল উত্থাপন করতে চাইলে তাকে সচিবের নিকট পনের দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং কেবলমাত্র বেসরকারী কার্য দিবসেই বেসরকারী বিল উত্থাপন করা যাবে। পঞ্চম সংসদে বেসরকারী সদস্যদের উদ্যোগে মোট ৮২টি বিলের নোটিশ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২০.৭% বিল সংসদে উত্থাপিত হয় এবং উত্থাপণের জন্য অপেক্ষমান ছিল ২০.৭%। প্রথম পাঠের পর ১২.৩% বিল নাকোচ হয়ে যায়। ৯.৮% বিল কমিটিতে ফেরত পাঠান হয়। ৭.৩% বিল প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ৭.৩% তামাদি হয়ে যায় এবং ২১.৯% বিলের ব্যাপারে অন্যান্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৭৮] পঞ্চম সংসদে ১২টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত বিলগুলোর মধ্যে ১টি বিল অষ্টম

---

৭৭. Haroon, Shamsul Huda; "*Parliamentary Behaviour in a Mutli-Nation State.*" P.– 5

৭৮. Ahmed, Nizam; "*The Parliament of Bangladesh.*" P. – 96

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশনে সর্বসম্মতিভাবে সংসদে গৃহীত হয়। বিলটি হচ্ছে - "The Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Bill, 1993. সুতরাং বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সরকারী বিলের পাসের হার যেখানে ৯৩.৪৮% বেসরকারী বিলের পাসের হার ০.১২%। মূলতঃ পাসকৃত বেসরকারী বিলটি সংসদ সদস্যদের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

"Private member's bill mostly fail if they are in any way contentions and are opposed in parliament".[৭৯]

মূলতঃ বেসরকারী সদস্যদের বরাদ্দ সময়ের স্বল্পতা তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রের সুযোগকে সীমিত করে ফেলেছে। কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে কেবলমাত্র বৃহস্পতিবার বেসরকারী কার্যাবলী "প্রাধান্য" পাবে বলে বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রয়োজনে উক্ত দিনে অন্যান্য কাজ চলতে পারে। তাছাড়া, বেসরকারী দিবসে বেসরকারী সদস্যের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, সাধারণ আলোচনা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় উপস্থাপিত হওয়ায় সপ্তাহের একটি দিনে বিল উত্থাপণের জন্য সময় ও সুযোগ অনেক কমে যায়। তাছাড়া, সময়ের তুলনায় বিলের সংখ্যা বেশী হওয়ায় ব্যালটের মাধ্যমে বিলের প্রাধান্য নির্ণয় করতে হয়। যার ফলে অনেক সময় বস্তুনিষ্ঠ বিল উত্থাপিত হতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেসরকারী সদস্যদের উত্থাপিত বিল সমূহের ভাগ্য নির্ধারিত না হওয়ায় এবং সরকারী সদস্যদের অসহযোগীতামূলক মনোভাব প্রভৃতি কারণে বেসরকারী সদস্যগণ বিল উত্থাপণের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হয়ে পরে।

বেসরকারী সদস্যদের উত্থাপিত বিল সমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনে পরিণত না হতে পারলেও দলীয় কার্যসূচী প্রকাশ ও জনমত গঠণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে।

---

৭৯. Marsh, D. and Reed, M. (1988), "Private Member's Bills" P.-37

Dhaka University Institutional Repository

Hysor. R –এর মতে, " ..... *although the role of private member's bills as a means of introducing policy is of little significance, these can still enable a subject to be discussed and publicised; help to educate and mobilise public opinion in their favour.*" [৮০]

Philips Norton - বেসরকারী সদস্যকর্তৃক উত্থাপিত বিলের কার্যকারিতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একে "Safety valve function" বলে অভিহিত করেছেন।

৪.১.৩ অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রনয়ন :

জাতীয় সংসদের অধিবেশন না থাকলে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে বলে সন্তোসজনকভাবে প্রতীয়মান হলে রাষ্ট্রপতি উক্ত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন এবং অনুরূপ অধ্যাদেশ আইনের ন্যায় বলবৎ হয়। তবে অধ্যাদেশ সমূহ অনুমোদনের জন্য সংসদের পরবর্তী প্রথম বৈঠক পেশ করতে হয়। কোনো অধ্যাদেশ সংসদে উপস্থাপনের ৩০ দিন অতিবাহিত হবার পর এর কার্যকারিতা লোপ পায়।

বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংবিধানের এ নীতি বা ধারা ব্যবহার করে বিভিন্ন সরকারামলে শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে আইনসভার অধিকারকে সংকুচিত করেছে। পঞ্চম সংসদেও এর ব্যতয় ঘটেনি। পঞ্চম সংসদীয় সরকারের আমলে রাষ্ট্রপতি পধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ১০০টি অধ্যাদেশ জারি করেন। এর মধ্যে ৮২টি অধ্যাদেশ সংসদে বিল আকারে উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত অধ্যাদেশগুলোর মধ্যে ৫৭টি অধ্যাদেশ বিল সংসদে পাস হয়।

---

৮০. Hyson, R. (1973-74), "The Role of the Backbencher – An Analysis of Private Member's Bills in the Canadian House of Commons," *Parliamentary Affairs*. Vol. – 27, P. – 262 – 272.

Dhaka University Institutional Repository

সরকার কর্তৃক এরূপ অধ্যাদেশজারীর পশ্চাতে একাধিক কারণ কাজ করেছে। "Centre for Analysis and Choice" - সরকার কর্তৃক এরূপ মধ্যাদেশ জারীর পশ্চাতে তিনটি প্রধান কারণকে চিহ্নিত করেছে - (১) আইন প্রণয়নের জটিল এবং সময়স্বাপেক্ষে প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করবার প্রবণতা।

(২) আমলাতন্ত্রের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রনের অনুপস্থিতি এবং

(৩) সংসদের সার্বভৌমত্বের প্রতি আমলাদের নেতিবাচক মনোভাব।[৮১]

৪.১.৪ পঞ্চম সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিলের প্রকারভেদ :

অধিবেশন	বছর	উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	পাসকৃত বিলের সংখ্যা	পাসকৃত বিলের প্রকারভেদ (%)	
				নতুন বিল	অধ্যাদেশ হতে বিল
১-৩	১৯৯১	৪৫	৩২	৩৪.৪	৬৫.৬
৪-৭	১৯৯২	৫৪	৫৪	৬৬.৭	৩৩.৩
৮-১২	১৯৯৩	৩৩	৩৪	৬৪.৭	৩৫.৩
১৩-১৭	১৯৯৪	২৫	২৬	৯২.৩	৭.৭
১৮-২২	১৯৯৫	২৭	২৭	৭৪.১	২৫.৯
মোট		১৮৪	১৭৩	৬৫.৩	৩৪.৭

উৎস : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ (লাইব্রেরী শাখা)

৮১. Ahmed, Nizam; "*The Parliament of Bangladesh*."- page-85

Dhaka University Institutional Repository

বি. এন. পি সরকার রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে জরুরী নয়, এমন কিছু আইনও সংসদকে পাস কাটিয়ে জারি করেন এবং পরে পাশ করিয়ে নেয়া হয়। যেমন - রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি ও পাস করিয়ে নেয়। অধ্যাদেশের দ্বারা প্রণীত পনেরটি আইনের ওপর বিরোধী সংসদ-সদস্যরা ব্যাপকভাবে সমালোচনা ও বিরোধীতা করে বিভিন্ন সময়ে ওয়াক আউট করেন। পঞ্চম সংসদের ৪র্থ অধিবেশনে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ব্যরিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার কর্তৃক "The Local Government (Upazilla Parishad and Upazilla Administration Reorganisation) (Repeal) Bill, 1992 অধ্যাদেশ সংক্রান্ত বিলটি সংসদে উত্থাপিত হলে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয় তারা বিলটিকে জনমত যাচাই এর জন্য তাদের অভিমত পেশ করেন এবং এ প্রসঙ্গে দশজন সদস্য তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন - কিশোরগঞ্জ - ৪ আসনের আওয়ামীলীগ সদস্য ড. মো: মিজানুল হক তার বক্তব্যে বলেন - "আজকের নির্বাচিত সরকার সোজাসোজি আমলাতন্ত্রকে নিয়ে এসেছেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সরিয়ে দিয়েছেন।"[৮২]

শরীয়তপুর - ৪ আসনের আওয়ামীলীগের সাংসদ আব্দুর রাজ্জাক তার বক্তব্যে বলেন -

"সার্বভৌম সংসদের জন্য লড়াই করেছি, সেই সংসদীয় পদ্ধতির সরকার এ সংসদকে পাশ কাটিয়ে কাজ করার ফলে সংসদকে একটি "Rubber Stamp Parliament" করার যে প্রচেষ্টা চলছে সে প্রচেষ্টার বিরোধীতা না করার কোন কারণ কারও কাছে থাকতে পারে না।" [৮৩]

---

৮২. জাতীয় সংসদ বির্তক খন্ড-৪ সংখ্যা-১১, ২৬ জানুয়ারী ১৯৯২

৮৩. জাতীয় সংসদ বিতর্ক খন্ড - ৪, সংখ্যা - ১১; ২৬ জানুয়ারী, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

শেরপুর - ২ আসনের আওয়ামীলীগ সাংসদ বেগম মতিয়া চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন -

"তিন জোটের যে ৫ দফা ছিল, সেখানে আমরা জনগণের কাছে বলেছিলাম যে, উপজেলা করি আর থানা পরিষদ করি, সেগুলো ঠিক হবে সংসদে এবং জনপ্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সেদিন স্বৈরাচারী সরকার Ordinance – এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সৃষ্টি করেছিল। আজকে একটি নির্বাচিত সরকার Ordinance – এর মাধ্যমে তা বাতিল করেছেন। তাহলে ঘটনাটা কি দাঁড়াল? [৮৪]

সন্ত্রাস মূলক অপরাধ দমন বিল উত্থাপনের বিরোধীতা করে প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন - "আজকে যে বিলটি আনা হয়েছে এর সব কিছু যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় তাহলে একটা কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এটা সম্পূর্ণভাবে অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক, মানবতা বিরোধী, জাতিসংঘের স্বীকৃত মানবাধিকারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।" [৮৫]

"পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠা শ্রমিক চাকুরী শর্তাবলী অধ্যাদেশ নং ৯, ১৯৯৩ - অধ্যাদেশটি অনুনমোদনের জন্য সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আনেন সংসদ সদস্য শুধাংশু শেখর হাওলাদার। তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন - "প্রতি ১০ দিন অন্তর একটি Ordiance সরকারকে পাশ করতে হয়। বিরোধী দল কর্তৃক শতকরা ১৪ ভাগ অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে অনুনমোদন প্রস্তাব আনীত হয়। প্রায় ৩ বছর হয়ে গেল এ সরকারের হিসেব করলে দেখা যায় যে, প্রতি ১০ দিনের মাথায় ১টি করে Ordinance জারী করছেন। ..... পার্লামেন্ট অকার্যকর করার যত রকমের চেষ্টা তা হচ্ছে।[৪২] সরকারের উত্থাপিত অধ্যাদেশ সমূহ যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর এবং সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়; তথাপি বিরোধী দলের ব্যাপক সমালোচনা এবং অধ্যাদেশ অনুনমোদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব পার্লামেন্টারী

---

৮৪. বিতর্ক খন্ড - ৪, সংখ্যা - ১১; ২৬ জানুয়ারী, ১৯৯২।

৮৫. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বিতর্ক খন্ড - ৭, সংখ্যা - ১২; ২৭ অক্টোবর, ১৯৯২, পৃ: - ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। উল্লেখ্য ১৯৯১ সালের এপ্রিল হতে ১৯৯৪ এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জাতীয় সংসদ কর্তৃক ৯২টি অধ্যাদেশ উত্থাপিত হয়।

৪.২ পঞ্চম জাতীয় সংসদ ও কমিটি ব্যবস্থা

বিশ্ব জুড়ে প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন পরিষদের কার্যসম্পাদনে একটি প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী উদ্ভাবন হচ্ছে কমিটি ব্যবস্থা। আধুনিক কালে পার্লামেন্টের কার্যের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিটি বিল, পার্লামেন্টেরী সুপারিশ প্রভৃতি বিষয়ে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এ ব্যবস্থায় বিস্তৃতি বিষয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা, বিশেষায়িত জ্ঞান প্রয়োগ এবং স্বল্প সময়ে সর্বোত্তম কাজ করার জন্য পার্লামেন্টের কাছে একমাত্র উপায় হলো শক্তিশালী ও কার্যকর কমিটি ব্যবস্থা। কমিটি ব্যবস্থার দক্ষতা ও গতিশীলতা পার্লামেন্টকে কার্যকর ও অর্থবহ করে তোলে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানী Morris-Jones এর মতে 'a legislature may be known by the committees it keeps'[৮৬].

Allan Ball- এর মতে, "কমিটি ব্যবস্থা হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদগুলোর একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কমিটি ব্যবস্থার যথাযথ ভূমিকাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করেছে উন্নত বিশ্বে।"

গ্রেট ব্রিটেনের সংসদীয় কমিটি সম্পর্কে S.E Finer বলেন-

> It is realised that committees save the time of the House to such an extent that without then Parliament could never satisfy the legislative need of the modern electorate."

বাংলাদেশের কার্য-প্রণালী বিধি অনুযায়ী "কমিটি " অর্থ সংসদ কর্তৃক বা সংসদের ক্ষমতাবলে গঠিত কোন কমিটি এবং অনুরূপ কমিটির কোন সাব-কমিটিও এর অন্তর্ভূক্ত।"[জাতীয় সংসদের কার্য প্রণালী বিধিঃবিধি ২(১)]

---

৮৬. Quoted in Harun, Shamsul Huda *"Parliamentary Behaviour in a Multinational State 1947-58: Bangladesh experience;"* p-82.

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.১ সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার সাংবিধানিক ভিত্তি

জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার একটি দৃঢ় সাংবিধানিক ভিত্তি রয়েছে। সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদের বিধানগুলো দ্বারা এই ভিত্তিটি রচিত হয়েছে।

"৭৬ (১) সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে

(ক) সরকারী হিসাব কমিটি

(খ) বিশেষ অধিকার কমিটি"

(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি

(২) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লেখিত কমিটি সমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবেন এবং অনুরূপ ভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে।

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করতে পারবেন।

(খ) আইনের বলবৎকরণের পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহনের প্রস্তাব করতে পারবেন।

(গ) জনগুরুত্ব সম্পন্ন বলে সংসদে কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সে বিষয়ে কোন কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

(৩) সংসদ আইন দ্বারা এই অনুচ্ছেদের আইনে নিযুক্ত কমিটি সমূহকে

Dhaka University Institutional Repository

(ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করবার এবং শপথ ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীনে করিয়া তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণের

(খ) দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারবেন।

৪.২.২ সংসদীয় কমিটির শ্রেণীবিন্যাস

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংসদীয় কমিটিগুলোকে প্রধানতঃ স্থায়ী কমিটি এবং বাছাই কমিটি এই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটিগুলোকে মূলতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) স্থায়ী কমিটি

(২) অস্থায়ী কমিটি

আবার অস্থায়ী কমিটিগুলোকে তিনটি উপ- ভাগে ভাগ করা যায় -

(১) বাছাই কমিটি

(২) বিশেষ কমিটি

(৩) অন্যান্য

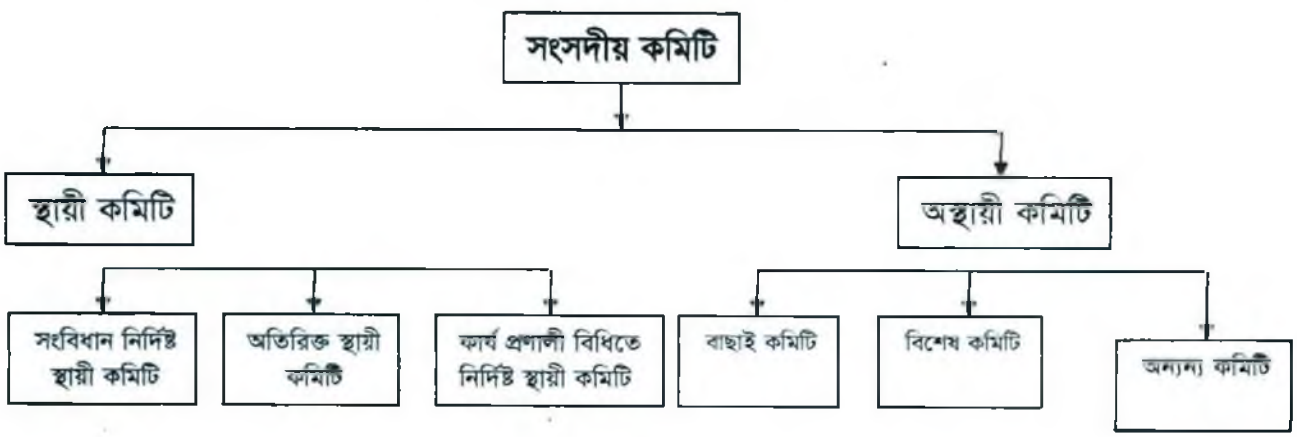

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.২ (ক) স্থায়ী কমিটি ঃ

কার্য-প্রণালী বিধির ১৮৭ বিধিতে উল্লেখিত ২ বিধির (১) (গ) উপবিধিতে প্রদত্ত সংসদের ক্ষমতাবলে গঠিত কমিটি ব্যতীত জাতীয় সংসদের অপর সব কমিটিকে স্থায়ী কমিটিতে পরিনত করেছে।

স্থায়ী কমিটি সমূহের শ্রেণীবিভাগ

সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি গুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১। সংবিধান নির্দিষ্ট স্থায়ী কমিটি

২। কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট স্থায়ী কমিটি

৩। অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি

সংবিধানে মাত্র দুটি স্থায়ী কমিটির নাম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা যায়

১। সরকারি হিসাব কমিটি

২। বিশেষ অধিকার কমিটি

403631

এ দুটো স্থায়ী কমিটি ছাড়া কার্যপ্রণালী বিধিতে প্রত্যেক মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত একটি করে স্থায়ী কমিটির কথা উল্লেখ আছে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় পার্লামেন্ট সমূহের মধ্যে মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন সম্পর্কিত বিধান সর্ব প্রথম বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধিতে সন্নিবেশিত হয় ১৯৭৪ সালে। এ সময় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে এমন কোনো পার্লামেন্টে অনুরূপ কোনো কমিটি ছিল বলে জানা যায় না। ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্সে "Departmental Select Committee" নামে অনুরূপ স্থায়ী কমিটি গুলো ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় পার্লামেন্টের "Departmentally Ruled Standing Committee" গুলো ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত একটি করে স্থায়ী কমিটি ছাড়া আরোও নয়টি স্থায়ী কমিটি রয়েছে-

১। বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

২। অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

৩। সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি

৪। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি

৫। কার্য-প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

৬। কার্য উপদেষ্টা কমিটি

৭। পিটিশন কমিটি

৮। সংসদ কমিটি

৯। লাইব্রেরী কমিটি

বাছাই কমিটি ঃ বাছাই কমিটি গঠন এবং বাছাই কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য আইন-প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সংসদের গৃহীত একটি প্রস্তাব দ্বারা বাছাই কমিটি গঠিত হয়। বাছাই কমিটি অনধিক ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়।

বিশেষ কমিটি ঃ কার্য-প্রণালী বিধির ২৬৬ (গ) বিধি অনুসারে উল্লেখ আছে সংসদ কোন প্রস্তাবের দ্বারা বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে পারবেন এবং এর গঠন ও কাজ উক্ত প্রস্তাবে যেরূপ নির্ধারিত থাকলে সেইরূপ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৪.২.২ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অস্থায়ী কমিটি সমূহের গঠন

ক্রমিক নং	কমিটি	সদস্য সংখ্যা	সভাপতি নিয়োগ	মন্তব্য
১.	বাছাই কমিটি	নির্ধারিত নেই	সংসদ কর্তৃক মনোনীত না হলে কমিটি দ্বারা নির্বাচিত।	বিলের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের নাম কমিটি গঠনের প্রস্তাব না কমিটির সদস্য হবেন।
২.	বিশেষ কমিটি	ঐ	ঐ	

উৎস ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৪.২.২ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি সমূহের গঠন

ক্রমিক নং	কমিটি	সদস্য সংখ্যা	সভাপতি নিয়োগ	মন্তব্য
১.	সরকারী হিসাব কমিটি	১৫	সংসদ কর্তৃক মনোনীত না হলে কমিটি দ্বারা নির্বাচিত	কোন মন্ত্রী এই কমিটির সভাপতি বা সদস্য হতে পারে না।
২.	বিশেষ অধিকার কমিটি	১০	ঐ	-
৩.	কার্য-প্রণালী বিধি সম্পকিত কমিটি	১২	পদাধিকারবলে স্পীকার	-
৪.	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৩৫ টি স্থায়ী কমিটি	১০ (প্রত্যেক কমিটি)	সংসদ কর্তৃক মনোনীত না হলে কমিটি দ্বারা	কোন মন্ত্রী এ কমিটিগুলোর নির্বাচিত সভাপতি হতে পারেন না। তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পদাধিকার বলে সদস্য।
৫.	কার্য-উপদেষ্টা কমিটি	১৫	পদাধিকার বলে স্পীকার	-
৬.	পিটিশন কমিটি	১০	স্পীকার দ্বারা মনোনীত	কোন মন্ত্রী এ কমিটির সভাপতি বা সদস্য হতে পারেন না।
৭.	সংসদ কমিটি	১২	ঐ	-
৮.	লাইব্রেরী কমিটি	৯	পদাধিকার বলে ডেপুটি স্পীকার	-
৯.	বেসরকারী সদস্যের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	১০	সংসদ কর্তৃক মনোনীত না হলে কমিটির দ্বারা নির্বাচিত	-
১০.	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	১০	ঐ	কোন মন্ত্রী এ কমিটির সভাপতি বা সদস্য হতে পারেন না।
১১.	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	১০	ঐ	ঐ
১২.	সরকারী প্রতিশ্রুত কমিটি	৮	ঐ	ঐ

উৎসঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.৩ কমিটি সমূহের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ঃ

সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আমাদের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থায় বর্তমানে ৪৬ টি কমিটি রয়েছে। প্রত্যেকটি কমিটি এক বা একাধিক সাব-কমিটি গঠনের ক্ষমতা সম্পন্ন।

৪.২.৪ কমিটির মেয়াদ ঃ

স্থায়ী কমিটি হোক কিংবা অন্য কোন কমিটি হোক জাতীয় সংসদের সকল কমিটি সত্যিকার অর্থে স্থায়ী। সাধারণতঃ কোন কমিটি গঠিত হবার পর সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঐ কমিটির মেয়াদ অব্যহত থাকে। তবে সংসদ যে কোন সময় যে কোন কমিটি পুর্ণগঠন করতে পারে। শুধুমাত্র বাছাই কমিটি ও বিশেষ কমিটির মেয়াদ সংসদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের পর পরই সমাপ্ত হয়।

৪.২.৫ সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট ঃ

সংসদীয় কমিটি কর্তৃক সংসদে রিপোর্ট পেশ করা সম্পর্কে কার্য-প্রণালী বিধিতে বিধান করা হয়েছে যে, যে সব ক্ষেত্রে কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট পেশের সময় সীমা সংসদ নির্ধারণ করেননি, সে সব ক্ষেত্রে কমিটির নিকট বিষয়টি প্রেরণের তারিখ হতে এক মাসের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

৪.২.৬ কমিটির কোরাম ঃ

কমিটির কোরাম সম্পর্কে কার্য-প্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের বা এর যতদুর কাছাকাছি হয় এমন সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.৭ পঞ্চম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থা ও বিরোধী দলঃ

পঞ্চম জাতীয় সংসদকে কার্যক্ষম, সময়োপযোগী এবং গণতন্ত্রের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য পঞ্চম সংসদে মোট ৫৩ টি কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৩৫ টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয। অনান্য স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয ১১টি। ৪৬ টি স্থায়ী কমিটি ব্যতীত কার্য প্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে ২টি বাছাই কমিটি এবং ২৬৬ বিধি অনুসারে ৫টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। ২টি বাছাই কমিটির মধ্যে একটি ছিলো সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী সম্পর্কিত দুটি বিল এবং তৎকালীন বিরোধী দলের উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ ও সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন উত্থাপিত যথাক্রমে ১টি ও ৪টি সাংবিধানিক বিল সম্পর্কিত এবং অন্যটি ছিল সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন ইউসুফ কর্তৃক উত্থাপিত (বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কিত) সংবিধান সংশোধন বিল।

২৬৬ বিধি অনুসারে বিশেষ কমিটিগুলো ছিল-

১) "ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল সম্পর্কিত কমিটি;

২) শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস সম্পর্কিত কমিটি;

৩) প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক ইত্যাদি বিষয়ক ৫টি বিল সম্পর্কিত কমিটি;

৪) কৃষি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কিত কমিটি;

৫) স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) সংশোধন বিল ১৯৯৩ সম্পর্কিত কমিটি;

৪.২.৮ কার্য উপদেষ্টা কমিটিঃ

কার্য প্রণালী বিধির ২২০(১) বিধি অনুসারে মোট ১৫ জন সদস্য নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার ব্যতীত ১৩ জন সদস্যদের মধ্যে দলীয় সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন ৭ জন এবং বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন ৬ জন। কার্য উপদেষ্টা কমিটির মোট বৈঠক হয় ৪৬টি তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয় নি। [৮৭]

৪.২.৯ সংসদ কমিটিঃ

কার্যপ্রণালী বিধির ২৮৯ (১) বিধি অনুসারে পঞ্চম সংসদের ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংসদ কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি ছিলেন মন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী। এ কিমিটি সংসদে কোন প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন নি,[৮৮]

৪.২.১০ বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাবঃ

কার্যপ্রণালী বিধির ২২২ (১) বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সদস্যদের মধ্যে ৬ জন ছিলেন সরকারী এবং ৪ জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য,[৮৯]। কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন আব্দুর রব চৌধুরী। কমিটি মোট ২৩ টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং সংসদে ১০ টি রিপোর্ট পেশ করে।

৪.২.১১ সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি ঃ

কার্য প্রণালী-বিধির ২৩৮ বিধি* অনুসারে দশ জন সংসদ সদস্যের সমন্বয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি গঠিত হয়। এর মধ্যে সরকার দলীয় সদস্য ৬ জন এবং বিরোধী দলীয় ৪ জন। কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন মিয়া মোঃ মনসুর আলী। এ কমিটি মোট ৪৮ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত করে-যার মধ্যে প্রতিবেদন আসে ২ টি।[৯০]

---

৮৭. সি.ই.সি সমীক্ষা-৩
৮৮. সি.ই.সি সমীক্ষা-৩
৮৯. সি.ই.সি সমীক্ষা-৩
৯০. সি.ই.সি সমীক্ষা-৩

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.১২ সরকারী হিসাব কমিটি ঃ

কার্য প্রণালী বিধির ২৩৩ (১) বিধি অনুসারে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি সরকারী হিসাব কমিটি গঠিত হয়। এর মধ্যে ৮ জন ছিলেন সরকারী সদস্য এবং ৭ জন ছিলেন বেসরকারী সদস্য। কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন এল. কে সিদ্দিকী। এ কমিটি মোট ১২৫ বৈঠকে মিলিত হয় এবং সংসদে মোট ৪ টি প্রতিবেদন পেশ হয়।[৯১]

৪.২.১৩ অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি ঃ

কার্য প্রণালী-বিধির ২৩৫ বিধি অনুসারে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি গঠিত হয়। তন্মধ্যে ৭ জন ছিলেন সরকার দলীয় সদস্য এবং ৫ জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য। মাননীয় স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী ছিলেন এ কমিটির সভাপতি। কমিটি মোট ১৫ বৈঠকে মিলিত হয় এবং ১ টি রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়।[৯২]

৪.২.১৪ বিশেষ অধিকার সম্পর্কীত কমিটি ঃ

কার্য প্রণালী-বিধির ২৪০ বিধি অনুসারে ১০ জন সংসদ সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। এর মধ্যে ৬ জন সরকার দলীয় এবং ৪ জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য। সংসদ উপনেতা, বিরোধী দলের উপনেতা ও জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ ছিলেন এ কমিটির সদস্য। স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী কমিটির সভাপতি নির্ধারিত হন। কমিটি মোট ২৩ টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং সংসদে রিপোর্ট প্রেরিত হয় ৮ টি।[৯৩]

---

৯১. সি.ই.সি সমীক্ষা-৩
৯২. প্রাগুক্ত
৯৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.১৫ সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি ঃ

কার্য প্রণালী-বিধির ২৪৪ বিধি অনুসারে আট সদস্য বিশিষ্ট একটি সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি মনোনীত হন খন্দকার দেলোয়ার হোসেন। এ কমিটি মোট ১৪ টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং সংসদে ১ টি রিপোর্ট পেশ করা হয়।[৯৪]

৪.২.১৬ পিটিশন কমিটি ঃ

কার্য প্রণালী-বিধি ২৩১ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পিটিশন কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির ১০ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন সরকারী এবং ৪ জন বেসরকারী সদস্য। স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী এ কমিটির সভাপতি মনোনীত হন। মোট ২৭ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়; এবং ২ টি রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়।[৯৫]

৪.২.১৭ লাইব্রেরী কমিটি ঃ

কার্য প্রণালী-বিধির ২৫৭ (১) বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি লাইব্রেরী কমিটি গঠিত হয়। কমিটির ১০ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন সরকার দলীয় এবং ৫ জন বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন। ডেপুটি স্পীকার হুমায়ূন খান পন্নী ছিলেন এর সভাপতি।[৯৬]

৪.২.১৮ বিশেষ কমিটি ঃ

কার্য প্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ১ টি, তৃতীয় অধিবেশনে ২ টি,১০ম অধিবেশনে ১ টি এবং দ্বাদশ অধিবেশনে ১ টি মোট পাঁচটি কমিটি গঠিত হয়। মোট ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৮ জন সরকার দলীয় এবং ৭ জন

---

৯৪. সি.ই.সি সমীক্ষা-৩
৯৫. প্রাগুক্ত
৯৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলীয় সদস্য। স্পীকার এ কমিটি সমূহতে সভাপতিত্ব করেন। ৫ টি বিশেষ কমিটির মোট ২ টি কমিটি রিপোর্ট প্রদান করেন।

৫ম জাতীয় সংসদের কমিটি সমূহের সার্বিক পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা যায়, পঞ্চম জাতীয় সংসদে ক্ষমতাশীল বি.এন.পি-র সংসদে প্রতিনিধিত্ব ছিল ৫১% কিন্তু সদস্যদের ভিত্তিতে বি.এন. পি দলীয় প্রতিনিধিত্ব ছিল ৫৭%। প্রায় প্রত্যেক কমিটিতেই বি.এন.পি-র সংখ্যাগরিষ্ঠতা লক্ষ্য করা গেছে। এবং প্রায় প্রত্যেক কমিটির পদে তারা অধিষ্ঠিত ছিল।

৫ম জাতীয় সংসদে ১১ টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে ৭ টি কমিটি ২৮ টি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেন। মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত ৩৫টি কমিটি মাত্র ১৩ টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করেন। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ২২ টি কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে পেশ করতে সক্ষম হয় নি এবং সংসদীয় ১১ টি কমিটির মধ্যে ৪ টি কমিটি কোন প্রতিবেদন উপস্থাপন করে নি।

৫ম জাতীয় সংসদে কমিটি ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য ও বিতর্কিত ঘটনা ছিল আওয়ামীলীগের সাংসদ জনাব তোফায়েল আহমেদ কৃষি মন্ত্রী জনাব মাজেদুল হকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন। ১৯৯৩ সালের ১৪ জুন সম্পূরক বাজেট সম্পর্কে আলোচনাকালে আওয়ামীলীগ সদস্য তোফায়েল আহমেদ কৃষি, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী মাজেদুল হক ও তার মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেন। অবশেষে সংসদের কার্য প্রণালী-বিধি অনুসারে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে ১৩ ই জুলাই (১৯৯৩) স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলীকে সভাপতি করে পনের সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে এ বিশেষ কমিটি গঠন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ বিশেষ কমিটির রিপোর্ট কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই ১৯৯৪ সালের ৯ মে তারিখে সংসদে

Dhaka University Institutional Repository

পেশ করা হয়। মোট ৩২৩ পৃষ্ঠার রিপোর্টে বলা হয় বিশেষ কমিটির ১৫ টি বৈঠকে সভাপতি ও সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও "টার্মস অফ রেফারেন্স" প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নি।

"ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ" বিলের উপর গঠিত বিশেষ কমিটির কাজের একটি সময় সীমা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অনেক আগেই সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও কোন অগ্রগতি হয়নি। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত চার বছর সংসদীয় কমিটির ২৫ টি বৈঠক হলেও সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিলটির ব্যাপারে ঐক্যমত্য হয় নি। সরকারী দলের সদস্যরা সুষ্ট করে মানিয়েছেন তাদের পক্ষে এ অধ্যাদেশ বাতিল করা সম্ভব নয়। শষ পর্যন্ত আর কমিটির রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয় নি।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নানা পর্যায় মত বিনিময় করে। সাক্ষ্য নেয়া ইত্যাদি কাজ করা সত্ত্বেও এ কমিটি সংসদে রিপোর্ট পেশ করতে পারে নি।

৪.৩ বাজেট আলোচনা

পার্লামেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় অনুমোদন করা। কোনো সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া অর্থ ব্যয়, কর ধার্য করতে পারে না।

সরকার উপস্থাপিত বার্ষিক বাজেট পরীক্ষা করা, কর আরোপ বা সংগ্রহের জন্য আনীত বিল পরীক্ষা করা, সরকারি অর্থ রক্ষণা-বেক্ষণে আইন প্রণয়ন, সংযুক্ত তহবিল থেকে দায়মুক্ত ব্যয় অনুমোদন, অনুমিত ব্যায়ের জন্য অগ্রিম মঞ্জুরি দান ইত্যাদি উপায়ে পার্লামেন্ট সরকারের আর্থিক বিষয়াদি তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় পাঁচটি বাজেট। এর মধ্যে চতুর্থ ও পঞ্চম বাজেট পাস হয় বিরোধী দল ব্যতীত। পঞ্চম পার্লামেন্টে পাসকৃত পাঁচটি বাজেটের প্রতিটি বাজেট পরিচালনায় পাঁচজন করে সভাপতি ছিলেন। প্রথম বাজেটে সভাপতির

Dhaka University Institutional Repository

চারজন সরকার দলীয় এবং এক জন বিরোধী দলীয়, দ্বিতীয় বাজেটেও অনুরূপ, তৃতীয় বাজেটে তিনজন সরকার দলীয় এবং দু'জন বিরোধী দলীয় সদস্য।

৪.৩.১ প্রথম বাজেট (১৯৯১-৯২) :

পঞ্চম পার্লামেন্টের দ্বিতীয় অধিবেশনে ১৯৯১ সালের ১২ জুন প্রথম বাজেট উত্থাপিত হয়। এ বাজেটের উপর মোট আঠার দিনে ৬০.৩৩ ঘন্টা সাধারণ আলোচনা করা হয়। আলোচনায় মোট ১৯১ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সরকার দলীয় ৮০ জন এবং বিরোধী দলীয় ১১১ জন সাংসদ ছিলেন।

সম্পূরক বাজেট :

সম্পূরক বাজেটের ওপর সংসদে ৩ দিনে ২৫ ঘন্টা ১৩ মিনিট সাধারণ আলোচনা করা হয়। আলোচনায় ৫১ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সরকার দলীয় ২২ জন এবং বিরোধী দলীয় ২৯ জন সাংসদ ছিলেন।

এ বাজেটে শিক্ষা খাতের টাকা উদ্বৃত্ত, কৃষি, শিল্পখাতে অতিরিক্ত টাকা বিনিয়োগ না করে প্রতিরক্ষা খাতের ন্যায় অনুৎপাদন খাতে অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করায় তীব্রভাবে সমালোচিত হয়। সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত সম্পূরক বাজেটের বক্তৃতায় বলেন - "এমন বাজেট দেয়া আছে যেটা মূল বাজেটে যত টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়নি তার চেয়ে বেশী টাকা আমাদের দিতে হবে। অর্থাৎ "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়"। আজকে কৃষিতে আত্মনির্ভরশীল, শিল্পে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন বাড়ানো, কর্মে বিনিয়োগ এবং বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য এবং কোনো সৃজনশীল প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত টাকা দিতে রাজী আছি। তাই বলতে চাই এটা সম্পূরক বাজেট নয়, এটা হচ্ছে অপচয় বাজেট।[৯৭]

৯৭. বিতর্ক খন্ড-২, সংখ্যা-৩, ১৫ জুন ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

মতিয়া চৌধুরী বলেন - "শিক্ষাখাত থেকে খরচ করতে না পারার জন্য যখন টাকা ফেরৎ যায় তখন বলতে হয় একটা দেশ 'আইয়ামে জাহেলিয়াতে' নিয়ে যাওয়ার জন্যই শিক্ষাখাতের বাজেট থেকেই টাকা ফেরৎ যায়। বোধ হয় পায়ের কাজ বেশী করি, মাথার কাজ কম করি। তাই প্রতিরক্ষা খাতের টাকা বেড়ে যাওয়া এবং শিক্ষাখাতের টাকা কমে যাওয়া ঠিক হবে না।[৯৮]

সাধারণ বাজেট :

সাধারণ বাজেটের ওপর সংসদে ১৫ দিনে ৫৩ ঘন্টা ২০ মিনিট সাধারণ আলোচনা হয়। আলোচনায় ১১০ জন সদস্য অংশ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সরকার দলীয় ৫৮ জন এবং বিরোধী দলীয় ৮২ জন সাংসদ ছিলেন।

সাধারণ বাজেট অধিবেশনের আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো - কর, সারের দাম বৃদ্ধি, ডিজেল, বিদ্যুৎ, গুঁড়ো দুধ, ঔষধ, সয়াবিন-পাম ওয়েল তেল, বলপেন, কেরোসিন, পেট্রোল, এয়ার কন্ডিশনার ইত্যাদি।

বিরোধী দলীয় সাংসদ মতিয়া চৌধুরী তার বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, "বর্তমান বাজেটে ২৫ লক্ষ টাকার বাড়ী ৫০ লক্ষ টাকায় করেছে। অর্থাৎ ধনীদের এখানে অর্থমন্ত্রী কর মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু বলপেনের দাম বাড়িয়ে আমাদেরকে সেই প্রাচীন যুগে ফিড়িয়ে দিবার মহান প্রয়াস করা হয়েছে। যখন আমরা ভূষা কালি ও বাঁশের কলম দিয়ে বিদ্যা চর্চা করতাম।"[৯৯]

সাংসদ খান টিপু সুলতান বলেন, "ভ্যাট দিয়ে যদি অর্থমন্ত্রী বলতে চান দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি হবে না, শুধু শিল্প মালিকদের ওপরে এটা চালু হবে, সে কথা আমরা

---

৯৮. বিতর্ক, খন্ড ২, সংখ্যা - ৪, ১৬ জুন ১৯৯১।

৯৯. বিতর্ক, খন্ড ২, সংখ্যা - ১০, ৩০ জুন ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস করি না। কেননা বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে ভ্যাট চালু করা সম্ভব না এবং দুর্দশাগ্রস্থ ও দূর্নীতি পরায়ন সমাজে এটা চলতে পারে না।[১০০]

৪.৩.২ দ্বিতীয় বাজেট : (১৯৯২-৯৩) :

১৯৯২ সালের ১৮ জুন পঞ্চম সংসদের অধিবেশনে দ্বিতীয় বাজেট সংসদে উত্থাপিত হয়। আলোচনায় সরকার ও বিরোধী দলের মোট ৩৩৪ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সরকার দলীয় ১৫৪ জন এবং বিরোধী দলীয় ১৮০ জন ছিলেন।

সম্পূরক বাজেট :

এ বাজেটের উপর ৬ দিনে ১০ ঘন্টা ৯৬ মিনিট সাধারণ আলোচন করা হয়। সম্পূরক বাজেট আলোচনায় ৪১ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে সরকার দলীয় ১৭ জন এবং বিরোধী দলীয় ২৪ জন সাংসদ ছিলেন।

সাধারণ বাজেট :

১৯৯২ - ৯৩ সালের সাধারণ বাজেটের ওপর সংসদে ১৪ দিনে ৬২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট সাধারণ আলোচনা হয়। আলোচনায় ২৯৩ জন সাংসদ ছিলেন। তন্মধ্যে সরকার দলীয় ১৩৭ জন এবং বিরোধী দলীয় ১৫৬ জন সাংসদ ছিলেন।

বিরোধী দলীয় সাংসদ আলহাজ্জ মোঃ ওবায়দুল হক তার বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, "এই উচ্চাভিলাষী বাজেটে টেলিভিশন, মোটরগাড়ী, ফ্যান, এয়ার-কুলার প্রভৃতির আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে। অপরদিকে পিঁয়াজ, মরিচ, ডাল ইত্যাদির আমদানী শুল্ক ও কর বৃদ্ধি করা হয়েছে।"[১০১]

---

১০০. বিতর্ক, খন্ড ২, সংখ্যা - ১০, ৩০ জুন ১৯৯১।
১০১. বিতর্ক, খন্ড - ৬, সংখ্যা - ২০, ১৮ জুলাই ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

বাজেটের ওপর সংসদ সদস্যদের কর হ্রাসের দাবির প্রেক্ষিতে কতগুলো বিষয়ের ওপর থেকে কর ও ভর্তুকী হ্রাস করা হয়। জি. ডি. পি. এর অতিরিক্ত ভর্তুকী ১% হতে ১.২% করা হয়। গমের আমদানী কর ৭.৫% মওকুফ করা হয়, সুতীজাত দ্রব্যের কর ৩০% হতে ১৫%, বৈদ্যুতিক মিটারের যন্ত্রাংশের ওপর কর ৪৫% হতে ৩০%, কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানী কর ৭.৫% হতে ৬%, কাঠের ওপর কর ৪৫% হতে ৩০%, চশমার ওপর কর ৩০% হতে ১৫%, সিরামিকের ওপর কর ৩০% থেকে ১৫%, কাচের ওপর কর ১৫% থেকে ৭.৫% এবং এ্যলুমিনিয়ামের ওপর কর ৬০% থেকে ৪৫% হ্রাস করা হয়।

৪.৩.৩ তৃতীয় বাজেট (১৯৯৩-৯৪) :

১৯৯৩ সালের ১৯ জুন পঞ্চম পার্লামেন্টের দশম অধিবেশনে তৃতীয় বাজেট উপস্থাপিত হয়। এর ওপর মোট ১৫ দিনে ৮৯ ঘন্টা ৫৯ মিনিট সাধারণ আলোচনা হয়। আলোচনায় ৪৩১ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সরকার দলীয় ৪৩ জন এবং বিরোধী দলীয় ৭০ জন সাংসদ ছিলেন।

সম্পূরক বাজেট :

সম্পূরক বাজেটের ওপর ৩ দিনে ১২ ঘন্টা ১৩ মিনিট সাধারণ আলোচনা হয়। তন্মধ্যে সরকার দলীয় ৪৩ জন এবং বিরোধী দলীয় ৭০ জন সাংসদ ছিলেন।

পঞ্চম পার্লামেন্টের তৃতীয় বাজেটে সম্পূরক বাজেটের চরম বিরোধীতা করে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য কাজী আব্দুর রশীদ বলেন, "দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার যদি উন্নতি, দ্রব্যমূল্য কম, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যদি উন্নতি হত, তাহলে ২,২৩৬ কোটি ৯২ লক্ষ সম্পূরক বাজেটের টাকা দিতে প্রস্তুত থাকতাম।"[১০২]

---

১০২. বিতর্ক, খন্ড - ১০, সংখ্যা - ৭, ১৪ জুন ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

সাংসদ খান টিপু সুলতান বাজেট বক্তৃতা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, "গত এক বছর অর্থনৈতিক শোষণের কারণে সারা জাতি অর্থনৈতিকভাবে মুখ থুবড়ে পরেছে"।

সাধারণ বাজেট

সাধারণ বাজেটের ওপর ১২ দিনে ৭৭ ঘন্টা ৪৬ মিনিট সাধারণ আলোচনা হয়। আলোচনায় ৩১৮ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সরকার দলীয় ১৩৫ জন এবং বিরোধী দলীয় ১৮৩ জন সাংসদ ছিলেন।

এ বাজেটে কৃষিতে ভর্তুকী না দেয়ার জন্য বিরোধী দলীয় সাংসদ সুধাংশু শেখর হালদার সমালোচনা করে বলেন, "জাপান, চীন, কৃষিতে ভর্তুকী দেয়। আমেরিকা এবং ইউরোপ বাণিজ্যের যে দ্বন্দ। সেই দ্বন্দই হচ্ছে কৃষিজাত পণ্যের ভর্তুকী নিয়ে, সেই দ্বন্দ সব সময় থাকে এবং E.F.C. Country এর অভ্যন্তরীণ যে আইন তাই হচ্ছে ভর্তুকী। কাজেই ফ্রান্স, ইউরোপ, আমেরিকাকে আই. এম. এফ এবং বিশ্ব ব্যাংক যদি ভর্তুকী দেয় আমরা কেন দেব না"[১০৩]

সাংসদ আব্দুর রউফ বলেন, "এ বাজেট লেখতে পাচ্ছি নতুন কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। দারিদ্র দূরীকরণের বুলি এ বাজেটে আওড়ানো হয়েছে। কিন্তু দারিদ্র সীমার নীচে যে সমস্ত মানুষ আছে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচী এ বাজেটে রাখা হয়নি।"[১০৪]

---

১০৩. বিতর্ক, খন্ড - ১০, সংখ্যা - ১১, ১৯ জুন ১৯৯৩।

১০৪. বিতর্ক, খন্ড - ১০, সংখ্যা - ১৫, ২৩ জুন

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় বিশেষতঃ এর নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকার প্রেক্ষিতে। আধুনিককালে আইনসভা আইন প্রণয়নের তুলনায় সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ও সঠিক দিক নিদের্শনার দিকে ধাবিত হয়ে থাকে।

> K.C. Wheare মনে করেন, *"Modern legistature fares better in making the government behave than in making laws"*[১০৫]

পার্লামেন্টারী নিয়ন্ত্রণ সরকারের কার্যাবলীকে জবাবদিহিমূলক এবং দায়িত্বশীল করে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে।

Rockman B. তার লেখনীতে শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে আইন সভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের জন্য কতিপয় দিকের কথা উল্লেখ করেছেন -

> "to check against dishonesty and waste; to guard against harsh and callousadministration; to evaluate implementation in accordance with legisative objectives and to ensure administrative compliance with statutory intent."[106]

সরকারের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হবে তা নির্ভর করে দলীয় অবস্থান নির্বিশেষে সংসদ সদস্যরা কত দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে সংসদে, কমিটিতে আলোচনা, বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার উপর।

---

১০৫. Wheare; K.C. "*Legistatures*"; P – 114.

১০৬. Legistative –Executive Relations and Legistative Overgights. Legistative. Studies quarterly, Vol:9, no. 3, page-387- 440

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে শাসন কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণের একাধিক পদ্ধতি বা উপায় বর্ণিত রয়েছে। শাসন কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় -

১) একক

২) যৌথভাবে

এককভাবে কোন সংসদ সদস্য একাধিক উপায় বা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে যথা - প্রশ্নোত্তর, মূলতবী প্রস্তাব, অর্ধ ঘন্টা আলোচনা, জরুরী জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, স্বল্প ও দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রস্তাব। যৌথভাবে নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রের উদাহরণ হল অনাস্থা প্রস্তাব এবং সংসদীয় কমিটির কার্যকারিতা।

৪.৪.১ প্রশ্নোত্তর পর্ব

সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় পার্লামেন্টের প্রশ্নোত্তর পর্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রায় প্রতিটি সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রশ্নোত্তর পর্বের ব্যবস্থা রয়েছে। সংসদীয় ব্যবস্থায় শাসন কর্তৃপক্ষকে বা সরকারকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর পর্বের গুরুত্ব সম্পর্কে Sir Ivor Jennings বলেন -

> *"..... the power to ask a question is important. If compels the departments to be circumspect in all their actions, it prevents those petty injustices which are so commonly associated with bureaucracy. It compels the administrator to pay attention to the individual grievance."*[১০৭]

---

১০৭. Jennings,Ivor; *PARLIAMENT; P - 104*

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে প্রতিদিন তার বৈঠকের প্রথম এক ঘন্টা প্রশ্ন ও উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়। জাতীয় সংসদের কার্য প্রণালী বিধির ৪১ - ৫৮ বিধি পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত নিয়মাবলী বর্ণিত হয়েছে। সংসদের প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম এক ঘন্টা প্রশ্ন উত্থাপন এবং এগুলোর উত্তরদানের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। তবে স্পীকার মনে করলে অন্য ধরনের নির্দেশ ও দিতে পারেন। প্রশ্ন করবার জন্য একজন সাংসদকে ১৫ দিনের নোটিশ দিতে হয়। তবে কোনো সময় খুব জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য এর চেয়ে কম সময়ের নোটিশেও প্রশ্ন করা যায়। এ ধরণের প্রশ্নকে স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন বলে। যে বিষয়ে যে মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট তাকে শুধু সে বিষয়ে প্রশ্ন করা যায়। কোনো প্রশ্নের মৌখিক উত্তর চাইলে সদস্যকে প্রশ্নটিকে তারকাচিহ্নিত করতে হয়।

তারকাচিহ্নিত না হলে মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের লিখিত জবাব দেন। তবে একজন সদস্য জিজ্ঞাসিত একটি তারকাচিহ্নিত এবং তিনটি তারকাচিহ্ন বিহীন প্রশ্নের অধিক প্রশ্ন একদিনের প্রশ্ন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কোনো প্রশ্নের মৌখিক জবাব দেয়ার পর উত্তরের আরো ব্যাখ্যা ও বিশদ বিবরণের জন্য যে কোন সদস্য সম্পূরক প্রশ্ন করতে পারেন।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ মোট বাইশটি অধিবেশনে মিলিত হয়েছে। এই বাইশটি অধিবেশনেই উভয় প্রকার প্রশ্ন করা হয়েছে এবং সর্বমোট ৪৭৩৭০ টি প্রশ্নের নোটিশ সংসদে জমা পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী: ৪.৪.১ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রশ্নভোর পর্বের খতিয়ান

	তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন		তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্ন	
সংসদ অধিবেশন	প্রাপ্ত অধিবেশনের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত প্রশ্নের সংখ্যা	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত প্রশ্নের সংখ্যা
১ম অধিবেশন	২০৯৬	৫৭৮	৫০২	৮৫
২য় অধিবেশন	৫৫৮৪	১২৮০	১৩৫৪	২৭৯
৩য় অধিবেশন	২৭৪৩	৪১৫	৪৭২	৫৫
৪র্থ অধিবেশন	৬৪২১	১৫৫৩	১১৯৩	৩৫৫
৫ম অধিবেশন	১২৭৩	১৬৩		১৮
৬ষ্ঠ অধিবেশন	২৮৪০		৯৭৭	৫৭৫
৭ম অধিবেশন	১৭৬৭		৫৮৮	২০৫
৮ম অধিবেশন	১৭৮১	৩৪১	৫২৯	১৮৪
৯ম অধিবেশন	৩২৯০	১৬৯	৫৫৪	৬৮
১০ম অধিবেশন			৬৩৩	২৮৬
১১তম অধিবেশন	১৮৭৬	৩৪৮	৫৩৩	৯
১৪তম অধিবেশন	৩৩১	৯৬	৮৫	২৮
১৫তম অধিবেশন	৮১৮	৩৪৭	২০১	১২৭
১৬তম অধিবেশন	৩৩২	১২৩	৫৬	১১
১৭তম অধিবেশন	২৮০	১৩১	১০৫	৭৩
১৮তম অধিবেশন	১০০	৪৪	২৩	১১
১৯তম অধিবেশন	১৪৮	২১	২৭	৪
২০তম অধিবেশন	৩৭৭	১৮৭	১৫২	১০১
২১তম অধিবেশন				
২২তম অধিবেশন	৭০	৭	৫৬	৮

উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্য নির্বাহের সারাংশ (১-২২ খন্ড)

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যাচ্ছে যে, সংসদের প্রথম অধিবেশন হতে এয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত বিরোধী দল সংসদে উপস্থিত ছিল। তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে সংসদে উত্থাপিত প্রশ্নের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১২৮০ থেকে সর্বনিম্ন ১৬৯টি প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল অপরদিকে চর্তূদশ অধিবেশন হতে প্রশ্নোত্তরের সংখ্যা কমে আসে। ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩৪৭ থেকে সর্বনিম্ন ৭টি প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর পর্ব যা জবাবদিহীতা সৃষ্টির একটি অন্যতম মাধ্যম বিরোধী দলের অনুপস্থিতির কারণে সে যথাযথ দায়িত্বশীল সরকারের ভিত্তি স্থাপিত হয়নি।

সংসদে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে অধিকাংশই ছিলো আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি, কৃষিঋণ, সার কেলেংকারী, কৃষকদের পাঁচ হাজার টাকা সুদ সহ পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা মওকুফ, রাস্তা-ঘাট, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা, জেলখানার সমস্যা, চোরাচালান ও মজুতকারী, হাসপাতালের সমস্যা, ঔষধ সংকট, পরিবেশ ও বন সংরক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন, লাইসেন্স পারমিট বন্টন, বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার, বিদ্যুৎ সমস্যা, রিলিফ সামগ্রী বন্টন, বন্যার্তদের ত্রান ও পুনর্বাসন, ভূমি সংস্কার পুশ ইন, পুশব্যাক, পররাষ্ট্রনীতি, শ্রম ও জনশক্তি রপ্তানি ইত্যাদি সম্পর্কিত।

সাধারণত যে সব প্রচলিত বিষয় জনগণকে আলোড়িত করে এবং যে সব বিষয়ের সাথে জনগণের অভাব-অভিযোগ কিংবা ক্ষোভ জড়িত থাকে সে সব বিষয়ের উপর অধিক প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে সংসদ সদস্যরা সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি জনসম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.২ মুলতবী প্রস্তাব (কার্যপ্রনালী বিধি ৬২)

আইন সভার যে কোন সদস্য কোনো সাম্প্রতিক ও জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে সভার কাজ মুলতবী করার জন্য প্রস্তাব করতে পারেন। যে বৈঠকে প্রস্তাব উত্থাপনের আবেদন করা হয়। তা আরম্ভ হবার কমপক্ষে দুই ঘন্টা পূর্বে প্রস্তাবের নোটিশের তিনটি প্রতিলিপি সচিবের নিকট প্রেরণ করতে হয়। যে সব বিষয়ের প্রতিকার কেবলমাত্র আইন-প্রণয়নের মাধ্যমে সম্ভব সে সম্পর্কিত কোন বিষয়ই মুলতবী প্রস্তাব আনা যাবে না।

সারণী ৪.৪.২ পঞ্চম জাতীয় সংসদে উত্থাপিত মুলতবী প্রস্তাব

সংসদ অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশ	গৃহীত নোটিশ	বাতিলকৃত নোটিশ	বিরোধীদলের প্রদত্ত নোটিশ
১ম অধিবেশন	১৮০	২	১৭৮	২
২য় অধিবেশন	৬১	০	৬১	০
৩য় অধিবেশন	১৪৯	১	১৪৮	১
৪র্থ অধিবেশন	২৪৯	১	২৪৮	১
৫ম অধিবেশন	৮৮	১৪	৭৪	-
৬ষ্ঠ অধিবেশন	১৭	০	১৭	০
৭ম অধিবেশন	১২৯	০	১২৯	০
৮ম অধিবেশন	২৯৫	৪	২৯১	-
৯ম অধিবেশন	৭৭	২২	৫৫	১৫
১০ম অধিবেশন	৯৬	১	৯৫	১
১১তম অধিবেশন	১৫৮	১	১৫৭	১
১২তম অধিবেশন	১১৬	৭	১০৯	৬
১৩তম অধিবেশন	১৭৫	১১	১৬৪	১১
১৪তম অধিবেশন				
১৫তম অধিবেশন	৫	০	৫	-
১৬তম অধিবেশন	৩	০	৩	-
১৭তম অধিবেশন	-	-	-	-
১৮তম অধিবেশন	-	-	-	-

উৎস্য: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্য নির্বাহের সারাংশ (১-২২ খন্ড)

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পার্লামেন্ট - যে সকল মুলতবী প্রস্তাবের নোটিশ আসে তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিল রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যা, গোলাম আজম ও গণ আদালত প্রসঙ্গে, সেতু, কালভার্ট, ড্রেজিং, নদীখনন, কৃষকদের সুযোগ সুবিধা, চিকিৎসা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, পোশাক শিল্প, নারী ও শিশুপাচার প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত।

পঞ্চম সংসদের অষ্টম বৈঠকে ১৯৯১ সনের ২৭ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'দল ছাত্রের বন্দুক যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি প্রসঙ্গে সাংসদ রাশেদ খান মেনন এক মুলতবী প্রস্তাব রাখেন। রাশেদ খান তার বিবৃতিতে বলেন, "গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২.৩০ মিনিট থেকে ৩.০০ টা পর্যন্ত কয়েক ঘন্টা বন্দুক যুদ্ধ চলছিল। পুলিশ দাড়িয়ে আছে, নিহিত হয়ে ছেলেরা পড়ে আছে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না এ দেশে কোন সরকার আছে কি নাই।"[১০৮]

এ মুলতবী প্রস্তাবের আলোচনার উপর মোট ২৫ জন সংসদ সদস্য অংশ গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে বিরোধী দলীয় সদস্যদের সংখ্যা ৭ জন।

সাংসদ বেগম মতিয়া চৌধুরী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন "শিক্ষাঙ্গনে তথা সারা দেশের এ সন্ত্রাসকে আমরা মোকাবেলা করতে পারি এবং নির্মুল করতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন সেটা হল ঐ সদিচ্ছা এবং determination".[১০৯]

পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম বলেন -

"ছাত্রদের জীবনের ফসল এই গণতান্ত্রিক সরকার। আজকে এ Parliament ছাত্রদের জীবন উৎসর্গের ফসল - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাতে পরিবর্তন হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করব।" [১১০]

---

১০৮. বিতর্ক, খন্ড - ৩, সংখ্যা - ৮, পৃ:-২১
১০৯. বিতক, খন্ড - ৩, সংখ্যা - ৮, ১৯৯১ পৃ:-৩৫
১১০. বিতর্ক.খন্ড - ৩, সংখ্যা - ৮, ১৯৯১ পৃ:-৫০

Dhaka University Institutional Repository

উত্থাপিত মূলতবী প্রস্তাব এবং এর উপর অনুষ্ঠিত আলোচনার যাবতীয় প্রসিডিংস শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বিরোধ সম্পর্কিত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

১৯৯২ সালের ৮ জানুয়ারী পঞ্চম সংসদের ৪র্থ অধিবেশনে আওয়ামীলীগের সাংসদ মো: শামসুল হকের মূলতবী প্রস্তাব গৃহীত হয়। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, "বিদেশী কোন নাগরিককে বাংলাদেশে অবস্থান কালে বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইন মেনে চলতে হয়। সুতরাং পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না।"[১১১]

রাশেদ খান মেনন বলেন, "১৯৭৮ সালে গোলাম আযম পাকিস্তানের পাসপোর্ট বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন -জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের দাবি নিয়ে তিনি আসেন নি,"[১১২]

জামায়াতে ইসলামী সংসদ সদস্য জনাব এনামুল হক এ প্রসঙ্গে বলেন "গোলাম আযম জন্ম সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। যে আদেশ বলে তার নাগরিত্ব হরণ করা হয়েছে, তা অবৈধ। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবেই তাকে আমরা দলের আমীর নির্বাচিত করেছি।"[১১৩]

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুল মতিন চৌধুর সমাপ্তি বক্তব্যে বলেন, "সরকার গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেয়নি। একজন বিদেশী হয়েও তার আমীর নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি সরকারের গোচারীভূত হয়েছে।"[১১৪]

[illegible] খন্ড - ৪, সংখ্যা - ৫, ১৯৯১
১১২. [illegible] - ৪, সংখ্যা - ৫, ১৯৯১
১১৩. প্রাগু[illegible]
১১৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মূলতবী প্রস্তাবের উত্থাপনের মধ্য দিয়ে জাতির চলমান সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সংসদের সরকারী ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের মূলতবী প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে আলোচনার সমস্যা প্রভৃতি নির্ধারণ ও সামাধানের দিক নিদের্শনা হিসেবে কাজ করেছে।

৪.৪.৩ জরুরী জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (কার্যপ্রণালী বিধি - ৬৮)

পার্লামেন্টারী নিয়ন্ত্রণের অপর আর একটি মাধ্যম হচ্ছে জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে কোন জরুরী জন-গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করতে চাইলে কোন সদস্যকে অনূন্য দুই দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে। এরূপ প্রস্তাব উত্থাপনকারী ছাড়াও আরও অতিরিক্ত পাঁচ সাংসদকে সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৪.৪.৩ পঞ্চম জাতীয় সংসদে জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ের খতিয়ান

অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	বাতিলকৃত নোটিশের সংখ্যা	গৃহীত নোটিশের সংখ্যা	বিরোধী দলের নোটিশের সংখ্যা
১ম অধিবেশন	৫৭	৫১	৬	৪
২য় অধিবেশন	১১৮	১০৭	১১	১
৩য় অধিবেশন	৫৭	৫১	৬	৬
৪র্থ অধিবেশন	৮৭	৭৮	৯	৯
৫ম অধিবেশন	২৬	২৫		
৬ষ্ঠ অধিবেশন	২৪	২১	১	১
৭ম অধিবেশন	৩০	২৪	৩	১
৮ম অধিবেশন	৫৫	৪৮	৭	৭
৯ম অধিবেশন	২৮	২২	৬	৬
১০ম অধিবেশন	৮৬	৮১	৫	৫
১১তম অধিবেশন	৬৫	৬০	৫	৫
১২তম অধিবেশন	৪৯	৪৬	৩	৩
১৩তম অধিবেশন	৯২	৯২	০	০
১৪তম অধিবেশন	৬	৩	৩	-
১৫তম অধিবেশন	১০	৭	৩	-
১৬তম অধিবেশন	৪	১	৩	-
১৭তম অধিবেশন	৩	০	৩	-
১৮তম অধিবেশন	২	০	২	-
১৯তম অধিবেশন				
২০তম অধিবেশন	২	১	১	-
২১তম অধিবেশন				
২২তম অধিবেশন	১	১	১	-

উৎস ঃ সংসদের কার্যনির্বাহীর সারাংশ (১ - ২২তম অধিবেশন)

Dhaka University Institutional Repository

জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য স্পীকার কর্তৃক গৃহীত ৮৪টি প্রস্তাবের মধ্যে সরকার দলীয় ২২টি এবং বিরোধী দলগুলোর ৬২টি প্রস্তাব ছিল। ৬২টি প্রস্তাবের মধ্যে আওয়ামীলীগের ৩৫, জামাত-ই-ইসলামীর ১২, জাতীয় পার্টির ৬, ওয়াকার্সের ৫, এন.ডি.পি -৩, এবং বাকশাল সংসদ সদস্যদের ১টি প্রস্তাব ছিল। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ৩৭৭জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন।[১১৫]

উত্থাপিত ও আলোচিত ৩৯টি প্রস্তাবের মধ্যে ৩০টি প্রস্তাব ছিল জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত, আটটি প্রস্তাব ছিল আঞ্চলিক বিষয় সম্পর্কিত এবং একটি প্রস্তাব ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ে।

৪.৪.৪ জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ (বিধি - ৭১)

সংসদের নিকট সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন কোন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষনীয় প্রস্তাব। এর মাধ্যমে কোন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। অনুরূপ প্রস্তাবে উত্থাপিত বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে হয়। এক বৈঠকে তিনটির অধিক বিষয়ে উত্থাপন করা যাবে না।

---

১১৫. Hasanuzzaman, Al-Masud; "*Role of opposition in Bangladesh Politics*; Page 157

Dhaka University Institutional Repository

সারণী: ৪.৪.৪ পঞ্চম জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণকারী প্রস্তাবের বিভিন্ন।

অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	বাতিলকৃত নোটিশের সংখ্যা	গৃহীত নোটিশের সংখ্যা	বিরোধী দলের নোটিশের সংখ্যা
১ম অধিবেশন	৩৬৪	৩৪৯	১৫ [৭টি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বিবৃতি প্রদান করেন। ৮টি তামাদি হয়ে যায়।]	১১
২য় অধিবেশন	৪৪৪	৪২৫	১৯	১৯
৩য় অধিবেশন	২৯০	২৭৭	১৩	১০
৪র্থ অধিবেশন	৮৩৩	৭৮৯	৪৪ [মন্ত্রীগণ বিবৃতি দেন।]	২৮
৫ম অধিবেশন	১৬৯	১৬০	৯	৭
৬ষ্ঠ অধিবেশন	৬২৬	৫৫৯	৬৭ [৪০ টির উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ বিবৃতি দেন।]	২৬
৭ম অধিবেশন	৫২৬	৪৭৯	৪৭	২৬
৮ম অধিবেশন	৫২৯	৪৭৬	৫৫ [সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ কর্তৃক ১৫টি বিষয়ে বিবৃতি প্রদান করা হয়। তামাদি হয়ে যায়।]	৩৮
৯ম অধিবেশন	১৫৭	১৪৫	১২ [প্রত্যেকটি তামাদি হয়ে যায়।]	৯
১০ম অধিবেশন	৩০৭	২৮৫	২৩ [সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি দেওয়া হয় ২১টির।]	১৭

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	বাতিলকৃত নোটিশের সংখ্যা	গৃহীত নোটিশের সংখ্যা	বিরোধী দলের নোটিশের সংখ্যা
১১তম অধিবেশন	২৪৬	২২৫	২২ [সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী গণ ১৩টি বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করেন।]	১৪
১২তম অধিবেশন	৩২০	৩০২	১৮ [সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক ১৭টির উপর আলোচনা হয়]	১৪
১৩তম অধিবেশন	৩৪৫	৩১৩	৩২ [সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ ১১টি বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করেন। ১৩টি তামাদি হয়।]	২২
১৪তম অধিবেশন	৬৪		১৩ [৬টি সংসদে আলোচিত ৭টি তামাদি হয়]	-
১৫তম অধিবেশন	২২৩		৫১ [৩৫টি আলোচিত ও ১৬টি তামাদি হয়।]	-
১৬তম অধিবেশন	৬৪	৪৭	১৭ [১৪ টি আলোচিত ১টি কমিটিতে প্রেরণ এবং বাকী ২টি তামাদি।]	-

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	বাতিলকৃত নোটিশের সংখ্যা	গৃহীত নোটিশের সংখ্যা	বিরোধী দলের নোটিশের সংখ্যা
১৭তম অধিবেশন	১১৩	৮২৩	৩১ [১৪টি আলোচিত ১১টি তামাদি।]	
১৮তম অধিবেশন	৬৬			
১৯তম অধিবেশন	৩৩		৬ [২টি বিবৃতি ৪টি তামাদি]	
২০তম অধিবেশন	৮৪		৩৪ [১৯টি আলোচিত, ১৫টি তামাদি হয়ে যায় এবং ১টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়]	
২১তম অধিবেশন	৫৪		২৩ [১৩ আলোচিত ও ১০টি তামাদি হয়ে যায়]	
২২তম অধিবেশন	১৯		৫ [২টি আলোচিত ও ৩টি তামাদি হয়ে যায়।]	

উৎস ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ; ৫ম সংসদের অধিবেশনের কার্যনির্বাহের সারাংশ (১ম - ২২ খন্ড)

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম সংসদে আলোচনা ও বিবৃতি দানের জন্য গৃহীত ৫৮১টি মনোযোগ আকর্ষনী প্রস্তাবের মধ্যে সরকারী দলীয় সদস্যদের ছিল ৩২১টি এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের ছিল ২৬০টি প্রস্তাব। এর মধ্যে আওয়ামীলীগের ১৪১, জামায়েত-ই-ইসলামী ৬০, জাতীয় পার্টির ২৩, স্বতন্ত্র ও ইসলামী ঐক্যজোটের ৭টি করে, ওয়াকার্স পার্টি ৯, জাতীয় গণতন্ত্রী পার্টি, গণতন্ত্রী, বাকশাল ও বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির যথাক্রমে ৩ এবং জাসদের ১টি মনোযোগ আকর্ষণকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়। [৬৩] জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ক দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রস্তাবগুলোর অধিকাংশ সদস্যদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার সমস্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট বা সম্পৃক্ত। তবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও এ ক্ষেত্রে উঠে এসেছে।

৪.৪.৫ প্রস্তাব (সাধারণ) (কার্যপ্রণালী - বিধি ১৪৭)

জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোনো বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য আইন সভার যে কোন সদস্য প্রস্তাব (সাধারণ) নোটিশ সংসদ অফিসে প্রেরণ করতে পারেন। স্পীকারের অনুমতি ক্রমে উত্থাপিত কোনো প্রস্তাব আলোচনার জন্য স্পীকার সংসদ নেতার পরামর্শক্রমে সময় নির্ধারণ করে দেন এবং উক্ত সময়ে আলোচনা করা হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে ৩৭৭টি প্রস্তাব (সাধারণ) নোটিশ আসে। তন্মধ্যে স্পীকার কর্তৃক গৃহীত ৩৩টির মধ্যে সংসদে উত্থাপিত ও আলোচিত হয় ২৬টি প্রস্তাব। অবশিষ্ট ৩৪৫টি বাতিল এবং ২টি সময়াভাবে তামাদি হয়ে যায়।

স্পীকার কর্তৃক গৃহীত ৩৩টি প্রস্তাবের মধ্যে সরকার দলীয় সদস্যদের ৯টি এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের ২৪টি প্রস্তাব ছিলো। বিরোধী দলীয় ২৪টি প্রস্তাবের মধ্যে আওয়ামীলীগ সদস্যদের ৭, জামাত-ই-ইসলামীর ১২, জাতীয় পার্টি ও স্বতন্ত্রের ২টি করে এবং ইসলামী ঐক্যজোট সদস্যদের ১টি প্রস্তাব ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদে আলোচনার পর নিস্পত্তি করা হয় দুটি সাধারণ প্রস্তাব। প্রস্তাব দু'টি হল -

ক) সারা দেশব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়ে কার্যপ্রণালী বিধির ১৪৭ বিধি মোতাবেক প্রস্তাব (সাধারণ) আলোচনা।

খ) ১৮ জানুয়ারী, ১৯৯৫ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের ও হাইকোর্ট ডিভিশনে ১৪৭ জন সংসদ সদস্যদের পদত্যাগ সংক্রান্ত দু'টি রীট মামলার পৃথক দুটি রুল নীশি জারি করার বিষয়ে কার্যপ্রণালী বিধির ১৪৭ বিধি মোতাবেক প্রস্তাব (সাধারণ)।

৪.৪.৬ সাধারণ আলোচনা ঃ

১৯৯১ - ৯৫ সংসদে মোট বারটি বিষয়ের ওপর বারোটি সাধারণ আলোচনা হয়। বিষয়গুলো হল কারা পরিস্থিতি, পরিবহন, ধর্মঘট, পররাষ্ট্রনীতি, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব, গোলাম আযমের বাংলাদেশে অবস্থান ও গণ আদালত, পুশইন, ঢাকার লালবাগে হত্যাকান্ড, হেবরন মসজিদে নামাজরত মুসুল্লীদের ওপর ইহুদীদের গুলিতে ৫৩ জন মুসলমানের মৃত্যু। এসব আলোচনায় মোট ৩৫২ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন।

৫ম সংসদের ৫ম অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে (১২এপ্রিল, ৯২) দিনের অপরাপর কাজের পাশাপাশি অধ্যাপক গোলাম আযমের বাংলাদেশে অবস্থান এবং গণ আদালত বিষয়ে সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। এ সাধারণ আলোচনা ১২ এপ্রিল হতে ১৬ এপ্রিল মোট ৪ দিন অনুষ্ঠিত হয়। [মাননীয় স্পীকার কোন সিদ্ধান্তে না আসতে পায় আওয়ামীলীগ সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল সমূহ ওয়াকআউট করে।]

বিরোধী দলীয় নেতা তোফায়েল আহ্মেদ বলেন "এ সংসদকে যদি কার্যকরী করতে চান, বাংলাদেশের রাজনীতিতে যদি স্থিতিশীলতা আনতে চান, আসুন আপনার (স্পীকার) নেতৃত্বে - ঐতিহাসিকভাবে আজকে সিদ্ধান্ত নেই। ১৯৭৩ এর ১৯ জুলাইয়ের যে Act যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার সেই অপরাধে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার করে

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের গণ আদালতের রায়কে কার্যকরী করা হোক। এটাই হোক আজকের হাউসের মতামত।"[১১৬]

সাংসদ রাশেদ খান মেনন বলেন "International crime's Act অনুযায়ী Tribunal গঠন করি এবং সে অনুযায়ী আমাদের যে নিয়ম-বিধি রয়েছে তার ভিত্তিতে 'স্বাক্ষী সুবুদ' গ্রহণ করি এবং তার মধ্য দিয়ে গোলাম আযম যাকে গণ আদালতে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়েছে তার বিধি বিধান কার্যকর করি।"[১১৭]

সরকার দলীয় সাংসদ সাখওয়াত হোসেন বকুল বলেন -

> *"If there is not forum, but there is forum in Bangladesh that is the Supreme court and that Mr. Golam Azam is arrested and he is in the custody of the court and the court will decide the Punishment"* [118]

সংসদ উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন -

"অনাগরিক জনাব গোলাম আযম বিষয়ক সমস্ত জটিলতা নিরসনে সংবিধান স্বীকৃত আইনানুগ পদ্ধতি অবলম্বন এবং অনুসরণ করা হোক।"[১১৯]

মাননীয় স্পীকার গোলাম আযম বিষয়ক সাধারণ আলোচনার সমাপনী ঘোষনা করে রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়ে আলোচনা শুরু করবার প্রস্তাব দেন। পরবর্তীতে ১৯ এপ্রিল স্পীকার এ সম্পর্কিত একটি রুলিং প্রদান করেন। রুলিং-এ সংসদ উপনেতার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

---

১১৬. বির্তক খন্ড - ৫, সংখ্যা - ২, ৯১
১১৭. খন্ড - ৫, সংখ্যা - ২, ৯১
১১৮. খন্ড -৫, সংখ্যা - ৩
১১৯. খন্ড - ৫, সংখ্যা - ৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম সংসদের অষ্টম অধিবেশনের ২য় (১৭ জানুয়ারী ১৯৯৩), ৩য় (১৮ জানুয়ারী'৯৩), ৪র্থ (১৯ জানুয়ারী, ৯৩), ৫ম (২০ জানুয়ারী'৯৩) বৈঠকে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে ভারতের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদে ধ্বংস এবং এর ফলে সম্প্রদায়িক সমস্যা এবং বাংলাদেশে এর প্রভাব সম্পর্কে ৪টি বৈঠকে অনাধিক ২ ঘন্টা সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।[১২০]

ঢাকার লালবাগ হত্যাকান্ড প্রসঙ্গে বিরোধীদল কর্তৃক আনীত শোক প্রস্তাবের উপর সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ত্রয়োদশ অধিবেশনের বৈঠকে। এ আলোচনায় মোট ২৫ জন সাংসদ অংশগ্রহন করেন। তন্মধ্যে ১৩ জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য।

সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত তার বক্তব্যে বলেন "The highest executive that means the Prime Minister will have to take this responsiblities. Responsibility has been formed by BNP and by the Chairperson"।[১২১]

বিরোধীদলীয় সাংসদ লালবাগ হত্যাকান্ডকে "Plan action" বলে অভিহিত করেন।

এ হত্যাকান্ডের উপর সরকার ও বিরোধীদলের ব্যাপক আলোচনা এবং তর্ক বিতর্কের পর সংসদ সম্মতিক্রমে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং আহত ও নিহতদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ পূর্বক তাদের পুনর্বাসনের আহ্বান জানায়।[১২২]

---

১২০. জাতীয় সংসদের কার্যনির্বাহীর সারাংশ; পঞ্চম সংসদের অষ্টম অধিবেশন
১২১. বিতর্ক, খন্ড - ১৩, সংখ্যা - ৫, ১৯৯৪
১২২. বেগম মতিয়া চৌধুরীর বক্তব্য; বিতর্ক খন্ড - ১৩, সংখ্যা - ৫

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.৭ সরকারের বিরূদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব ঃ

সরকারকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট যে চরম অস্ত্রটি প্রয়োগ করে তা হল অনাস্থা প্রস্তাব। সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হলে কিংবা গৃহীত নীতি বা পলিসি দ্বারা পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যের আস্থা হারালে সরকারের বিরূদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রস্তাব গৃহীত হলে সরকারের পতন ঘটে। তখন নতুন সরকার গঠন কিংবা নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হচ্ছে সরকারের বিরূদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের উত্থাপন। ১৯৯২ সালের ৫ আগষ্ট জাতীয় সংসদ সচিবালয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৫১ ধারার উপ বিধি (৩) অনুসারে মন্ত্রী সভার বিরূদ্ধে "অনাস্থা প্রস্তাব" উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করে। নোটিশ প্রদান করেন বিরোধীদলের পক্ষ থেকে আওয়ামীলীগ নেতা ও সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ, জাসদ (সিরাজ) এর জনাব শাহজাহান সিরাজ, ওয়ার্কাস পার্টির জনাব রাশেদ খান মেনন, সি পি বি-র জনাব সামসুদ্দোহা, জাতীয় পার্টির জনাব মনিরূল হক চৌধুরী গণতন্ত্রী পার্টির জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত নিজ নিজ দলের পক্ষ থেকে অনাস্থা প্রস্তাব দেন। ন্যাপের পক্ষ থেকেও একটি অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয়া হয়। অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশে বলা হয় যে, "দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। সরকার সে পরিস্থিতির যথোপযুক্ত মোকাবিলা করে জনগণের জান মালের নিরাপত্তা ব্যর্থ হয়েছে। সরকার শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নিরোধ ও ছাত্র ছাত্রী এমন কি শিশু কিশোরদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান চাঁদাবাজ, মাস্তানদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। সরকার অর্থনৈতিক জীবনে সৃষ্ট নৈরাজ্য দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের দলীয় করণ নীতির পরিণতিতে শিল্পঞ্চলে ও সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ট্রেড ইউনিয়নে হাইজ্যাক, টার্মিনাল দখল, কলোনী দখলের ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। সরকার শিল্পাঞ্চলে শান্তি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। সরকার

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মচারীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে সংগঠিত সশস্ত্র তৎপরতা ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ঘটনা প্রতিরোধেও সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সরকার বিদেশী দূতাবাসেরও নিরাপত্তা বিধানে ও ব্যর্থ হয়েছে যে কারণে বিদেশেও দেশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে।[১২৩]

সরকারের বিরুদ্ধে আনীত বিরোধী দলের এ অনাস্থা প্রস্তাব ৯ আগষ্ট (১৯৯২) জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। বিরোধী দল কর্তৃক ইতোপূর্বে দাখিলকৃত ৭টি নোটিশের বক্তব্য ও ভাষা এক ও অভিন্ন হওয়ায় মাননীয় স্পীকার জনাব শেখ রাজ্জাক আলী নোটিশ দাতাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি নোটিশ গ্রহণ করেন। বিরোধী দলের উপনেতা জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ কার্যপ্রণালী বিধির ১৫৯ (৪) অনুযায়ী এ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার জনাব শেখ রাজ্জাক আলী বলেছেন "নব প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং সসংহত করার স্বার্থে এবং সর্বোপরি জনগণের মানসিকতাকে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে অনাস্থাটি গৃহীত হল।[১২৪]

মাননীয় স্পীকার ১২ আগষ্ট ১৯৯২ এ আলোচনার দিন নির্ধারণ করেন। আলোচনার সময়সীমা উভয়পক্ষের মধ্যে ১২ ঘন্টা ৬ ঘন্টা, ৬ ঘন্টা করে নির্ধারণ করা হয়। মোট ৫২ জন সংসদ সদস্য এ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।[১২৫]

---

১২৩. বিতর্ক, খন্ড - ৬, সংখ্যা - ৪০, ১৯৯২

১২৪. বিতর্ক খন্ড - ৬, সংখ্যা - ৪০, ১৯৯২

১২৫. সংসদের কার্যনির্বাহি সারাংশ; ৬ষ্ট অধিবেশন; ১২ আগষ্ট, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী তার বক্তব্যে বলেন "আইন শৃঙ্খলার অবনতী, সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বৃদ্ধি, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কেন্দ্র করে উদ্ভূদ সমস্যা প্রভৃতি কারনে আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আজকে ঘোষনা করছি বি. এন. পি-র ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব আমরা বিরোধী দল থেকে নিতে পারি না মাননীয় স্পীকার। কাজেই আজকে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের অযোগ্যতা আদক্ষতা, অব্যবস্থা, দলীয়করণ ও সন্ত্রাস করে জন জীবনে যে নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করেছে সেখানে আমরা কোনদিন তাদেরকে সহযোগীতা করতে পারি না।

তারই কারণে জনতার যে অভিমত সে অভিমতের প্রতিফলন ঘটিয়েই আজ এ অনাস্থা আমরা এনেছি।[১২৬]

অনাস্থা প্রস্তাবের উপর সমাপনি ভাষনে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের অভিযোগের উপর সে তার যে বক্তব্য রাখেন তার উল্লেখযোগ্য অংশ হলো "গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার জন্য সর্বপ্রকার প্রক্রিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতেও তারা সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে।"[১২৭] ছিনতাই, হাইজ্যাক ও অন্যান্য সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সম্পর্কে বিরোধী দলের অভিযোগের উত্তরে বেগম খালেদা জিয়া বলেন "দীর্ঘ ৯ বছর যে স্বৈরাচার দেশে জেকে বসেছিল সেই স্বেরাচারই সন্ত্রাসকে লালন করেছে, আশ্রয় দিয়েছে, প্রশ্রয় দিয়েছে। এ অবস্থায় রাতারাতি কি সব হাইজ্যাক বন্ধ হয়ে যাবে? সেটি কখনও সম্ভব নয়।"[১২৮]

দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান বি.এন.পি চায়না বলে বলা হয়েছে। আমরা বলতে চাই, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা কার সৃষ্টি? আওয়ামীলীগ যখন স্বাধীনতার পর ক্ষমতায় ছিল তখন তারা বলেছিল, পার্বত্য অঞ্চলে সকলেই বাঙ্গালী। সকলকে জোর করে বাঙ্গালী করা

১২৬. বিতর্ক, খন্ড - ৬, সংখ্যা - ৪০, ১৯৯২
১২৭. বিতর্ক, খন্ড - ৬, সংখ্যা- ৪০, ১৯৯২
১২৮. বিতর্ক, খন্ড - ৬, সংখ্যা - ৪০, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। তখন থেকেই তারা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। আমরা বলতে চাই যে, তারা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান চাই, এরই মধ্যে সেটি প্রমাণীত হয়েছে।" ..... আমরা একটি কমিটি গঠন করেছি।[১২৯] দলীকরণের অভিযোগ সম্পর্কে বেগম জিয়া বলেন, "দলীয়করণ কি জিনিস - তা আমরা জানি না। আমরা সকলকে সমান সুযোগ দিই। আপনারা তা দেখেছেন। আপনাদের এলাকাতে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা ঘাট হচ্ছে। ব্রীজ হচ্ছে। এ থেকে কি প্রমান হয় না যে, আজকে আমরা সাংসদীয় পদ্ধতি চালু করিনি।

এ পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য গণতন্ত্রকে চিরস্থায়ী করার জন্য, সকলকে সমান সুযোগ দেয়ার জন্য আমরা সম্পদের সমান বন্টন করছি। সে ভাবে আমাদের উন্নয়ণ অব্যাহত রেখেছি।

বেগম জিয়া আরও বলেন, বিরোধী দলীয় নেত্রী বলেছেন আমাদের গণতন্ত্র শিখাবেন আমরা তাদের একদলীয় গণতন্ত্র শিখতে চাই না। বরং শহীদ জিয়াউর রহমান-ই তাদেরকে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছে।

কিন্তু নির্বাচনের মধ্যে সেইতো কেবল জনগণের রায় বা অভিপ্রায় প্রতিফলন ঘটে।"[১৩০]

".....। তিনি বলেন বি.এন.পি. হচ্ছে জনগণের দল। জনগণের কাছে বি.এন.পি যে সব ওয়াদা করেছে তা পর্যায়ক্রমে অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।[১৩১]

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে বি.এন.পি সরকারের বিরূদ্ধে উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। বিভক্তি ভোটে প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ১২২টি ভোট এবং বিপক্ষে পড়ে ১৬৮টি ভোট। জামায়াত ভোট দানে বিরত থাকে। ভোট গ্রহণের সময় জাতীয় পার্টির ৪ জন, ইসলামী ঐক্য জোটের ১জন, এন.ডি.পি-র ১জন,

---

১২৯. বিতর্ক, খন্ড - ৬, সংখ্যা - ৪০, ১৯৯২
১৩০. বিতর্ক, খন্ড - ৬, সংখ্যা - ৪০, ১৯৯২
১৩১. বিতর্ক, খন্ড - ৬, সংখ্যা - ৪০, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামীলীগের ৫জন এবং ২জন স্বতন্ত্র সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আওয়ামীলীগের দু'জন সংসদ সদস্য ইন্তেকাল করায় তাদের আসন শূণ্য ছিল। বি.এন.পি-র ব্যরিষ্টার জিয়াউর রহমান দেশের বাইরে থাকায় এবং শেখ রাজ্জাক আলী স্পীকার পদে থাকায় ভোট দেননি। সংখ্যাগরিষ্ঠতায় থাকায় বিরোধী দলের এ অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে বি.এন.পি সরকারের পতন বা সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যাহত হয় নি।

৪.৪.৮ বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (কার্য প্রণালী বিধি ১৩০-১৪৪)

পার্লামেন্টারী বা সংসদীয় নিয়ন্ত্রণের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হচ্ছে বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব। এর মাধ্যমে চলমান কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদের মতামত জ্ঞাপন বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে একজন বেসরকারী সদস্য কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইলে তাকে অনূন্য দশ দিনের নোটিশ প্রদান করতে হবে। এবং তিনি যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে চান, তার প্রতিলিপি উক্ত নোটিশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দিতে হবে।

পঞ্চম পার্লামেন্টে বেসরকারী সংসদ সদস্যরা সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মোট ৫৫৩২৩টি নোটিশ প্রদান করেন। তার মধ্যে ১৮৫০০টি প্রস্তাব ব্যালটে প্রদানের জন্য স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। তবে ব্যালটে স্থান লাভ করে ৩২৪টি প্রস্তাব। আলোচিত প্রস্তাবগুলোর মধ্যে সংসদে মাত্র ৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। গৃহীত ৫টি প্রস্তাবের ৩টি সরকার দলীয় সদস্যদের, ১টি জাতীয় পার্টির এবং ১টি ছিল স্বতন্ত্র সদস্যের। ২টি প্রস্তাব কমিটিতে প্রেরিত হয়। কমিটিতে প্রেরিত ২টি প্রস্তাবের মধ্যে ৪টি আওয়ামীলীগ সদস্যদের। ১টি সরকার দলীয় এবং ১টি ছিল জামাত-ই-ইসলামী সদস্যদের।[১৩২]

---

১৩২. বিতর্ক, খন্ড - ৬, সংখ্যা - ৪০, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদে গৃহীত বেসরকারী ৫টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব হচ্ছে -

ক) পর্যায়ক্রমে দেশের প্রত্যেকটি হাসপাতালে মহিলাদের মৃতদেহ স্ব-স্ব ধর্মীয় মর্যাদায় পৃথকভাবে রাখার জন্য মর্গের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব।[১৩৩]

খ) উপকূলীয় এলাকায় জলদস্যু দমনে নৌ পুলিশ বাহিনী গঠন করার প্রস্তাব।[১৩৪]

গ) লক্ষীপুর জেলা সদর হতে রামগতি সড়কটি থানা সদর রামগতি হাট পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করার প্রস্তাব।[১৩৫]

ঘ) মৌলভীবাজার জেলার অধীন সড়ক ও জনপথ বিভাগের মালিকানাধীন জুড়ি বড়লেখা শাহবাজপুর অংশ পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারন করার প্রস্তাব।[১৩৬]

ঙ) ময়মনসিংহ জেলার শাম্বুগঞ্জ সেতু হতে শহরের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত ময়মনসিংহ ঢাকা হাইওয়ে বর্তমান যানজট ও দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে একটি বাইপাস রাস্তা নির্মাণ করার প্রস্তাব।[১৩৭]

---

১৩৩. কার্যনির্বাহের সারাংশ, খন্ড - ৪, জানু'৯২
১৩৪. কার্যনির্বাহের সারাংশ, খন্ড - ৪, জানু'৯২
১৩৫. কার্যনির্বাহের সারাংশ, খন্ড - ৬, ২ জুলাই'৯২
১৩৬. কার্যনির্বাহের সারাংশ, খন্ড - ৬, ২ জুলাই'৯২
১৩৭. কার্যনির্বাহের সারাংশ, খন্ড - ১৮, ৬ ফেব্রুয়ারী'৯২

সারণী: ৪.১৪ বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব

অধিবেশন	স্পীকার কর্তৃক গৃহীত	ব্যালটে স্থান লাভ করে	সংসদে উত্থাপিত	ফলাফল
১ম অধিবেশন	৪৫৩টি	১৫টি	৫টি	উত্থাপিত প্রস্তাবের ২টি আলোচনার পর বাতিল হয় এবং ৩টি স্থগিত।
২য় অধিবেশন	১৫৪২টি	৩৫টি	২৫টি	সংসদে আলোচিত হয় ৪টি প্রস্তাব।
৩য় অধিবেশন	৬৪৮টি	৯টি	৯টি	সংসদে আলোচিত হয় ৪টি বাকী ৫টি স্থগিত হয়।
৪র্থ অধিবেশন	৩৩২৫টি	৩২টি	২৪টি	সংসদে আলোচিত হয় ৯টি প্রস্তাব। ৯টি প্রস্তাবের মধ্যে ২টি সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। ১টি প্রত্যাহত হয়। ৫টি নাকচ ১৫টি পরবর্তী অধিবেশন।
৫ম অধিবেশন				
৬ষ্ঠ অধিবেশন	২১৫১৪টি	৪০টি	২৭টি	সংসদে আলোচিত হয় ২০টি। ২টি গৃহীত হয়। ১০ টি প্রত্যাহত হয়। ৩টি ভোট নাকচ; ৫টি কমিটিতে।
৭ম অধিবেশন				
৮ম অধিবেশন	৩১০৪টি	২৫টি	১৪টি	সংসদে আলোচিত হয় ৬টি। ৩টি নাকচ হয়ে যায়, ৩টি প্রত্যাহত , ৩টি বাতিল হয়। ৫টি পরবর্তী অধিবেশনে।
৯ম অধিবেশন	৩৪৩টি	৫টি	৫টি	৪টি নাকচ; প্রত্যাহত হয় ১টি।
১০ম অধিবেশন	১৩১৪টি	৫টি		৪টি নাকচ; প্রত্যাহত হয় ১টি।
১১তম	২৪৯	৫	৫	স্থগিত রাখা হয়।
১২তম	৩০৪	৫	৫	
১৩তম	৩৩৬	১০	১	
১৪তম	৬৭	৯		
১৫তম	৩৯৭	২৫	৯	
১৬তম	১৮৬	১০	উত্থাপিত হয় নি।	
১৭তম	১৫৭	২০	৯	৮টি আলোচিত হয়
১৮তম	৩০	১২	১২	সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ কর্তৃক প্রত্যাহত হয়
১৯তম	১০৮	৫	৪	আলোচিত হয় ৩টি। ১টি তামাদি হয়ে যায়।
২০তম	১০১	১৫	৪	আলোচিত হয় ৩টি। ৩টি ১টি গৃহীত হয়। ২টি প্রত্যাহত হয়। ১টি স্থগিত হয়
২১তম	৭০	১৫	৯	
২২ তম	৫৩	২	২	সদস্যকর্তৃক প্রত্যাহত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.৯ ওয়াক আউট ও সংসদ বর্জনঃ

সরকারের কোন কাজের বিরোধীতা এবং সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবার জন্য বিরোধী দল যে কয়টি উপায় বা কৌশল অবলম্বন করে থাকে তার মধ্যে ওয়াক আউট অন্যতম। ওয়াক আউট হচ্ছে সংসদ থেকে সদস্যদের সাময়িক বের হয়ে আসা। সাধারণত বিরোধী দলের সদস্যরা সরকারি কোন সিদ্ধান্ত, স্পিকারের কোন রোলিং এর প্রতিবাদ বা অন্য কোন কারনে সংসদ থেকে বের হয়ে আসেন।[১৩৮]

পঞ্চম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশতম অধিবেশন পর্যন্ত বিরোধী দল মোট ৭৬ বার ওয়াক আউট করেছে অর্থাৎ প্রতি অধিবেশন ৬টি করে ওয়াক আউট এর ঘটনা ঘটেছে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৪১.৬% ওয়াক আউট সংগঠিত হয়েছে মাননীয় স্পীকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে। তাছাড়া ১৮.১% ওয়াক আউট হয়েছে সরকার কর্তৃক আনীত এবং পাশকৃত বিল সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রীদের উক্তি। সরকারের সিদ্ধান্ত এবং বিরোধীদলের আনীত বিল বা সংশোধনী অননুমোদন ও অনান্য প্রসঙ্গে যথাক্রমে ১৮.১%, ৬.৯%, ৯.৭%, ৫.৬%, এবং ১৮.১% ওয়াক আউটের ঘটনা ঘটেছে।[১৩৯]

সংসদকে নিয়ন্ত্রন করার ক্ষেত্রে এবং জাতির সামনে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপনের জন্য বিরোধী দল সংসদ বর্জন বা বয়কট করে থাকে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের একটি অন্যতম দিক হচ্ছে বিরোধী দল কর্তৃক দীর্ঘ সময় সংসদ বর্জন। যার ফলে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যক্রম প্রাণহীন হয়ে পরে।

---

১৩৮. ফিরোজ, জালাল; পার্লামেন্টারী শব্দকোষ ; পৃ: - ১১২

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৪ সালের ১ মার্চ সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশনে হেবরনে মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারে বি এন পির তথ্যমন্ত্রী ব্যরিষ্টার নাজমুল হুদার একটি কক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিরোধী দল প্রথমে সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে। পরে এ ওয়াক আউট লাগাতার সংসদ বর্জনে পরিণত হয়।

ঐ দিন জাতীয় সংসদে আওয়মীলীগ সাংসদ আবুল হাসান চৌধুরী বৈধতার প্রশ্নে আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন- "হেব্রনে নামাজরত অবস্থায় গুলিকরে ৫২ জন ফিলিস্তিনী মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে অথচ সরকার কিংবা পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় কথা বলছে না।[১৪০] এর উত্তর সংসদ উপনেতা ড্যাঃ এ.কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন. "সংসদে শোক প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।"[১৪১] তিনি আরও বলেন- "ফিলিস্তীনীদের ঐ বর্বরোচিত হত্যাকান্ড নিয়ে আলোচনায় সরকারী দলের আপত্তি নেই।"[১৪২] কিন্তু তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদার বিরোধী দলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে ছুড়ে দেয়া একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সমস্যার সূত্রপাত ঘটে। ব্যরিষ্টার নাজমুল হুদা সংসদে বলেন, "ফিলিস্তীনীদের দুঃখে বিরোধী দলের মায়াকান্না দেখে মনে হচ্ছে তারা হঠাৎ খুব বেশী মুসলমান হয়ে যাচ্ছেন।[১৪৩] ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদার এ মন্তব্যে বিরোধী দলের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সকল বিরোধী দলের সদস্যরা এক সাথে দাড়িয়ে তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান এবং ওয়াক আউট করেন। ওয়াক আউট শেষে সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এক প্রেস ব্রিফিং এ বলেছেন, "ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে ও ধর্মকে কটাক্ষ করে সংসদে বক্তব্য রাখার জন্য তথ্যমন্ত্রী

---

১৩৯. Ahmed, Nizam; *"The Farliament of Bangladesh"*. page-192
১৪০. খন্ড - ১৩, সংখ্যা - ১, ১৯৯৪
১৪১. প্রাগুক্ত
১৪২. প্রাগুক্ত
১৪৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদাকে সংসদে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে এবং সম্পূর্ণ বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। ধর্ম সম্পর্কে উদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির জন্য তাকে সমগ্র জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।"[১৪৪]

বিরোধী দল তাদের সিদ্ধান্তে অটল থেকে ত্রয়োদশতম অধিবেশনে আর ফিরে আসেনি। তাছাড়া ২০ মার্চ মাগুড়া উপনির্বাচনের ফলাফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট এবং বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী কেন্দ্র করে বিরোধী দল লাগাতার সংসদ বর্জন করে। তাদের এ সংসদ বর্জন স্থায়ী রূপ লাভ করে। এবং সংবিধান অনুযায়ী বিরোধী দলের। সংসদ বয়কট একদিক্রমে ৯০ দিন অতিবাহিত হওয়ায় স্পীকার তাদের সদস্যপদ বাতিল ঘোষনা করেন। ফলে জাতীয় সংসদে একমাত্র সরকারী দল বি এন পি ছাড়া তার কোন দলের প্রতিনিধি ছিল না।

সংসদীয় বা মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার মূল দর্শন হচ্ছে দায়িত্বশীলতা বা জবাবদিহিতা যা কেবল মাত্র অর্জিত হয়ে থাকে সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দলের অবস্থানের মধ্য দিয়ে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সফলতা অনেকাংশে অর্জিত হয় সরকার এবং বিরোধী দলের মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগীতার মাধ্যমে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল অনান্য সংসদ সমূহের তুলনায় এ সংসদে বিরোধীদলের সংখ্যাগত অবস্থান। মোট সদস্যের শতকরা ৪৯ ভাগ বিরোধী দলীয় হওয়ায় সংসদের প্রথম অধিবেশন হতে বিরোধীদলের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন হতে বিরোধীদলের ওয়াক আউট পরবর্তীতে লাগাতার সংসদ বয়কটে রুপান্তরিত হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৪ এর ১ মার্চ হতে ১৯৯৫ এর ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত

---

১৪৪. খন্ড-১৩, সংখ্যা-১, ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম জাতীয় সংসদ একটি একদলীয় সংসদে পরিণত হয়। মূলত; বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী এবং সরকারী দলের তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে অটল অবস্থান তৎকালীন সময়ে এক ধরনের রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। মূলতঃ মাগুড়া-১ উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ২০ মার্চ ১৯৯৪ জাতীয় সংসদের মাগুরা -২ আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামীলীগ দলীয় সংসদ আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে উক্ত আসণ শূন্য হয়। এ আসনে আওয়ামীলীগের বিজয় প্রায় সুনিশ্চিত ছিল। তবে নির্বাচনে বি.এন.পি প্রার্থী জয়ী হওয়ায় তা আওয়ামীলীগ সহ অনান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী ফলাফল সম্বন্ধে সন্দিহান করে তোলে। তারা সরকারের বিরূদ্ধে ভোটচুরি এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপন করে। আওয়ামীলীগ এবং জাতীয় পার্টি এ নির্বাচনের ফলাফল বাতিল এবং পুনঃ নির্বাচনের দাবী উত্থাপন করে। মাগুড়া উপনির্বাচনের ফলাফল হতে বিরোধীদল উপলবদ্ধি করে যে কেবলমাত্র একটি নির্দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনই অবাধ এবং নিরপেক্ষ হতে পারে। বিরোধী দল সংবিধান সংশোধন করে ভবিষ্যৎ সকল জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের দাবি জানান । অপরদিকে সরকার এবং বিরোধী দল উভয়ই তাদের অবস্থানে সুদৃঢ় থাকায় দেশে চরম রাজনৈতিক সংকট এর সৃষ্টি হয়। এ সংকটবস্থা উত্তরনের জন্য জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার। দেশের সুধীজন প্রচেষ্টা চালালেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশেষে আন্তর্জাতিক ভাবে এ সমস্যা নিরসনের চেষ্টা হয়। কমনওয়েলথ মহাসচিবের আগ্রহে কমনওয়েলথের বিশেষ দূত স্যার স্টিফেন নিনিয়ানের মধ্যস্থায় সরকারী ও বিরোধী দল গুলোকে একটি সাধারন প্লাটফর্মে নিয়ে আসার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। এরূপ রাজনৈতিক সংকটের মুখে ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের ১৪৭ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

> *"The mainstream opposition thus resigned en masse on 28 December 1994 keeiping their parliament boycott for 300 days and creating an unprecedented example in the worlds parliamentary history"*[১৪৫]

স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী বিরোধী দলে এ "পদত্যাগ" সংবিধান সম্মত হয়নি বিধায় পদত্যাগপত্র সমূহ গ্রহণ করেনি। ইতোমধ্যে সংবিধান অনুযায়ী বিরোধীদলের সংসদ বয়কট একাদিক্রমে ৯০ দিন অতিবাহিত হওয়ায় তাদের সদস্যপদ বাতিলের বিষয়টি সামনে আসে। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের রোফারেন্স এর জন্য পাঠান, সুপ্রীম কোর্টের রেফারেন্সের প্রেক্ষিতে স্পীকার সাংবিধানিক ভাবে যাদের অনুপস্থিতিকাল ৯০ দিন অতিবাহিত হয়েছে তাদের সদস্য পদ বাতিল ঘোষনা করেন।

বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের আসন শূণ্য হওয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচনে প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীল পরামর্শ ক্রমে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। সরকার ১৫ ফ্রেব্রুয়ারী ৯৬ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করে। সম্মিলিত বিরোধীদল সমূহ এ নির্বাচনকে সর্বাত্মক ভাবে প্রতিহত করণার জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ হয়। বিরোধীদলের সর্বাত্মক বয়কট ও প্রতিরোধের মুখে প্রায় ভোটার বিহীন ও সন্ত্রাস পূর্ণ এক পরিবেশে একদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনত্তোর পর্বে বেগম জিয়া ৩ মার্চ ঘোষনা করেন ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের একমাত্র কাজ হবে সংবিধান সংশোধন এবং ভবিষ্যতে সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করণ। ১১ মার্চ নতুন জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসে। এর কার্যদিবস ছিল ৪ দিন ২৬ মার্চ সংসদে "নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার" সম্পর্কিত বিলটি পাশ. হয় এবং ৩০ মার্চ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের অবসান ঘটে ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্ব একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়- যার মূল লক্ষ্য হয়ে দাড়ায় একটি সুষ্ঠু, স্বাভাবিক ও নিরপেক্ষ পরিবেশের মধ্যে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করণ।

---

১৪৫. Chowdhury H. Mahfuzul, *Thirty years of Bangladesh politics*; P-55

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

সপ্তম জাতীয় সংসদ ও বিরোধী দল

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ সালের ১৪ জুলাই সপ্তম জাতীয় সংসদ তার যাত্রা শুরু করে। একমাত্র সপ্তম সংসদ ব্যতীত প্রথম হতে ষষ্ঠ সংসদ পর্যন্ত কোন জাতীয় সংসদই তার পূর্ণমেয়াদকাল অতিক্রম করতে সক্ষম হয় নি। এ দিক হতে বিবেচনা করলে সপ্তম জাতীয় সংসদ যথেষ্ঠ গুরুত্ব বহন করে থাকে, তথাপি পঞ্চম জাতীয় সংসদের ন্যায় এ সংসদেও দীর্ঘ সময় বিরোধী দলের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সারণী: ৫.১ বাংলাদেশের ১ম-৭ম সংসদ পর্যন্ত বিভিন্ন সংসদের মেয়াদকাল, মোট অধিবেশন ও মোট কার্য দিবসের পরিসংখ্যান।

অধিবেশন	মেয়াদ কাল	মোট অধিবেশন	মোট কর্ম দিবস
প্রথম অধিবেশন	২ বছর ৭ মাস	৮ টি	১৩৪ দিন
দ্বিতীয় অধিবেশন	৩ বছর	৮ টি	২০৬ দিন
তৃতীয় অধিবেশন	১ বছর ৫ মাস	৪ টি	৭৫ দিন
চতুর্থ অধিবেশন	২ বছর ৮ মাস	৭ টি	১৬২ দিন
পঞ্চম অধিবেশন	৪ বছর ৭মাস	২২ টি	৩৯৫ দিন
ষষ্ঠ অধিবেশন	৭ দিন	১ টি	৪ দিন
সপ্তম অধিবেশন	৫ বছর	২৩ টি	৩৮৩ দিন

সপ্তম জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় নীতি বা কার্যক্রম সংসদীয় গণতন্ত্রকে উত্তরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব, কমিটি ব্যবস্থার সংস্কার, অনির্ধারিত আলোচনার সূচনা এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সংসদ অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম জাতীয় সংসদ মোট ২৩ টি অধিবেশনে মিলিত হয়। এবং মোট কার্যদিবস ছিল ৩৫২ দিন এবং মোট বৈঠক কাল ১৪২০.২৮ ঘন্টা। এ সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত সর্বোচ্চ উপস্থিতি ছিল ২৪০.৬৬ জন এবং সর্বনিম্ন ১৪২.৭১ জনে।

৫.১ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ফলাফলঃ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ইতিহাসে একটি মাইলফলক বিশেষ। কেননা সর্বপ্রথম সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত একটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশন ১১৯ টি রাজনৈতিক দলকে প্রতীক প্রদান করলেও ৮১টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং এর মধ্যে চারটি দল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি দল হিসেবে আর্বিভূত হয়।

২০ মে ১৯৯৬ আওয়ামীলীগ তাদের নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টু প্রকাশ করে। এ রাজনৈতিক দলটি মূলতঃ স্বাধীনতা যুদ্ধ, জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও জবাব দিহিমূলক বা দায়িত্বশীল সরকার গঠন, মুক্ত বাজার অর্থনীতি, প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা, উপজেলা ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তাদের নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টুতে সংবিধানের চারটি মূলনীতির সংরক্ষণ, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, অবাধ এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার এবং গ্রাম সরকারের সূচনা প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পার্টি বিশেষতঃ উপজেলা পরিষদের সূচনা, নির্বাচিত জেলা পরিষদ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, দায়িত্বশীল এবং জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

জামায়াত-ই-ইসলামী তাদের নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টুতে ইসলামিক আদর্শের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং বাংলাদেশকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবার কথা উল্লেখ করে।

১৯৯৬ সালের নির্বাচন কেবল মাত্র বাংলাদেশেই নয় আন্তর্জাতিক ভাবেও ব্যাপক আলোডনের সূত্রপাত করে। কেননা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে বাংলাদেশে আসে। এ নির্বাচন প্রসঙ্গে Common Wealth Secretariat-এর রিপোর্টে বলা হয়-

> *"The conditions existed for a free expression of will by the voters and the results reflected the wishes of the people of Bangladesh. Overull this was a credible election"*[১৪৬]

১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল ৭৩% যা ৯১' এর নির্বাচকদের উপস্থিতির হারকে অতিক্রম করেছে (৫৫.৩৫%)। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় আওয়ামীলীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ১৪৬ টি আসন লাভ করে সংখ্যাগরিস্ঠ দল হিসেবে আর্বিভুত হয়। এবং বি.এন.পি প্রধান বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এবং জাতীয় পার্টি ও জামায়েত ই-ইসলামী পর্যায়ক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে আসে।

---

১৪৬. Commonwealth Secretariat-The report of the commonwealth observer group, "*The Paliamentary Elections in Bangladesh 12th June 1996*", Page-16

Dhaka University Institutional Repository

সারণী: ৫.১ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল/স্বতন্ত্র	আসনে প্রতিদ্বন্দ্বি	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	শতকরা অবস্থান
আওয়ামীলীগ	৩০০	১৪৬	৩৭.৪
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩০০	১১৬	৩৩.৩
জাতীয় পার্টি	২৯৩	৩২	১৬.১
জামায়েত-ই-ইসলাম	৩০০	৩	৮.৬
ইসলামী-ঐক্য-মোট	১৬৫	১	১০.০
জাসদ (রিব)	৬৭	১	১০.০
বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	৩৬	০	০.০
ওয়াকার্স পার্টি	৩৫	০	০.০
ফ্রিডম পার্টি	৫৫	০	০.০
গণতন্ত্রী দল	১৩	০	০.০
জাতীয় আওয়ামী পার্টি	১৩	০	০.০
স্বতন্ত্র	৩৫০	১	১০.০

উৎস্যঃ Dhaka Courier, 7th June 1996.

৫.২ সপ্তম জাতীয় সংসদ ও বিরোধীদল ঃ

বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে সপ্তম জাতীয় সংসদ একটি প্রকৃত সংসদীয় ব্যবস্থার রূপ রেখা নিয়ে তার যাত্রা শুরু করে। সপ্তম জাতীয় সংসদে ৩৩০ জন সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১৫৫ জন বিরোধী দলীয় সদস্য যা মোট সদস্যের ৪৬.৯৭ বা ৪৭% এবং সরকার দলীয় সদস্য হচ্ছে ১৭৫ জন বা মোট সদস্যের ৫৩.৩%। অর্থাৎ সরকার ও

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলের অবস্থানগত ব্যবধান ৬.০৩% ফলশ্রুতিতে পঞ্চম সংসদের ত্রয়োদশতম অধিবেশন পর্যন্ত বিরোধী দলের কার্যকরী অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। সরকারকে প্রশ্ন, দৃষ্টি আকর্ষণ ও মনোযোগ আকর্ষণ প্রস্তাব, বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জরুরী আলোচনা, প্রভৃতির মাধ্যমে বিরোধী দল সপ্তম সংসদকে গতিশীল করে তোলে।

৫.৩ আইন প্রণয়নঃ সরকারী ও বেসরকারী আইনের বতিয়ান

আইন পরিষদের একটি মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করণ। তবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারী দলের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সপ্তম জাতীয় সংসদ কর্তৃক মোট ১৩৮ টি সরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিল পাশ হয় অপর দিকে বেসরকারী সদস্যদের মাত্র ১টি বিল পাশ হয়। সপ্তম জাতীয় সংসদে দীর্ঘ পাঁচ বছরে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বিল সমূহ হচ্ছে-

(i) The Indemnity (Repeal) Act, 96

(ii) বেসরকারী রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আইন, ১৬

(iii) রাংঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন), আইন ৯৭

(iv) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন), আইন ৯৭

(v) বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন), আইন ৯৭

(vi) The local Government (Union Parishad) (Amendment) Act 97

(vii) The Paurashava (Amendment) Act 98

(viii) উপজেলা পরিষদ আইন, ৯৮

(ix) The Dhaka City Corportation (Amendment) Act 99

(x) The Cittagong City Corportation (Amendment) Act 99

(xi) The Khulna City Corportation (Amendment) Act 99

Dhaka University Institutional Repository

(xii) The Prime Ministers (Remumeration and Prieveleges) (Amendment) Act 2000

(xiii) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

(xiv) জাতির পিতার পরিবারের সদস্যগণের নিরাপত্তা বিল, ২০০১

৫.৪ সপ্তম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থাঃ

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদে মোট ৪৬টি সংসদীয় কমিটি কার্যরত ছিল। কমিটিগুলো ৮০ টিরও বেশী সাব কমিটি গঠন করে। কমিটিগুলোর মোট ১৫৩০ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ৫৩ টি প্রতিবেদন বা রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়।

সপ্তম জাতীয় সংসদের গঠিত কমিটি সমূহের খতিয়ান

Nature of Committess		*Number of Committess*
(i)	*Standing Committess;*	
(a)	*Standing Committess on Ministries*	*35*
(b)	*Finacial Committess*	*3*
(C)	*Investigative Committess*	*2*
(d)	*Scrutinising Committess*	*1*
(e)	*House Committee*	*3*
(f)	*Service Committee*	*3*
	Adhoc Committee	*1*
	Committees on Bills (Select & Spicial)	*1*
	Spicial Committees	*1*
	Total	*48*

Source: Summary of the proceedings of the senenlh Parliament session 1-XV (July 1996 December 1999)

Dhaka University Institutional Repository

১১ টি সংসদীয় কমিটির মাত্র ১৬ টি রিপোর্ট সংসদের উত্থাপন করে এবং মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত ৩৫ টি স্থায়ী কমিটি ১২ টি প্রতিবেদন উত্থাপন করে এবং বিশেষ কমিটি ২৫টি প্রতিবেদ উত্থাপন করে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ৬টি এবং ২৩ টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সংসদে কোন প্রতিবেদন উপস্থাপন করেনি।

৫.৪.১ কার্যউপদেষ্টা কমিটি ঃ

প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী সহ অনেক গুরুত্ব পূর্ণ সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট এ কার্যউপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। পদাধিকার বলে স্পীকার এ কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। কমিটিতে সরকারী সদস্য ৭ জন, প্রধান বিরোধী দলের ৪জন এবং অপর দুটি রাজনৈতিক দল হতে ২ জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কার্যউপদেষ্টা কমিটি মোট ৩৭ টি বৈঠকে মিলিত হয় কিন্তু কোন রিপোর্ট পেশ করা হয়নি।[১৪৭]

৫.৪.১ বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

প্রধানমন্ত্রী, বিরাজমান দলের নেতা, বিরোধী দলের চিপ হুইপকে অন্তর্ভুক্ত করে দশ সদস্য বিশিষ্ট্য বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি গঠন করা হয়। পদাধিকার বলে স্পীকার এ কমিটির সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়। যতদূর সম্ভব প্রত্যেক সংসদীয় দল থেকে কমপক্ষে একজন করে সদস্য এ কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত হয়। এ কমিটির ১ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[১৪৮]

---

১৪৭. কমিটি শাখা-২, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
১৪৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.২ সংসদ কমিটিঃ

১২ জন সাংসদকে নিয়ে এ সংসদ কমিটি গঠন করা হয়। এ সদস্যদের মধ্যে ৭ জন সরকারী ও ৫ জন বিরোধী দলীয় সদস্য। এ কমিটির সাতটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে তার কোন প্রতিবেদন আসে নি।[১৪৯]

৫.৪.৩ কার্য-প্রণালী বিধি সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি ঃ

সংসদের কার্য-প্রণালী সর্ম্পকীত বিষয় বিবেচনার জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে ৬ জন সরকারী সদস্য, ৩ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং অবশিষ্ট ২ জন ১ জন করে দুটি দল হতে মনোনীত হয়। কমিটি মোট ১৩ টি বৈঠকে বসে এবং মাত্র ১ টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপিত হয়।[১৫০]

৫.৪.৪ বেসরকারী সদনস্যদের বিল সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি ঃ

সপ্তম জাতীয় সংসদে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি বেসরকারী সদস্যদের বিল সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে ৬ জন সরকারী দলের সদস্য। ২ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য এবং ২ জন অন্যান্য দল হতে মনোনীত। কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী এ কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। এ কমিটি মোট ৪৩ টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ৮ টি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।[১৫১]

---

১৪৯. প্রাগুক্ত
১৫০. প্রাগুক্ত
১৫১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.৫ পিটিশন কমিটি ঃ

দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি পিটিশন কমিটি গঠিত হয়। দশ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন সরকারী এবং ৪ জন বিরোধী দলীয় সদস্য। এ কমিটি মোট ১০ টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ১ টি প্রতিবেদন পাওয়া যায়।[১৫২]

৫.৪.৬ লাইব্রেরী কমিটি ঃ

ডেপুটি স্পীকার এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আব্দুল হামিদকে সভাপতি করে দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি লাইব্রেরী কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে ৫ জন সরকার দলীয় এবং ৪ জন বিরোধী দলীয় সদস্যদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[১৫৩]

৫.৪.৭ অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিতে ৬ জন সরকারী এবং ৪ জন বিরোধী দলীয় সদস্যদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কমিটির মোট ২৫ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তবে কোন প্রতিবেদন আসেনি। কমিটির সভাপতি হন ডঃ মিজানুল হক।[১৫৪]

৫.৪.৮ সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি ঃ

ছয় জন এবং ৪ জন বিরোধী দলীয় সদস্যের সমন্বয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি গঠিত হয়। হুইপ রকিবুল ইসলাম এ কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। এ কমিটি মোট ২৬ টি বৈঠকে মিলিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন উক্ত কমিটি হতে আসেনি।[১৫৫]

---

১৫২. প্রাগুক্ত
১৫৩. প্রাগুক্ত
১৫৪. প্রাগুক্ত
১৫৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.৯ বিশেষ কমিটি ঃ

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন কালে কার্য-প্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে সংসদে উত্থাপিত বিল সমূহ পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি ছিলেন এ্যাডভোকেট মোঃ রহমত আলী। কমিটির ৩৬ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং কমিটি ২৫ টি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করে। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুলাই তারিখের বৈঠকে এ মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন যে, সংসদের উত্থাপিত সব সরকারী বিল সংসদের বিবেচনার আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হবে। কিন্তু তখন পর্যন্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গুলোর সভাপতি পদে মন্ত্রী নন এমন কোনো সংসদ সদস্যকে নিয়োগ করার জন্য কার্য-প্রণালী বিধির সংশোধিত হতে পারে নি। সংশোধিত কার্য-প্রণালী বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি সমূহ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে সংসদে উত্থাপিত সব সরকারী বিল পরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ঐ বৈঠকে সংসদ নেতার প্রস্তাব ক্রমে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। দেড় বছরের কিছু অধিককাল কার্যরত এ বিশেষ কমিটি ২৫ টি রিপোর্ট পেশ করেন।

৫.৪.১০ সপ্তম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার বিরোধী দল ঃ

সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারের নীতি সমূহকে নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কমিটি ব্যবস্থা যথেষ্ঠ গুরুত্ব বহন করে থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদীয় কমিটিকে সরকারের দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার একটি কার্যকরী মাধ্যম হিসবে ধরে নেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদের স্থায়ী কমিটি সমূহের মধ্যে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এবং অর্থ সংক্রান্ত কমিটি সমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সমূহের ক্ষেত্রে পরিবর্তণ আনা হয়। স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ৮ মে সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় মন্ত্রীর পরিবর্তে কোন সাংসদকে চেয়ারম্যান করার বিধি সম্বলিত নতুন বিধান করার সিদ্ধান্ত নেয়। সভায় আওয়ামীলীগ সদস্য আ.খ.ম. জাহাঙ্গীর হোসেনের প্রস্তাবক্রমে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধির পরিবর্তে নতুন বিধি সংযোজন করে কার্য প্রণালী বিধি সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ প্রস্তবে বলা হয় মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ জন থাকবে। সভাপতি ও সদস্যগণ সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। তবে কোন মন্ত্রী কমিটির সভাপতি হবেন না। সভাপতি নির্বাচিত হবার পর কেউ মন্ত্রী হলে মন্ত্রী নিযুক্ত হবার সাথে সাথে সভাপতির পদ হারাবেন। সংসদ সদস্য হয়ে থাকলে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী কমিটির সদস্য হবেন। সংসদ সদস্য না হলেও তারা কমিটির সদস্য হতে পারবেন। কিন্তু ভোট দিতে পারবেন না। সাংসদ হলে কমিটিতে তার ভোটাধিকার থাকবে অন্যথায় নয়।

বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় এ সংস্কার নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কেননা এর ফলে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সমূহের উপর মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং ব্যাকবেঞ্চ সাংসদদের কাজ করবার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সমূহে কোন মন্ত্রী সাধারনত সভাপতিত্ব করেন না।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ ঃ

সরকার সংবিধান ও আইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখা পার্লামেন্টের একটি প্রধান কাজ। পার্লামেন্টের সমর্থন নিয়ে গঠিত সরকারকে পার্লামেন্ট বিভিন্ন উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে। সরকারের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ কতটুকু হবে তা অনেকটা নির্ভর করে দলীয় অবস্থান নির্বিশেষে সংসদ সদস্যরা কত দক্ষতাও যোগ্যতার সাথে সংসদে, কমিটিতে আলোচনা, বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার উপর। সকল সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই সংসদকে সরকারি সকল মৌলিক নীতি ও প্রস্তাবনা চ্যালেঞ্জ করার, সরকারি অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব অনুমোদন এবং প্রয়োজনে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ রয়েছে।

৫.৫.১ প্রশ্নোত্তর পর্ব ঃ

সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় পার্লামেন্টের প্রশ্নোত্তর পর্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সরকারি তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৫.৫.১ সপ্তম জাতীয় সংসদে প্রশ্নভোর পর্বের খতিয়ান

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন			তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্ন	
সংসদ অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত প্রশ্নের সংখ্যা	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত
প্রথম অধিবেশন	১৮৪৪	৭৫৭	৯৭২	৫৫৩
দ্বিতীয় অধিবেশন	২০৬৯	৩০৩	৬৮৫	১৩০
তৃতীয় অধিবেশন	১৮১৪	৭৫৬	৬৪৭	-
চতুর্থ অধিবেশন	১৩১০	২১৩	২৬৬	৭৬
পঞ্চম অধিবেশন	২১৩২	৮০৯	৫৩০	২৯৩
ষষ্ঠ অধিবেশন	১১৮২	১৮৯	৩৭৯	৪৬
সপ্তম অধিবেশন	১২৬৯	৩০৪	৩৪৬	১২০
অষ্টম অধিবেশন	২৩২৪	১০৭৮	৪৯৪	২২৪
নবম অধিবেশন	২২১৮	৭১৪	৩০৪	১৪০
দশম অধিবেশন	১৪৮৮	৫৬	২১৮	৫
একাদশ অধিবেশন	১৭০৭	৫০৬	৩৯১	১৩৭
দ্বাদশ অধিবেশন	২১৬৭	৭৯৩	২৩১	৯৯
ত্রয়োদশ অধিবেশন	২১১০	৫৮০	৩৫২	১০১
চতুর্থদশ অধিবেশন	-	১৬৫	১৩৫	১৯
পঞ্চদশ অধিবেশন	১০১৪	১৪৭	৫১	১০
ষষ্ঠদশ অধিবেশন	১১৮৩	৩৬৮	৪০	২৯
সপ্তদশ অধিবেশন	৭৪৪	১৯২	৪৮	২০
অষ্টদশ অধিবেশন	১০৯৭	৪৪৯	১০৮	৪৪
ঊনবিংশ অধিবেশন	৬৩৬	১৩৮	১৩৬	৩৩
বিংশ অধিবেশন	৬৭০	২১৫	১৪২	৫৮
একবিংশ অধিবেশন	৭৬৪	-	১৬৫	৩৫
বাইশতম অধিবেশন	৪৫৬	৪৯	১৬৪	৪৯

উৎসঃ সংসদের কার্যনির্বাহের সারাংশ (১-২৩ খন্ড)

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.২ প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব ঃ

প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে সরাসরি প্রশ্ন করা এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদান বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থার একটি নতুন সংযোজন। যুক্তরাজ্য, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন উথাপনের মাধ্যমে সরকারের উপর সংসদীয় প্রভাব চর্চার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। বাংলাদেশে সপ্তম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশন হতে প্রধান মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের শুভ সূচনা ঘটে। বৃটিশ পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের গুরুত্ব উল্লেখ পূর্বক বলা হয়-

> "*.....has become the focal point of the British Parliamentary system the jewel in the crown of political activitiy at westminister*"[১৫৬]

সপ্তম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশন হতে প্রতি মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরের জন্য সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। সপ্তাহের উক্ত নির্দিষ্ট দিনে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন।

---

১৫৬. Ahmed, Nizam; "*The Parliament of Bangladesh*" Page-109

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৫.৫.২ সপ্তম জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের খতিয়ান

সংসদ অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত প্রশ্নের সংখ্যা	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত
প্রথম অধিবেশন	১৮৯	১৫	১৫	৫
চতুর্থ অধিবেশন	-	-	-	-
পঞ্চম অধিবেশন	১২৫	২০	১৬	৮
ষষ্ঠ অধিবেশন	৪৫	৫	৫	২
সপ্তম অধিবেশন	৬২	৫	৩	২
অষ্টম অধিবেশন	৩১১	৫৩	৫১	৯
নবম অধিবেশন	১৮২	১২	১২	৬
দশম অধিবেশন	১১৫	৬	৪	৩
একাদশ অধিবেশন	১০৩	১৮	১৭	৬
দ্বাদশ অধিবেশন	১৬৫	৩৪	৩৩	১২
ত্রয়োদশ অধিবেশন	-	-	২৪	৮
চতুর্থদশ অধিবেশন	৮৭	১২	১২	১২
পঞ্চদশ অধিবেশন	৯৪	১২	১২	১২
ষষ্ঠদশ অধিবেশন	১৯২	১২	১২	১২
সপ্তদশ অধিবেশন	৬৯	৬	৬	৬
অষ্টদশ অধিবেশন	৯০	২৯	২৯	২৯
ঊনবিংশ অধিবেশন	৭৮	-	-	-
বিংশ অধিবেশন	৬৩	১২	১২	১২
একবিংশ অধিবেশন	৭৬	১৮	১৮	১৮
বাইশতম অধিবেশন	৯২	৩০	৩০	৩০

উৎসঃ সংসদের কার্যনির্বাহের সারাংশ (১-২২ খন্ড)

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি উত্থাপিত অধিকাংশ প্রশ্নই ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে, ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বন্টন, বৈদেশিক বিনিয়োগ, ঘূনিঝড়, আশ্রয় কেন্দ্র, স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ণ, বৈদেশিক বিনিয়োগ, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ, শিক্ষানীতি, আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা প্রভৃতি জাতীয় গুরূত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

৫.৫.৩ জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ (বিধি-৭১)

জরূরী জনগরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ সংসদীয় নিয়ন্ত্রণের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। এর মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণ বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৫.৫ সপ্তম জাতীয় সংসদের জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের মনযোগ আকর্ষণকারী প্রস্তাবের খতিয়ান।

সংসদ অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	গৃহীত নোটিশের সংখ্যা	মন্ত্রীগণ কর্তৃক বিবৃতি প্রদান	বিরোধীদলের অবস্থান	তামাদি নোটিশের সংখ্যা
প্রথম অধিবেশন	-	৭৮	৪১	৩০	৩৭
দ্বিতীয় অধিবেশন	৬৩৭	২৪	১৮	৭	৮
তৃতীয় অধিবেশন	১৮৫০	৮৪	৪৮	৩০	৩৮
চতুর্থ অধিবেশন	৪২৫	১৫	৯	৭	৪১
পঞ্চম অধিবেশন	১০১০৮	৩৯	২৫	১৪	১৪
ষষ্ঠ অধিবেশন	৩৬০	১২	৪	২	৮
সপ্তম অধিবেশন	৩০৪	১৮	১২	-	৬
অষ্টম অধিবেশন	১৯৬৭	৯৬	৪২	২৮	৫৪
দশম অধিবেশন	১৪৩	-	-	-	-
একাদশ অধিবেশন	৭৫৫	২৭	১৭	১৩	১০
দ্বাদশ অধিবেশন	১০৬০	৪৯	২৫	২০	২৪
ত্রয়োদশ অধিবেশন	১১০৬	২৫	২৪	১২	১১
চতুর্থদশ অধিবেশন	১৮০	১২	৫	-	৭
পঞ্চদশ অধিবেশন	১৯২	১২	৭	-	৫
ষষ্ঠদশ অধিবেশন	৪৩২	৩৯	২২	১	১৭
সপ্তদশ অধিবেশন	২১১	১৮	১১	-	৭
অষ্টদশ অধিবেশন	৬৩৮	৫৫	৩৬	-	-
ঊনবিংশ অধিবেশন	২৫৬	১৮	১১	১	৭
বিংশ অধিবেশন	২৩৫	১৫	৫	১	১০
একবিংশ অধিবেশন	৩৫৪	৩০	১৯	-	১১
বাইশতম অধিবেশন	২৪৬	২৪	১৬	১	৮
তেইশতম অধিবেশন	৫৭৩	৪০	২১	১	১৯

উৎস: সপ্তম সংসদের কার্যবিবরণীর সারাংশ; (১-২২ খন্ড)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধিবেশনে কুষ্টিয়া-২ আসনের বি.এন.পি সংসদীয় দলের সদস্য অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করেন। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে যাত্রী হয়রানি প্রসঙ্গে এবং মানিকগঞ্জ-৩ আসনের নিজামউদ্দিন খান মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতি প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ কারী প্রস্তাব উত্থাপন করে।[১৫৭]

৩য় অধিবেশনে জাতীয় পার্টির নীলফামারী-১ আসনের সদস্য এন.কে আলম বিদ্যুতের লোড শেডিং প্রসঙ্গে। চাঁদপুর-৩ আসনের বি.এন.পি সদস্য জি.এম.ফজলুল হক সড়ক নির্মাণ ও জাতীয় সম্পদ অপচয় রোধ প্রসঙ্গে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[১৫৮]

নেয়াখালী-৪ আসনের বি.এন.পি সদস্য মোঃ শাহজাহান সুষ্ঠ হজ্জনীতি প্রণয়ন ও হজ্জ উপদেষ্টা বোর্ড গঠন সম্পর্কে তার প্রস্তাব পেশ করেন। অষ্টম অধিবেশনে দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ গৃহীত হওয়া। আর্সেনিক সংক্রান্ত বিষয় প্রভৃতি প্রসঙ্গে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।[১৫৯] দ্বাদশ অধিবেশনে নটোর-২ আসনের বি.এন.পি সদস্য রুহুল কুদ্দুস তালুকদার এবং চট্টগ্রাম-১১ আসনের বি.এন.পি সদস্য হাজী শাহজাহান জুয়েল চিনি শিল্প এবং চট্টগ্রামকে একটি বানিজ্যিক রাজধানীতে রূপান্তর প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন।[১৬০]

---

১৫৭. জাতীয় সংসদ কার্য নির্বাহের সারাংশ, প্রথম খন্ড
১৫৮. জাতীয় সংসদ কার্য নির্বাহের সারাংশ, তৃতীয় খন্ড
১৫৯. জাতীয় সংসদ কার্য নির্বাহের সারাংশ, অষ্টম খন্ড
১৬০. জাতীয় সংসদ কার্য নির্বাহের সারাংশ, একাদশ খন্ড

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.৪ জরুরী জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (৬৮):

পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করবার আর একটি উল্লেখযোগ্য বা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

সারণী: ৫.৫.৪ জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্ষিপ্ত আলোচনার খতিয়ান

সংসদ অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	গৃহীত নোটিশের সংখ্যা	বাতিল নোটিশের সংখ্যা	বিরোধীদলের অবস্থান	তামাদি নোটিশের সংখ্যা
প্রথম অধিবেশন	৯৬	৬	৭৬	২ [১টি আলোচিত হয়]	১৪
দ্বিতীয় অধিবেশন	৫৯	৪	৫৫	৩ [৩টি তামাদি হয়]	৩
তৃতীয় অধিবেশন	৮১	৬	৭৫	৩ [৩টি তামাদি হয়]	৫
চতুর্থ অধিবেশন	২৭	২	২৫	২ [উভয়ই বাতিল হয়]	-
পঞ্চম অধিবেশন	৫৫	১	৪২	-	-
ষষ্ঠ অধিবেশন	৪৩	১	৪২	-	-
সপ্তম অধিবেশন	১৩	-	-	-	-
অষ্টম অধিবেশন	৭০	-	-	-	-
নবম অধিবেশন	২৫	-	-	-	-
দশম অধিবেশন	১৯	-	-	-	-
একাদশ অধিবেশন	২৭	-	-	-	-
দ্বাদশ অধিবেশন	১৪	-	-	-	
ত্রয়োদশ অধিবেশন	১১	-	-	-	-
চতুর্থদশ অধিবেশন	৭	-	-	-	-
পঞ্চদশ অধিবেশন	১	-	-	-	-
ষষ্ঠদশ অধিবেশন	-	-	-	-	-
সপ্তদশ অধিবেশন	-	-	-	-	-
অষ্টদশ অধিবেশন	-	-	-	-	-
ঊনবিংশ অধিবেশন	২	-	-	-	-
বিংশ অধিবেশন	৩	১	২	২	-
একবিংশ অধিবেশন	৫	-	-	-	-
বাইশতম অধিবেশন	-	-	-	-	-
তেইশতম অধিবেশন	-	-	-	-	-

উৎস: সপ্তম সংসদের কার্যনির্বাহের সারাশ; (১-২২ খন্ড)

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম সংসদের ৭ম হতে ১৪তম অধিবেশন পর্যন্ত ১৬, ১৭ ও ১৮তম অধবেশনে কার্যপ্রণালী বিধির (৬৮) বিধি অনুসারে কোন নোটিশ গৃহীত হয় নি। জয়পুরহাট-২ আসনের বি.এন.পি সদস্য আব্দুল আলীম সারা দেশে আইন শৃংখলা সম্পর্কিত বিষয়ে নেটিশ প্রদান করেন। ঝিনাইদাহ-২ আসনের বি.এন.পি সদস্য মশিউর রহমান "সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিগত সচিব, সহকারী ও অন্যান্য সুযোগ প্রদানের নেটিশ প্রদান করেন।"[১৬১] পিরোজপুর-৩ আসনের জাতীয় পার্টির সদস্য রূস্তম আল ফরায়েজী "সারা দেশে খাবার পানিতে আর্সেনিক" সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়ে তার নোটিশ উত্থাপন করেন।[১৬২]

৫.৫.৫ প্রস্তাব সাধারণ (কার্যপ্রণালী বিধি ১৪৭)

সপ্তম জাতীয় সংসদ কার্য-প্রণালী-বিধি অনুসারে ১২১ টি প্রস্তাবের (সাধারণ) নোটিশ আসে। তন্মধ্যে স্পীকার কর্তৃক ৬৫ টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাব সমূহের মধ্যে বিরোধী দলের ছিল ২০টি প্রস্তাব বাকী ৪৫টি প্রস্তাব ছিল সরকারী দলীয় সদস্যদের।

৫.৫.৬ সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (কার্য প্রণালী বিধি ১৩০-১৪৪)

বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদের মোট ২৩ টি অধিবেশনে বেসরকারী সদস্যদের ১৭২ টি প্রস্তাব সংসদে উত্থাপিত হয় তন্মধ্যে ৭৬ টি প্রস্তাব আলোচিত হয়। তবে কোন প্রস্তাবই সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় নি। অধিকাংশ প্রস্তাবই সংশ্লিষ্ট সদস্য কর্তৃক প্রত্যাহার হয়েচে কিংবা নাকচ হয়েছে।

---

১৬১. জাতীয় সংসদ কার্য নির্বাহের সারাংশ, অষ্টম খন্ড
১৬২. জাতীয় সংসদ কার্য নির্বাহের সারাংশ, দ্বাদশ খন্ড

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : ৫.৫.৬ সপ্তম সংসদে বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের খতিয়ান

সংসদ অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	গৃহীত নোটিশের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত	সংসদে আলোচিত	বিরোধী দলের অবস্থান
প্রথম অধিবেশন	২০৪৯	১০৪৭	১৪	৭	
দ্বিতীয় অধিবেশন	২৯৬৬	১৫৭৫	-	-	
তৃতীয় অধিবেশন	৩৭৫৬	১৯৩১	২৪	৩৪০	১ [সংসদ কর্তৃক নাকচ]
চতুর্থ অধিবেশন	২৮০৩	৯৯৫	৫	৪	৩
পঞ্চম অধিবেশন	৪৮২৮	২২২৯	১৫	৫	৪
ষষ্ঠ অধিবেশন	২৩৩১	৭১৪	৩	১	-
সপ্তম অধিবেশন	২৩৬৩	১০৮১	২	২	২ [১টি প্রত্যাহৃত ও ১টি নাকচ]
অষ্টম অধিবেশন	৩০৪২	১৫০৯	২৬	১০	১ [প্রত্যাহৃত হয়]
নবম অধিবেশন	৫৩১০	১৬৫৫	৫	৩	১ [নাকচ করা যায়]
দশম অধিবেশন	২৬৮২	১১৩২	-	-	-
একাদশ অধিবেশন	৩৫১৭	১৫৪৮	১০	৫	২ [কণ্ঠ ভোটে নাকচ হয়ে যায়]
দ্বাদশ অধিবেশন	৪৫৮৩	২৩৭২	১২	২	-
ত্রয়োদশ অধিবেশন	৩১৪৫	২৩১৬	৮	৬	২ [নাকচ করা যায়]
চতুর্থদশ অধিবেশন	২৫৮৭	১৫৩১	৫	০ [তামাদি ২য়]	-
পঞ্চদশ অধিবেশন	১৭৫৪	৯৮৪	৫	১	-

উৎসঃ ১ম থেকে ১৫ খন্ড জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.৭ সাধারণ আলোচনাঃ

১৯৯৬-২০০১ সংসদে কতিপয় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলোচনার বিষয়সমূহ-

সংসদের ২য় অধিবেশনে-"আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা হয়", মোট ১১ জন সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন তন্মধ্যে বিরোধী দলের ছিলেন ৪ জন সদস্য। বিরোধী দলের উপস্থিতির হার ৩৬.৩৬%[১৬৩]।

সংসদের ৩য় অধিবেশনে গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তির উপর সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২৯ জন সংসদ সদস্য এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তন্মধ্যে ১৩ জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য।[১৬৪] মোট ৬ ঘন্টা ৩৬ মিনিট আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতির হার ৪৪.৮২%।

সংসদের ৪র্থ অধিবেশনে "ট্রানজিট ও উপ- আঞ্চলিক" সহযোগীতা বিষয়ে সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২ ঘন্টা ২৬ মিনিট এ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সংসদের ১০ম অধিবেশনে বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩৬ জন সংসদ এতে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে ২০ জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য।[১৬৫] বিরোধী দলীয় সদস্যদের উপস্থিতির হার ৫৫.৫৫%।

---

১৬৩. জাতীয় সংসদ বুলেটিন, সংখ্যা ২, (৪ঠা নভেম্বর ১৯৯৬)
১৬৪. জাতীয় সংসদ বুলেটিন, সংখ্যা ৩, (১৩ই মার্চ ১৯৯৭)
১৬৫. জাতীয় সংসদ বুলেটিন, সংখ্যা ১০

Dhaka University Institutional Repository

সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি শিল্পনীতি ও বেসরকারী নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৭ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন তন্মধ্যে ৩ জন হচ্ছেন বিরোধী দলীয় সদস্য।[১৬৬] বিরোধী দলের উপস্থিতির হার ৪২.৮৫%।

৫.৫.৮ অনির্ধারিত আলোচনাঃ

সপ্তম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে অনির্ধারিত আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। সংসদের ৪র্থ অধিবেশনে ফরিদপুর-২ আসনের বি.এন.পি সদস্যর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এক অনির্ধারিত আলোচনা সূত্রপাত হয় ১০ মে ৯৭ তারিখে ১১ মে ৯৭ তারিখেও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনায় মোট ১৭ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন তন্মেধ্যে ৮ জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য।[১৬৭]

সংসদের ৫ম অধিবেশনে (১০ জুন, ৯৭), ফরিদপুর-২ আসনের সদস্য কে, এম ওয়ায়দুর রহমান "New Nation" পত্রিকার বরাত দিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় দুটি ভারতীয় গোয়েন্দা অফিস খোলা প্রসঙ্গে বিরোধিতার প্রশ্ন উত্থাপন করে বক্তব্য রাখলে অনির্ধারিত আলোচনার সূত্রপাত হয়। এ আলোচনায় ৭ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন তন্মেধ্যে ৪ জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য।[১৬৮]

---

১৬৬. জাতীয় সংসদ বুলেটিন, সংখ্যা ১১

১৬৭. জাতীয় সংসদ বুলেটিন, সংখ্যা ৪, (১০ ই মে ১৯৯৭ থেকে ১৫ই মে ১৯৯৭)

১৬৮. জাতীয় সংসদ বুলেটিন, সংখ্যা ৫, (১০ই জুন ১৯৯৭)

Dhaka University Institutional Repository

সংসদের ৮ম অধিবেশনে (১২ এপ্রিল ১৯৯৮) বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে সংবিধান ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী বলে বক্তব্য উত্থাপন করলে অনির্ধারিত আলোচনার সূত্রপাত হয়। মোট ৮ জন সদস্য এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তন্মধ্যে ৩ জন ছিলেন বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ।

সংসদের দশম অধিবেশনে বিরাজমান বনস পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩৬ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন তন্মধ্যে ২৩ জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য।[১৬৯]

৫.৫.৯ ওয়াক আউট ও সংসদ বয়কট ঃ

বিরোধী দল কর্তৃক ঘন ঘন সংসদ বর্জন বা ওয়াকআউট এবং সংসদ বয়কট বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ন্যায় সপ্তম সংসদেও বিরোধীদল কর্তৃক বহুবার ওয়াকআউট ও সংসদ বয়কটের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

---

১৬৯. জাতীয় সংসদ বুলেটিন, সংখ্যা ৮, (১২ই এপ্রিল ১৯৯৮)

Dhaka University Institutional Repository

সারণী: ৫.৫.৯ সপ্তম সংসদে ওয়াক আউটের পরিসংখ্যান

সংসদ অধিবেশন	ওয়াক আউটের সংখ্যা	প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক ওয়াক আউট	কারণ
প্রথম অধিবেশন	৬	৪	অধিকাংশ ওয়াক আউট সংগঠিত হয় সংসদে আলোচনা বা বক্তব্য প্রদানে সুযোগ না দেওয়ায়
দ্বিতীয় অধিবেশন	১	১	
চতুর্থ অধিবেশন	১	১	বক্তব্য প্রদানের সুযোগ না দেওয়ায়
পঞ্চম অধিবেশন	৪	৩	-
ষষ্ঠ অধিবেশন	১	১	-
সপ্তম অধিবেশন	২	১	-
অষ্টম অধিবেশন	১৫	১১	রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল। ৯৮; খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার (সংশোধন) বিল ৯৮ বিলসমূহের উপর বক্তব্য প্রদানের সুযোগ না পাওয়ায় ওয়াক আউট করেন।
নবম অধিবেশন	৩	২	
দশম অধিবেশন	-	-	
একাদশ অধিবেশন	৩	৩ [প্রধান বিরোধী দলের সাথে জামায়েত ই-ইসলামী যৌথ ভাবে ওয়াক আউট করে।]	সংসদে বক্তব্য প্রদানে বাধা এবং "বন্যা উত্তর পূর্ণবাসন সংক্রান্ত বিল উত্থাপনে বিরোধীতা করে।"
দ্বাদশ অধিবেশন	৭	৬	বক্তব্য প্রদানে সুযোগ না দেওয়ায় এবং স্পীকার রুলিং এর বিরোধীতা করে।
ত্রয়োদশ অধিবেশন	৮	৬	এ অধিবেশনে অধিকাংশ ওয়াক আউটের ঘটনা ঘটে ফ্লোর সংক্রান্ত বিষয়ে।

উৎসঃ সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম হতে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত বুলেটিন সমূহ হতে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল সহ অন্যান্য দল মোট ৫১ বার ওয়াক আউট করে এবং এর মধ্যে প্রধান বিরোধী দল ৩৯ বার ওয়াক আউট করেন।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের ন্যায় সপ্তম জাতীয় সংসদ তার কার্যকালের এক সুদীর্ঘ সময় বিরোধী দল বিহীন ভাবে পরিবালিত হয়। বিরোধী দলের প্রথম সংসদ বয়কটের ঘটনা ঘটে সপ্তম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনে। বিরোধী দল তাদের ১৪ দফা দাবী পূরণ না পর্যন্ত এ সময় সংসদ বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে প্রধান বিরোধী দল বি.এন. পি'র মধ্যে এ সংসদ বয়কটকে কেন্দ্র করে বিভক্তির সৃষ্টি হয়। বি.এন পি'র উদারপন্থী গ্রুপটি সংসদ বয়কটের বিপক্ষে অবস্থান করে। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত নবীন এবং উগ্রপন্থী গ্রুপটি সংসদ বর্জনকে লাগাতার বা স্থয়ী সংসদ বর্জনের পক্ষে রায় দেয়। সরকারী এবং বিরোধীদলের মাঝে সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে যখন বি.এন.পি'র দুজন নির্বাচিত সংসদ সদস্য আওয়ামীলীগের ঐক্যমতের সরকারে যোগদান করে। প্রধান বিরোধী দল এবং সরকারের মাঝে সম্পর্কের উন্নয়ন এবং বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তৎকালীন স্পীকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। অবশেষে স্পীকারের মধ্যস্থতায় সরকারী দল এবং বিরোধী দলের মাঝে ২ মার্চ ১৯৯৮ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুসারে স্থায়ী কমিটি সমূহে বি.এন.পি সদস্যদের অবস্থান, কমিটি ব্যবস্থার সংস্কার, বি.এন পি'র সংসদ সদস্যদের বিরূদ্ধে আনীত সকল প্রকার মামলার নিস্পত্তি এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সংসদ অধিবেশনের নিরপেক্ষ সম্প্রচার প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংসদের অষ্টম অধিবেশন হতে বি.এন.পি পুণরায় যোগ দান করে। সরকার এবং বিরোধী দলের মাঝে পুণরায় সম্পর্কের অবনতি ঘটে ভারতকে ট্রানজিট দেবার প্রশ্নে। এবং এ প্রেক্ষিতে বি.এন.পি, এরশাদ সমর্থিত জাতীয় পার্টি, জামাতে-ই -ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট সম্মিলিত ভাবে সংসদের চর্তূদশ অধিবেশন বর্জন করে এবং তা লাগাতার সংসদ বয়কটের রূপ নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম জাতীয় সংসদের সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক হচ্ছে এ সংসদ পূর্ণ পাঁচ বছর অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে- যা পূর্বের কোন সংসদের ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়নি। তা সত্ত্বেও, সপ্তম জাতীয় সংসদকে একটি সফল এবং কার্যকর সংসদ বলা চলে না। কেননা সংসদের চতুর্দশ অধিবেশন হতে বিরোধীদল সমূহ সংসদ অধিবেশনে আর অংশ গ্রহণ করেননি। বিরোধী দল বিহীন সংসদ কখনোই একটি কার্যকর সংসদ হতে পারে না। কেননা বিরোধী দলই সংসদকে প্রাণবন্ত এবং সচল রাখে।

আলোচ্য অধ্যায়ে প্রদত্ত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকার নোটিশ প্রদানের হার যা ছিল বিরোধী দলের অনুপস্থিতির কারনে তার হার প্রায় অর্ধেকে এসে পৌছে। পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত সংসদে প্রতি অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরের জন্য গড়ে নোটিশ পড়েছে যেখানে ১৮১৮ টি সেখানে বিরোধী দল বিহীন চতুর্দশ অধিবেশন হতে এ হার দাড়ায় গড়ে ৮২০.৫ টি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের অবস্থান রাজপথ নয়, হওয়া উচিত সংসদ। আর বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনতে সরকারের যেমন সদিচ্ছার প্রয়োজন রয়েছে তেমনি বিরোধী দলকেও সংসদে উপস্থিতিকে তাদের নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় : তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিত করণ

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণ

৬.১

ভূমিকাঃ আলোচ্য গবেষণটিতে গবেষণার উদ্দেশ্যবলী পূরণে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ভিত্তিক পূর্ব পরীক্ষিত প্রশ্নমালার আলোকে সাধারণ জনগনের মতামত জরীপের মাধ্যমে গবেষণার লক্ষ্যে তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। তাছাড়া গবেষণাটিকে সময়পযোগী ও বাস্তবমুখী করতে গুনগত ও পরিমান গত উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ নিম্নে আলোচিত হলোঃ

জনসাধারনের মতমত জরীপ

৬.১.১ মতামত প্রদান কারীদের সম্পর্কে সাধারণ তথ্যাবলীঃ-

জনসাধারণের মতামত জরীপের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ৬টি বিভগীয় জেলা শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে স্তরীভূত দৈবচায়িত ভাবে বিভিন্ন স্তরের ২৫০ জন উত্তর দাতা থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তর দাতাদের মধ্যে লিঙ্গ, অর্থনৈতিক শ্রেনী,পেশা শ্রেনীর মধ্যে যথা সম্ভব সমতা রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীর জনগোষ্ঠীর সমষ্টিক মতামত প্রতিফলিত হয়।

রেখাচিত্র: ৬.১ মতামত প্রদান কারীদের হার

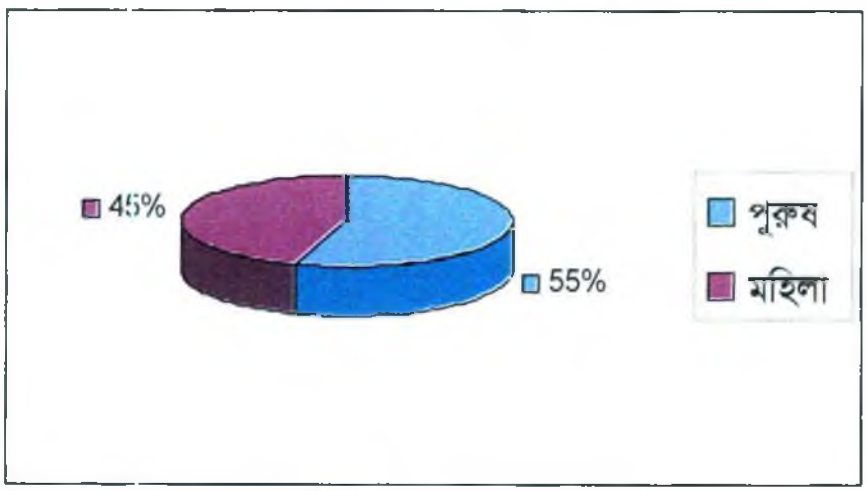

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র অনুযায়ী মতামত প্রদানকরীদের মধ্যে পুরুষের হার ছিল ৫৫% অপরদিকে মহিলাদের হার ছিল ৪৫%। অর্থাৎ এই শতকরা হারে সমাজে নারী পুরুষ উভয় শ্রেনীর মতামতের সম্মিলিত রূপ পাওয়া যায়।

৬.১.২ মতামত প্রদান করীদের বয়সীমাঃ

আলোচ্য গবেষণায় বিভিন্ন বয়সের উত্তর দাতাদের থেকে মতামত সংগৃহীত হয়েছে। তবে মতামত প্রদানকারীদের বয়স সীমা ছিল ১৫ বা তদূর্ধ্ব সর্বোচ্চ ৮০ বছর বয়স্ক ব্যক্তি হতে মতামত গৃহিত হয়েছে। টেবিলে দেখা যায়।

টেবিল ৬.১.২ মতামত দান কারীদের বয়সসীমা

বয়স শ্রেনী	%	বয়সশ্রেনী	%
১৫-২৪	১২%	৬৫-৭৪	৯%
২৫-৩৪	২৩%	৭৫-তদুর্ধ্ব	৩%
৩৫-৪৪	২৫%	-	
৪৫-৫৪	২০%	-	
৫৫-৬৪	৮%	-	

২৫-৫৪ বছরের মধ্যে অধিকাংশ মতামত দানকারীর বয়স বা ৬৮% সর্বাধিক মতামত গৃহিত হয়। এর মধ্যে ৩৫-৪৪ বছরের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ২৫% মতামত গৃহিত হয়েছে; এর পর পর্যায় ক্রমে ২৫-৩৪ বছরের মধ্যে ২৩%, ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে ২০% এবং সর্বনিম্ন ৭৫ তদর্ধ্ব ৩% মতামত দান কারীদের মতামত গৃহিত হয়।

রেখাচিত্রঃ ৬.১.২ মতামত দান কারীদের বয়স সীমা

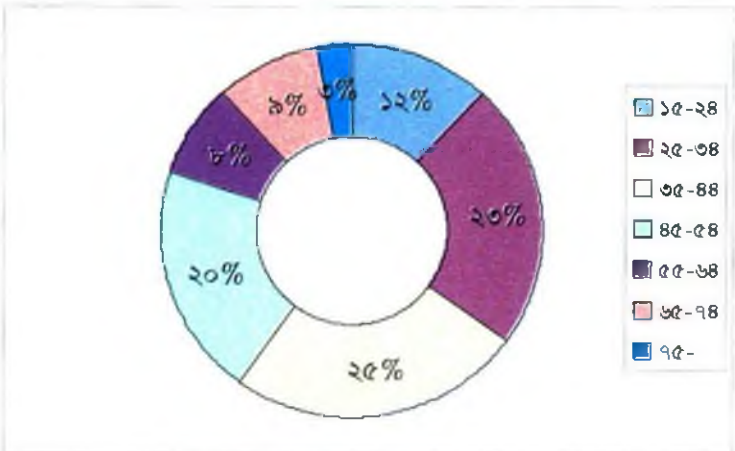

Dhaka University Institutional Repository

৬.১.৩ মতামত প্রদানকারীদের শিক্ষাশ্রেনীঃ

গবেষণার সুবিধার্থে মতামত প্রদানের জন্য সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস. সি, (তবে ৪৫ তদুর্ধ্বে জন্য ৮ম শ্রেণী) নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের মতামত প্রদানকারীর মতামতে কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হলেও বেশীর ক্ষেত্রেই গবেষক তা সমন্বিত করার চেষ্টা করেছেন। উল্লেখ্য যে, গবেষণার বিষয়টি যেহেতু গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠানিকী করনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তাই এ ক্ষেত্রে শিক্ষিত শ্রেনীকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যদিও গণতন্ত্রে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামতের ক্ষেত্রে সমান তাই এই বিষয়টিকে বিবেচনা করে শিক্ষা শ্রেনী নির্ধারণ করা হয়েছে। টেবিলে দেখা যায়-

টেবিল ৫.১.৩ মতামত দানকারীদের শিক্ষাশ্রেণী

শিক্ষাস্তর	%
৮ম শ্রেনী	১০%
এস.এস.সি	১৫%
এইচ.এস.সি	২০%
স্নাতক	৩০%
স্নাতকোত্তর	২০%
তদুর্ধ্ব	৫%

রেখাচিত্রঃ ৬.১.৩ মতামত দানকারীদের শিক্ষাশ্রেনী

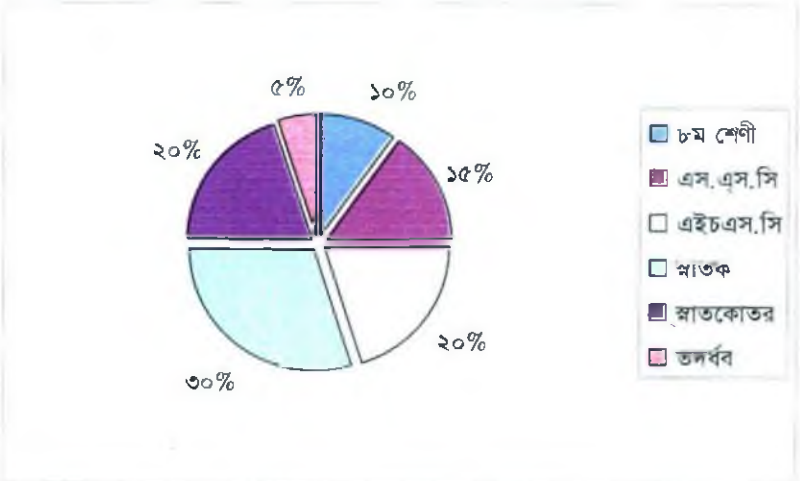

Dhaka University Institutional Repository

সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মতামত প্রদানকারী উত্তর দাতার শিক্ষাস্তর ছিল স্নাতক ৩% এরপরেই সমান সমান অবস্থান করে স্নাতকোত্তর ও এইচ.এস.সি. উল্লেখ্য যে উত্তর দাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরকে ৬টি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে।

৬.১.৪ মতামত দানকারীদের পেশা

পেশার উপর ভিত্তি করে মানুষের প্রদত্ত মতামতের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেননা মানুষ সব সময় যে কোন বিষয় বা সমস্যা সমাধানে নিজের অবস্থান থেকে চিন্তা করেন। আলোচ্য গবেষণায় মতামত প্রদান কারীদের পেশা গত অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সবচেয়ে বেশী মতামত গৃহিত হয়েছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। ২৫% এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সিংহভাগ অর্থাৎ ৬৫% ছিল বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থী,তাছাড়া মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে শিক্ষকতার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন ২০% এভাবে পর্যায় ক্রমে এনজিও কর্মী, দিনমজুর, বেকার, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক পেশার ব্যক্তি বর্গের কাছ হতে যথাসাধ্য মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। যারা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক ভাবে সচেতন এবং নির্বাচনে ভোট দানে অত্যন্ত উৎসাহী ও গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরনের স্বার্থে নিজের মতামত গবেষককে জানাতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন।

রেখাচিত্রঃ ৬.১.৪ মতামত দানকারীদের পেশা

পেশা	%
শিক্ষার্থী	২৫%
ব্যবসায়ী	৫%
ডাক্তার	৩%
ইঞ্জিনিয়ার	২%
শিক্ষক	২০%
গৃহকর্তী	১০%
এনজিও কর্মী	১৫%
দিনমজুর	১০%
বেকার	১০%

Dhaka University Institutional Repository

৬.২ বর্তমান সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত ঃ

বর্তমান সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া অধিকাংশ মতামত দাতার উত্তর প্রায় একই রকমের। এক্ষেত্রে ৮৮% জনসাধারনের মাত্র বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিরাজমান। বাকী ১২% সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারেনি। ৮৮% মতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুধু সাংবিধানিক ভাবেই প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যাপারে সিংহভাগ মতামতদানকারীর মধ্যে কোন দ্বিধা ছিল না। বাকী ১২% জনসাধারনের মতামত অস্পষ্টতা দেখা দিলেও তাদের ধারনা বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি হল একনায়কতান্ত্রিক অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এ ক্ষেত্রে সংসদ ও বিরোধী দল হল নিষ্প্রান।

৬.২.১ সংসদীয় ব্যবস্থার সফলতা ঃ

আলোচ্য গবেষণায় বাংলাদেশে বর্তমানে যে সংসদীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তা কতটুকু সফলতা অর্জন করেছে-এ বিষয়ে অধিকাংশ মতামত দাতার উত্তর প্রায় একই রকমের। টেবিল ও রেখচিত্র দেখা যায় যে ৪৮% জনসাধারন মনে করেন বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র এখনো পুরোপুরি কার্যকরী হয়নি অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়েই অবস্থান করছে। ৩০% মতামত দাতা মনে করেন ভবিষ্যতে সফলতা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া ১৬% মতামত দাতা সফলতা অর্জনের প্রশ্নে বলেন-এখনো এ ব্যবস্থা মোটামুটি পর্যায়ে রয়েছে এক্ষেত্রে প্রয়োজন সমঝোতা। আর বাকী ৬% মনে করে এ ব্যবস্থা কখনোই কার্যকরী হবে না।

টেবিল ৬.২.১ সংসদীয় ব্যবস্থার সফলতা প্রশ্নে জনসাধারনের মতামত

মতামত	%
এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে	৪৮%
ভবিষ্যতে সফলতা অর্জনের সম্ভাবনা	৩০%
মোটামুটি পর্যায়ে রয়েছে	১৬%
কখনোই কার্যকরী হবে না	৬%

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৬.২১: সংসদীয় ব্যবস্থার সফলতা প্রশ্নে জনসাধারনের মতামত

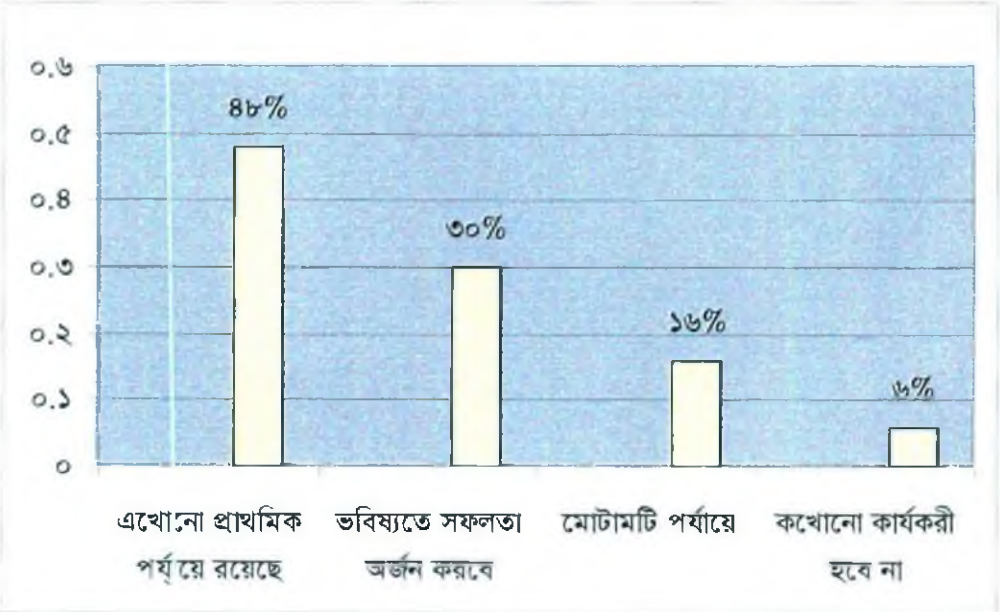

৬.২.২ পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা:-

অধিকাংশ উত্তরদাতার মতামত হলো পঞ্চম জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে [illegible] মাইলফলক। তাদের মতে পঞ্চম জাতীয় সংসদের শুরুতে সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায়। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার পুনঃসূচনা ঘটে। তবে বিরোধী দলের ভূমিকার ক্ষেত্রে অধিকাংশ উত্তরদাতার মতামত প্রায় একই রকমের। এ ক্ষেত্রে জনসাধারনের মতামত হলো পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা ছিল গৌণ যা এখনো প্রান্তিকতাই রয়েগেছে। শুধু বিরোধী দলের ভূমিকাই ক্ষেত্রে অধিকাংশ উত্তরদাতার মতামত প্রায় একই রকমের। এ ক্ষেত্রে জনসাধারনের মতামত হলো- ৫ম ও ৭ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা ছিল গৌণ যা এখনো প্রান্তিকতাই রয়েগেছে। শুধু বিরোধী দলের ভূমিকাই গৌন ছিল না; এক্ষেত্রে সরকারী দলের মধ্যে ও আন্তরিকতা ও সমঝোতার যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে জনসাধারনের মতামত থেকে একটি [Vcn Diagram] উপস্থাপন করা হলো।

রেখাচিত্র : ৬.২.২ পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতিবাচক ভূমিকার কারন

Dhaka University Institutional Repository

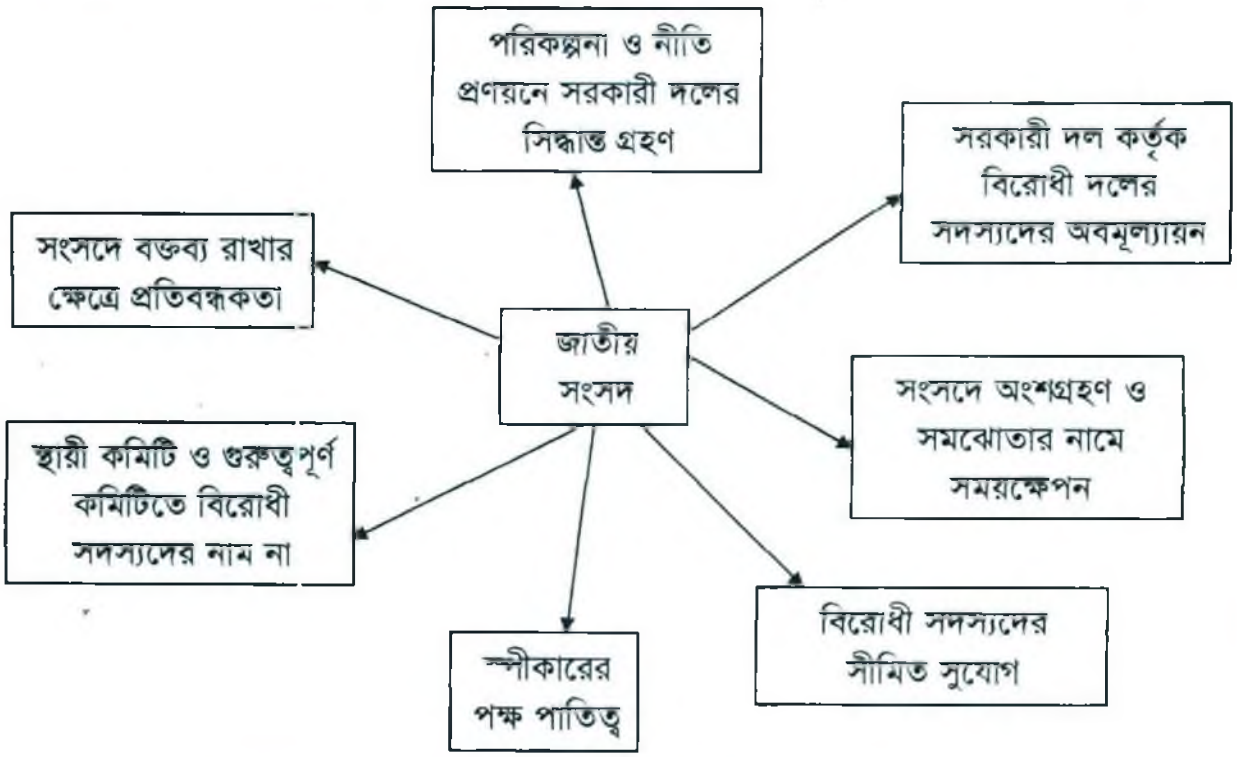

৬.২.৩ পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে বিরোধী দলের সংসদ বর্জন:-

যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই বিরোধীদলের সংসদ বর্জন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারে না। এক্ষেত্রে জনসাধারণের মতামত হলো বিরোধীদলের সংসদ বর্জন বাংলাদেশে একটা রেওয়াজ হিসেবে পরিণত হয়েছে। যা কখনোই জনসাধারণ সমর্থন করে না। এক্ষেত্রে জনসাধারনের মতামতের মধ্যে একটি ভিন্ন দিক নির্দেশ বেরিয়ে এসেছে। তাহলো সংসদ বর্জন ৯০ কার্য দিবস পূর্ণ করলে ঐ সংসদ সদস্যের পদ শূন্য হয়। এই ৯০ কার্য দিবস কমিয়ে ৩০ কার্য দিবস করার অভিমত ব্যক্ত করেছে সাধারন মানুষ। এতে করে সংসদ বর্জন অনেকটা হ্রাস পাবে বলে মনে করা হয়। তাছাড়া বর্জনের পরিবর্তে ওয়াক আউট কে জনসাধারণ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ বলে মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৪ বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনতে সরকারের ভূমিকা:-

বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনতে সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ ব্যাপারে জনসাধারনের মতামতের মধ্যে কোন তারতম্য লক্ষ্য করা যায়নি। এক্ষেত্রে জনসাধারন স্পীকারের দায়িত্বের কথা উচ্চ স্বরে তুলে ধরেন। তাদের মন্তব্য হলো স্পীকার যদিও দল থেকে নির্বাচিত হয় কিন্তু স্পীকার নির্বাচিত হওয়ার পর স্পীকারের উচিত নিরপেক্ষ ভাবে দায়িত্ব পালন করা। কেননা স্পীকার হলো সংসদের অভিভাবক। তাহলে সংসদ যেমন প্রানবন্ত হবে তেমনি সরকারী ও বিরোধীদলের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হবে; তবেই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানিকীকরনের পর্যায়ে উন্নত হবে।

৬.২.৫ বিরোধী দলে অতীত ও বর্তমান দায়িত্বপালন ;

বিরোধী দলের দায়িত্ব হচ্ছে সংসদে জনসাধত্মণের সমস্যাবলী তুলে ধরা এবং সরকারেরর যে কোন স্বেরাচারী নীতির বিরোধীতা করা। এক্ষেত্রে বিরোধী দলের সংসদের অংশগ্রহন ও ভূমিকা যেমন অগণতান্ত্রিক ঠিক তেমনি সরকারী দলের ভূমিকাও অগণতান্ত্রিক এমনিই মন্তব্য করেছেন সিংহভাগ মতদাতা। অতীত এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে আলোচনা কালে দেখাযায় ৫ম জাতীয় সংসদে যে দল বিরোধী দলই আবার সরকার গঠন করে। এ ক্ষেত্রে ৫ম ও ৭ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকার মদ্যে কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় নি।

৬.২.৬ বিরোধী দল কর্তৃক ওয়াক আউট:

বিরোধী দল কর্তৃক ওয়াক আউট কে অধিকাংশ জনসাধঅরণ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এক্ষেত্রে ঘন ঘন বিরোধী দল কর্তৃক ওয়াক আউট সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে আদৌ কাম্য নয়। তবে জনসাধারণের প্রস্তাব হলো সযস্থ পরিবেশই দিতে পারে সুন্দর সংসদ বির্তক।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৭ সংসদে বিরোধী দলের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার উপায়:

আলোচ্য গবেষণায় এ প্রশ্নের জবাবে উত্তর দাতাদের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য পূর্ণ বক্তব্যের সংমিশ্রন লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে ৪০% উত্তরদাতা মনে করেন সংসদে বিরোধী দলের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার প্রয়োজনে বিরোধী মতামতের প্রতি সরকারের শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হওয়া প্রয়োজন। অপর পক্ষে ৩০% উত্তর-দাতা মনে করেন- সংসদের কার্যক্রমে বিরোধী দলকে সুযোগ প্রদান করা উচিত। তবে ২৫% উত্ত দাতা স্পীকারের নিরপেক্ষতার বিষয়ে প্রশ্নতুলেন। তাদের মতে স্পীকারের পদটি অত্যন্ত সম্মানজনক এক্ষেত্রে স্পীকার যে দলেরই হোক তার নিরপেক্ষতা সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে অত্যন্ত সহায়ক।

টেবিল ৬.২.৭: সংসদে বিরোধী দলের অবলম্বন সুদৃঢ় করার উপায়:-

মতামত	%
১। বিরোধী মতামতের প্রতি সরকারের শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হওয়া প্রয়োজন।	৪০%
২। সংসদের কার্যক্রমে বিরোধী দলকে সুযোগ দান	৩৫%
৩। স্পীকারের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করুন	২৫%

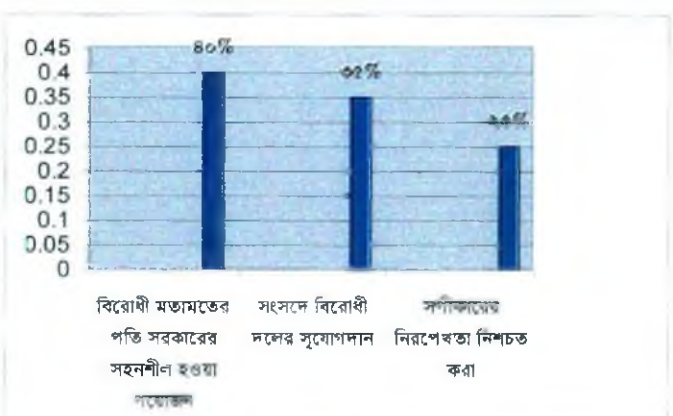

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৮ বিরোধী দলের সদস্যদের বৈষম্যের স্বীকারঃ-

বিরোধী দলীয় একজন সংসদ সদস্য সরকার দলীয় সংসদ সদস্যের তুলনায় বিশেষ কোন বৈষম্যের স্বীকার হয় বলে আপনি মনে করেন? এ প্রসঙ্গে মতামত প্রদান কারীরা নানা বিধ মতামত প্রদান করেছেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক মতামত দাতা অর্থাৎ ৪৫% মনে করেন সংসদে বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে ও সরকারী বরাদ্ধ লাভের ক্ষেত্রে বিরোধী দলীয় সদস্যরা বৈষম্যের স্বীকার হন। তাছাড়া ১৫% মনে করেন ফ্লোর লাভের ক্ষেত্রে,২০% মনে করেন স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে, অপর পক্ষে ২০% মনে করে সরকারী সুযোগ সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে তারা সর্বকার দলীয় সংসদ কর্তৃক বৈষম্যের স্বীকার হন।

টেবিল ঃ- ৬.২.৮ বিরোধী দলের সদস্যদের বৈষম্য

মতামত	%
সংসদে বক্তব্য রাখাও সরকারী বরাদ্দ লাভের ক্ষেত্রে	৪৫%
ফ্লোর লাভের ক্ষেত্রে	১৫%
স্থায়ী কমিটিতে অংশ গ্রহনের ক্ষেত্রে	২০%
সরকারী সুযোগ সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে	২০%

রেখচিত্র ৬.২.৮ বিরোধী দলের সদস্যদের বৈষম্য

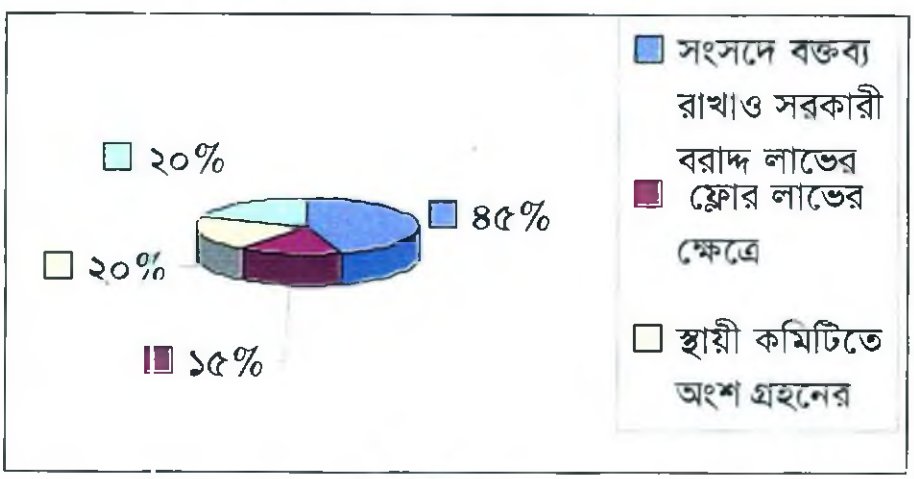

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৯ জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালনে বিরোধী সদস্যদের সমস্যা:-

এ প্রশ্নের উত্তরে সিংহভাগ উত্তর দাতা একবাক্যে থেকে নির্বাচিত হন ঐ এলাকায় সরকার উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকেন। যা গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত নিন্দনীয়। এ সমস্যা দূরকরনের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগনের মতামত হলো সরকারী দলের সহযোগীতা ও স্পীকারের নিরপেক্ষতাই জাতীয় সংসদে বিরোধী সদস্যদের দায়িত্ব পালনকে আরো অর্থবহ করে তুলবে।

৬.২.১০ সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে ঐক্যমত

প্রসঙ্গঃ গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরনের স্বার্থে সরকার ও বিরোধী দলের ঐক্যমত একান্ত অপরিহার্য। প্রশ্নের জবাবে দেখা যায়-অধিকাংশ জনসাধারনই মনে করেন-ঐক্যমত ও সমঝোতা ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন; এর বিকল্প কোন পন্থা নেই। এক্ষেত্রে প্রয়োজন সহনশীল মনোভাব, পরিকল্পনা ও নীতি প্রনয়নে সরকার ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণ। তাছাড়া রাজনৈতিক সহকর্মী কর্তৃক সহযোগিতার মনোভাব পোষন, সাংবিধানিক অঙ্গিকার রক্ষা, জাতীয় স্বার্থ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সকলের ঐক্যমত-তাহলেই সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় : গবেষণা ফলাফল

Dhaka University Institutional Repository

"সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শিরোনামের গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থার আলোকে সম্পাদিত একটি গবেষণা কর্ম। আলোচ্য গবেষণা কার্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সে ফলাফলসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে। তা নিম্নরূপ প্রদত্ত হল-

৭.১ গবেষণা ফলাফল

৭.১.১

আলোচ্য গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্ত হতে প্রতীয়মান হয় যে, যদিও প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থার সাথে এ দেশের জনগণের দীর্ঘ দিনের সম্পৃক্ততা রয়েছে তথাপি, সংসদীয় শাসন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ অবস্থান করছে। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার সংস্কৃতি এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার যে মূল প্রতিপাদ্য "Rules of the game" অর্থাৎ সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা মূলক সম্পর্ক তা এখন পর্যন্ত অর্জিত হয় নি। বাংলাদেশে এ ব্যবস্থার সফলতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মতামত জরীপ হতে দেখা যায় ৪৮% জনসাধারণ মনে করেন বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুরোপুরি কার্যকর হয়নি অর্থ্যাৎ তা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ই রয়েছে। ৩০% মতামত দাতা মনে কারেন ভবিষ্যতে সফলতা অর্জন করার সম্ভাবনা রয়েছে, ১৬% উত্তরদাতা মনে করেন এ ব্যবস্থা এখানো মোটামুটি পর্যায়ে রয়েছে বাকী ৬% উত্তরদাতা বাংলাদেশে এ ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে মোটেও আশাবাদী নন।

৭.১.২

"বিরোধী দলের সুদৃঢ় উপস্থিতি"-সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য। গ্রেট ব্রিটেনের সংসদীয় সংস্কৃতিতে তাই বিরোধী দলকে *"His/Her Majesty's Opposition"* অথবা *"Alternative to government"* বলা হয়ে থাকে। এ দিক হতে বিচার করলে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা এখনো প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে। পঞ্চম এবং সপ্তম উভয় সংসদই এক দীর্ঘ সময় বিরোধী দল বিহীন অবস্থায় ছিল। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৪০০ কার্য দিবসের মধ্যে ১১৮ দিন এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের ৩৮৩ কার্যদিবসের মধ্যে ১৬৫ দিন বিরোধী দল ব্যতীত পরিচালিত হয়েছে। বিরোধী দলের এরূপ প্রবণতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন সংযোজন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বর্তমান অষ্টম সংসদও দীর্ঘদিন বিরোধী দল বিহীন ছিল।

৭.১.৩

বিরোধী দলের অনুপস্থিতি সংসদের সার্বিক কার্যক্রমের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে বলে পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য হতে পরিলক্ষিত হয় বিরোধী দলের অনুপস্থিতি সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্ব হতে শুরু করে প্রায় প্রতিটি সংসদীয় কার্যক্রমকে ব্যাহত করে থাকে। পঞ্চম এবং সপ্তম উভয় সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতির ফলাফল আলোচ্য গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য হতে রেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়।

রেখচিত্র : ৭.১.৩ (ক)

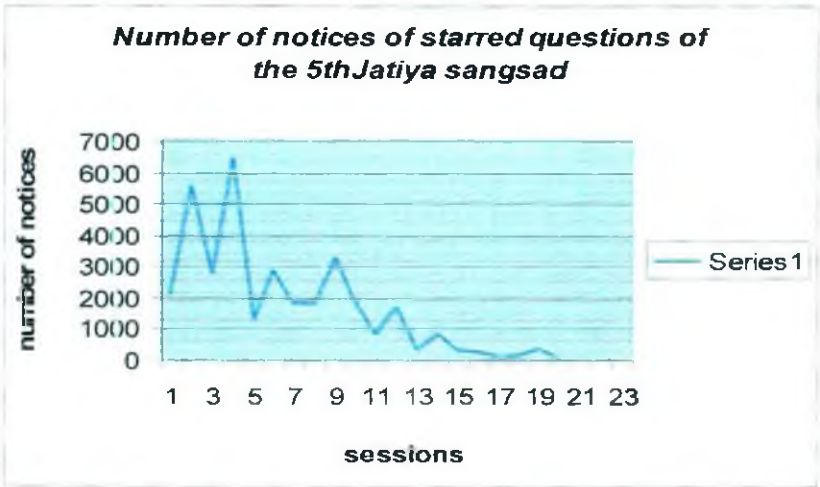

রেখচিত্র: ৭.১.৩ (ক) অনুসারে পঞ্চম সংসদের ১৩ম অধিবেশন হতে তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের নোটিশের হার ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র : ৭.১.৩ (খ)

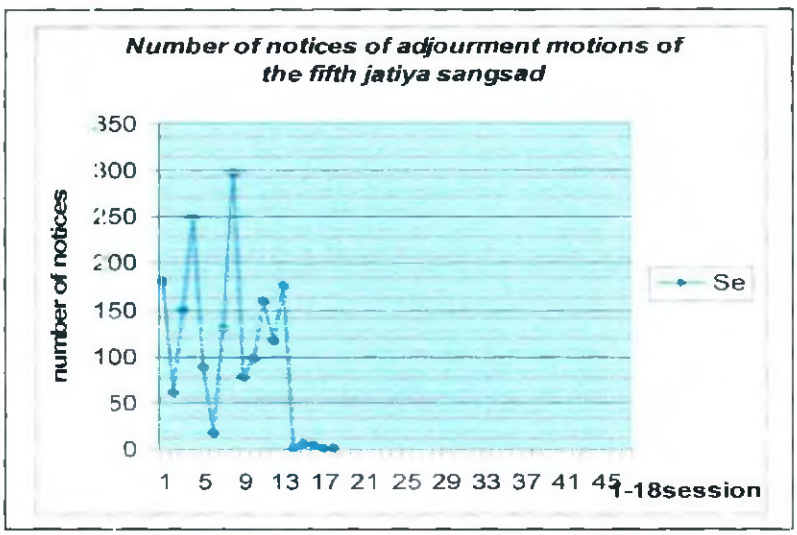

রেখচিত্র: ৭.১.৩ (খ) অনুসারে পঞ্চম সংসদের মুলতবী প্রস্তাবের নোটিশ ১৩তম অধিবেশন পর হতে ক্রমান্বয়ে শূণ্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

রেখচিত্র : ৭.১.৩ (গ)

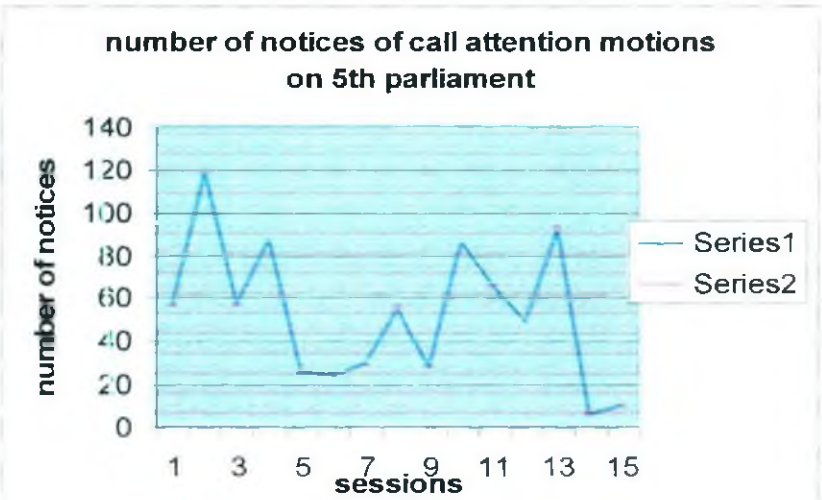

রেখচিত্র: ৭.১.৩ (গ) অনুসারে জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে আলোচনা নোটিশের প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রথম হতে ১৩তম অধিবেশন পর্যন্ত মোটামুটি ধারাবাহিকতা থাকলেও পরবর্তীতে নোটিশের হার ক্রমান্বয়ে কমে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র : ৭.১.৩ (ঘ)

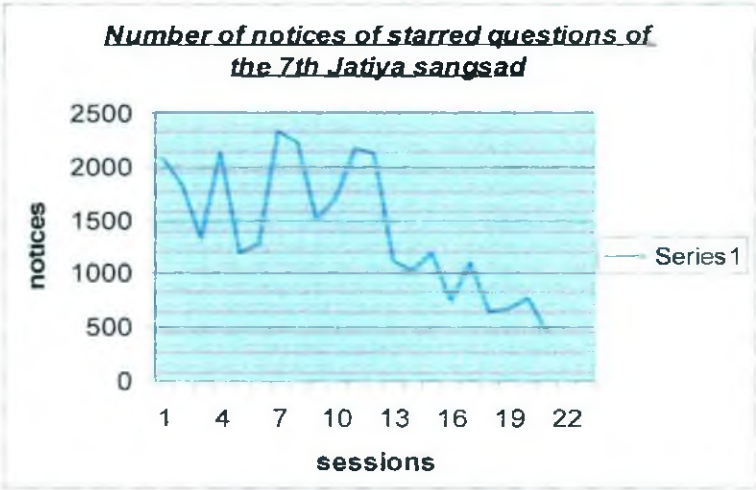

রেখচিত্রঃ ৭.১.৩ (ঘ) অনুসারে সপ্তম জাতীয় সংসদে ১৩তম অধিবেশনের পর হতে অর্থাৎ বিরোধী দলের সংসদ বয়কট কারী সময় হতে তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নোটিশের হার ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

রেখচিত্র : ৭.১.৩ (ঙ)

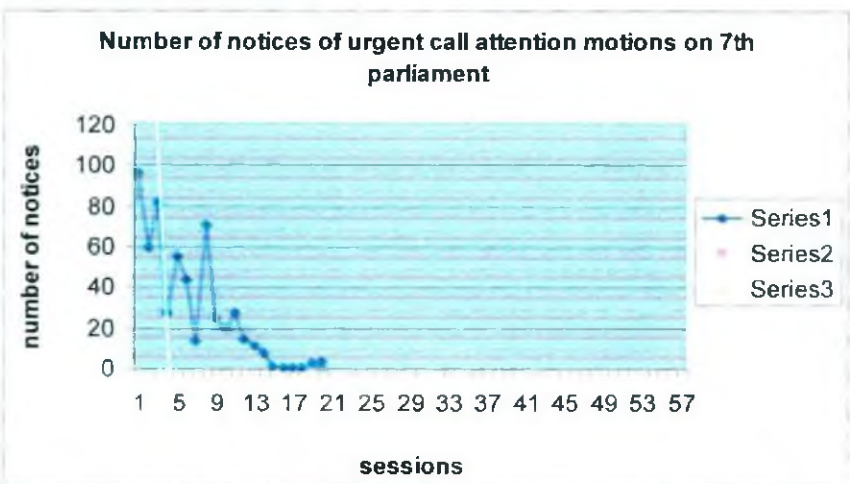

রেখচিত্রঃ ৭.১.৩ (ঙ) অনুসারে সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় নোটিশের হার সিল সর্বোচ্চ। ৩য় অধিবেশন হতে এই হার মোটামুটি পর্যায়ে থাকলেও ত্রয়োদশ, চর্তুদশ এবং পঞ্চদশ অধিবেশনে এই নোটিশের সংখ্যা দাড়ায় যথাক্রমে ২৭, ১৪ এবং ১১।

Dhaka University Institutional Repository

৭.১.৪

বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের এরূপ আচরণকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধীদলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে সংসদীয় ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে গত এক দশকেও তা যথার্থভাবে কার্যকর হতে পারে নি। পঞ্চম এবং সপ্তম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতিবাচক ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মতামতদানকারীগণ যে সব কারণ উল্লেখ করেছেন তা হোল-

১. পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারী দলের একক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা।

২. সরকারী দল কর্তৃক বিরোধী দলের সদস্যদের অবমূল্যায়ন।

৩. বিরোধী সদস্যদের সীমিত সুযোগ।

৪. সংসদে বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা।

৫. স্পীকারের পক্ষপাতিত্ব মুলক আচরণ।

৭.১.৫

সংসদে বিরোধীদলের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মতামত দাতা স্পীকারের ভূমিকার কথা বলেছেন। সংসদীয় ব্যবস্থায় স্পীকরের পদটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কেননা স্পীকার হচ্ছেন সংসদের অভিভাবক স্বরূপ আর সে ক্ষেত্রে দলমত নির্বিশেষে সকলের নিকট তার গ্রহণ যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সংসদীয় সংস্কৃতিতে স্পীকার পদটি সরকারী দলের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যগণ তাঁর কাছ থেকে নিরপেক্ষ আচরণ পান না। পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় পঞ্চম জাতীয় সংসদের মোট ওয়াক আউটের মধ্যে ৪১.৬% ওয়াকআউট এবং ৭ম সংসদের ৬৫.৬% ওয়াক আউট স্পীকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া, কার্যপ্রণালী বিধিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরোধীদলের সুযোগের স্বল্পতা তাদেরকে সংসদ বিমুখ করে তুলেছে। বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনা বা সংসদে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করবার প্রশ্নে ৪০% উত্তরদাতা মনে করেন এক্ষেত্রে বিরোধী মতের প্রতি সরকারকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। ৩৫% উত্তরদাতা এ ক্ষেত্রে সংসদে বিরোধী দলকে কথা বলার সুযোগ প্রদান এবং ২৫% উত্তরদাতা স্পীকারের নিরপেক্ষতার কথা বলেছেন।

পরিশেষে বলা চলে, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ধাচের যে সংসদীয় ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত তা সুদীর্ঘ সময় ব্যাপী নানা পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজনের মধ্য দিয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্র সমূহ গ্রেট ব্রিটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, চর্চার মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচনায় সক্ষম হয়েছে। এ ব্যবস্থার সফলতা অর্জন করতে হলে এর অন্তর্নিহিত দর্শন সমূহকে চর্চা বা অনুশীলন করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যা প্রয়োজনে তা হল সরকার ও বিরোধীদলের প্রতি পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি যে, "সংসদীয় গণতন্ত্রকে তারা সফলতার পথে এগিয়ে নেবে।" সরকার ও বিরোধী দলের ঐক্যমত্বতা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে সফলতার পথে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায় : উপসংহার

৮.১ উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

নব্বই এর দশক বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। ১৯৯১ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ গত এক দশকে বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের অধীনে পরিচালিত তিনটি সংসদ পেয়েছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ব্যতীত পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদ পূর্বের প্রতিটি সংসদের তুলনায় বিভিন্ন দিক হতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। পূর্বের প্রায় প্রতিটি সংসদই ছিল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের নীতি ঘোষণার প্ল্যাটফর্ম বিশেষ। সেখানে বিরোধী দল বা মতের যেমন কোন অস্তিত্ব ছিল না তেমনি ছিল না সরকারের দায়িত্বশীলতার। পঞ্চম এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এর নির্বাচন প্রক্রিয়া। তিহাত্তোর হতে নব্বই এর পূর্ব পর্যন্ত যে কয়টি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রায় প্রতিটির নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। পঞ্চম এবং সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এ দিক হতে স্বতন্ত্র। এ দুটি সংসদ নির্বাচন কোন দলীয় সরকারের অধীনে না হওয়ায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতির হার ছিল ৫৫.৩৫% এবং সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৩% যা পূর্বের সকল সংসদ নির্বাচনের তুলনায় অধিক। সংসদীয় ব্যবস্থার দায়িত্বশীলতা অর্জনের একটি অন্যতম দিক হচ্ছে সংসদে বিরোধী দলের সংখ্যাগত অবস্থান। উভয় নির্বাচনেই প্রধান বিরোধী দলের সুদৃঢ় অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। পূর্বের কোন সংসদেই সংসদে বিরোধী দলের এরূপ উপস্থিতি দেখা যাইনি। সংসদীয় সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে বিরোধী দলের এরুপ অবস্থান একটি ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে থাকে। পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় পঞ্চম জাতীয় সংসদে ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে সরকারী দল ১৪২ টি এবং প্রধান বিরোধী দল ৯২টি আসন পায়। অপর পক্ষে, সপ্তম জাতীয় সংসদে সরকারী দল ১৪৬টি আসন এবং প্রধান বিরোধী দল ১১৬ টি আসন লাভ করে। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে কার্যকরী এবং যথাযথ বলা চলে যখন আইনসভায় সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তা কেবল মাত্র অর্জিত হয় বিরোধী দলের কার্যকরী-উপস্থিতির উপর। পঞ্চম এবং সপ্তম জাতীয় সংসদে সরকারকে জবাবদিহিত মূলক করবার ক্ষেত্রে বিরোধী ও বেসরকারী সদস্যদের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চম জাতীয় সংসদে অর্ধ-ঘন্টা আলোচনা,

Dhaka University Institutional Repository

মুলতবী প্রস্তাব, সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মোট ৭৭৬৭ টি নোটিশ জানা যায়। তন্মধ্য শতকরা ৩.১% নোটিশ সংসদে আলোচিত হয়। অপরদিকে, সপ্তম জাতীয় সংসদে এ সংক্রান্ত নোটিশ পরে ১৫৪৭৬ টি। তন্মধ্যে আলোচিত হয় ১.৮% নোটিশ। পঞ্চম সংসদে একজন সদস্য প্রতি অধিবেশনে গড়ে ১৪.১ টি নোটিশ প্রদান করেন অপরদিকে প্রথম এবং দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের সদস্যগণ গড়ে ৩.৫ এবং ৯.২টি নোটিশ উত্থাপন করেছিলেন। এ ছাড়া, সপ্তম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশন হতে প্রধানমন্ত্রীয় প্রশ্নোত্তর পর্বের সূচনা সংসদীয় কার্যক্রমকে আরো বেশী কার্যকর করে তোলে।

পঞ্চম এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কর্তৃক সরকারকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কতিপয় পদ্ধতির ব্যবহার করা গেলেও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিরোধী দলের সীমিত সুযোগ লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ সংসদে বেসরকারী সদস্যদের জন্য সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিন থাকায় উক্ত দিনে সকল বেসরকারী সদস্যগণ (সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্য) বিলের নোটিশ প্রদানের সুযোগ পান যার ফলে বিরোধী দলের বিলের নোটিশ প্রদানের বা বিল উত্থাপনের সময় অনেক সীমিত হয়ে পরে। তাছাড়া, বেসরকারী বিলের প্রতি সরকারের অনীহা এবং অন্যান্য পদ্ধতিগত জটিলতার কারনে বেসরকারী সদস্যগণ এ ক্ষেত্রে নিরুৎসাহী হয়ে পরে। পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়। পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে যথাক্রমে ৮২টি এবং ৪৪টি বেসরকারী বিলের নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে পঞ্চম সংসদে উত্থাপিত হয় ২০.৭% বিল এবং উত্থাপিত বিল সমূহের মধ্যে ১২.৩% বিল প্রথম পাঠের পরেই নাকচ হয়ে যায়। অপর পক্ষে, সপ্তম সংসদে ৪৪টি বেসরকারী বিলের নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে উত্থাপিত হয় ২৫% বিল তন্মধ্যে ৩১.৮% বিল প্রথম পাঠের পর নাকচ হয়ে যায়।

বিগত দুটি সংসদের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষনীয় তা হচ্ছে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন। সংসদকে পাশ কাটিয়ে অধ্যাদেশের মাধ্যমে এরূপ আইন প্রণয়ন বাংলাদেশের সংসদীয় সংস্কৃতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংসদীয় সংস্কৃতির অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওয়াক অভিট ও সংসদ বর্জন। পঞ্চম জাতীয় সংসদে ৭০ বার এবং সপ্তম জাতীয় সংসদে মোট ৭৯ বার বিরোধী দলীয় সদস্যগণ ওয়াক আউট করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল মোট তিনবার সংসদ বয়কট করে। এর মধ্যে ত্রয়োদশ অধিবেশন হতে বিরোধীদলীয় মোট ক্ষমতার সংসদ বর্জন শুরু করে। অনুরূপ চিত্র সপ্তম জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষীত হয়। মূলত সংসদ বর্জন আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল দর্শন সেখানে কার্যকরী বিরোধী দলের উপস্থিতি দেখালে বিরোধী দলহীন সংসদ একে সরকারী নীতি-নির্ধারনের একটি "রাবার-ষ্ট্যাম্প" সর্বস্ব সংসদে পরিণত কয়েছে। তা ছাড়া, সংসদকে কেন্দ্র করে সাংবিধানিক কিছু বিধি-বিধানও সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন সংসদ সদস্য দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিতে বা ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকতে পারবেন না। তা করলে তিনি তার সদস্য পদ হারাবেন। এ বিধি পার্লামেন্টে এর সদস্যদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ব্যাপক ভাবে লংঘিত করছে এবং পাশাপাশি সরকার তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও দলীয় শৃঙ্খলার জোরে যে কোন বিল পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছেন।

বিশ্বের উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ফ্লোর ক্রসিং সংক্রান্ত এরূপ সাংবিধানিক বিধি-বিধান দেখা যায় না। কানাডার আইন সভার এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ১৯৫০ সাল হতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত মোট ২৪৫ জন সংসদ সদস্য ফ্লোর ক্রস করেছেন। এবং এ কারনে তাদের পদ বা অবস্থানের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় নি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদিও ফ্লোর ক্রসিং এর বিধি-বিধানকে সরকারের স্থায়িত্বতা বজায় রাখার একটি অন্যতম রক্ষা কবচ হিসেবে মনে করা হয়; তথাপি এর দ্বারা সরকারী দলের স্বেচ্ছাচারীতা ও

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের স্বাধীন সত্ত্বা যেমন বিলুপ্ত হচ্ছে তেমনি নেতৃত্ব বিকাশের পথকেও রুদ্ধ করে ফেলছে।

পরিশেষে বলা যায়,বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের উত্তরণের যাত্রা পথে অবস্থান করছে। এ যাত্রা পথটুকু সফলভাবে অতিক্রম করতে হলে সরকার ও বিরোধী দল উভয়কেই সংসদীয় সংস্কৃতি বা বিধি বিধান সমূহকে সুষ্ঠভাবে চর্চা বা অনুশীলন করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণ সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি যে ম্যান্ডেট প্রদান করেছেন তার প্রতি প্রকৃত মর্যাদা প্রদর্শনের লক্ষ্যে সরকার ও বিরোধী দল উভয়কেই সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে হবে। গণতন্ত্র কেবল মাত্র একটি সরকার ব্যবস্থা নয়, এটি একটি সামগ্রিক জীবন ধারা। একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি-যা একদিনে অর্জন করা যায় না। কাজেই আমরা আশা করতে পারি এক দশকেরও বেশী সময় ধরে আমরা যে গণতন্ত্র চর্চা করছি তাকে যদি প্রকৃত অর্থে সংসদীয় গণতন্ত্রের ছাঁচে ঢেলে সাজাতে পারি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এদেশেও একদিন গ্রেট ব্রিটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতের ন্যায় প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায় : সুপারিশ মালা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা :

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গত শতাব্দীর ৯০'র দশকে বাংলাদেশ পুনরায় সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দু দশকেরও অধিককাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সংসদীয় ব্যবস্থা চর্চা করে আসছে। এখনও পর্যন্ত এ দেশের জনগণ প্রকৃত অর্থে একটি কার্যকর সংসদ পায়নি। কেননা পঞ্চম এবং সপ্তম সংসদের অধিকাংশ কার্যদিবস সম্পন্ন হয়েছে বিরোধী দল বিহীন ভাবে। - যার ফলে এ সংসদ দুটি কেবলমাত্র সরকারী দলের নীতি-নির্ধারণের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে। উপরন্তু সরকারের দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা হয়েছে খর্বিত। কেননা, বিরোধী দলই হচ্ছে সংসদীয় ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি। আলোচ্য গবেষণায় বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে যে সকল সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে তার সমাধানের লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হলো। বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে এ সুপারিশ সমূহ দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়।

ক. একটি কার্যকর ও সংশৃংখল সংসদের অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে একজন নিরপেক্ষ, দক্ষ ও অভিজ্ঞ স্পীকারের উপস্থিতি। প্রধান ও অপ্রধান সকল বিরোধী দলের প্রতি এবং সকল স্বতন্ত্র সদস্যের অধিকারের প্রতি স্পিকারকে সব সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের এ গুরুত্বপূর্ণ পদটি এখন পর্যন্ত নিরপেক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। পরিসংখ্যান হতে দেখা গেছে যে পঞ্চম এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের মোট ওয়াকআউটের ৫১.৭%(৫ম) এবং ৬৫.৬% (৭ম) ওয়াকআউট সংগঠিত হয়েছে স্পীকারের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে। তাছাড়া এ উভয় সংসদেই বিভিন্ন সময় দলীয় পৃষ্ঠপোষকতার কারনে স্পীকার পদটি বিতর্কিত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার মতামত জরীপে দেখা গেছে ৬০% লোক মনে করেন সংসদে বক্তব্য প্রদান বা ফ্লোর লাভের ক্ষেত্রে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। আর এ বৈষম্যের নিরসন কেবলমাত্র করতে পারেন একজন স্পীকার। এ ক্ষেত্রে স্পীকারের নির্বাচন ও অপসারণ পদ্ধতির পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে স্পীকার অপসারণ পদ্ধতি বাতিল করে দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের ভোটে স্পীকারকে অপসারনের বিধি চালু করা দরকার।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাজ্যের *"Mr. Speaker seeking re-election"* পদ্ধতি প্রথার প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ প্রথা অনুযায়ী বিদায়ী স্পীকার সংসদ সদস্য হিসেবে আবার প্রার্থী হলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন এবং কোন দল পরবর্তী সাধারন নির্বাচনে তার বিরুদ্ধে প্রার্থী দিতে পারে না॥ এতে করে স্পীকারের পক্ষে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে থেকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করা সম্ভব হবে।

তৃতীয়ত - সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল দলের সম্মতি নিয়ে স্পীকার নির্বাচনের নিয়ম করা।

খ. জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধিতে সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সপ্তাহের মাত্র একটি দিন, বৃহস্পতিবার বেসরকারি কার্যাবলী "প্রাধান্য" পাবে বলে উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে ঐদিন অন্য কাজ অর্থ্যাৎ সরকারী কাজও চলতে পারে। বেসরকারী কার্যদিবস কেবলমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্যগণ নয় সরকার দলের ক্যাবিনেট সদস্যগণ ব্যতীত অন্যান্য সদস্যগণ ও নির্দলীয় সদস্যগণও উক্ত দিবসে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম। যার ফলশ্রুতিতে বেসরকারী সদস্যদের কার্যক্রমের সুযোগ সীমিত হয়ে পরেছে। এ ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেনের ন্যায় " Opposition day" নামক বিরোধী দলের জন্য পৃথক দিবসের প্রচলন করা প্রয়োজন।

গ. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের একটি বিশেষ দিক হল মাত্রাতিরিক্তভাবে ওয়াকআউট ও সংসদ বর্জন। ৫ম সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগ সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হচ্ছে। প্রধানত "সংসদে কথা বলতে না দেওয়া" ও "বিরোধী দলকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া"- র অভিযোগ তুলে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করায় শুধুমাত্র সংসদীয় রাজনীতির বিকাশধারা বাধাগ্রস্থই হচ্ছে না, তা আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থার

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যতকেও প্রশ্নের সম্মুখীন করছে। এ ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ সমূহ নেওয়া প্রয়োজন তা হোল-

প্রথমত- বিরোধী দলকে শর্তহীনভাবে সংসদ অধিবেশনে আসতে হবে।

দ্বিতীয়ত- সরকারী দলকে বিরোধী মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সহিষ্ণু হতে হবে এবং তাদের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

ঘ. বিরোধীদলকে পাশ কাটিয়ে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে আইন প্রণয়নের যে প্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে তার পরিবর্তন আনতে হবে।

ঙ. সংসদকে সরকারী দলের রাবার ষ্ট্যাম্পে রূপান্তরিত না করে একে সত্যিকার অর্থে কার্যকরী করে গড়ে তুলতে হলে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংস্কার সাধন করতে হবে। এ অনুচ্ছেদের সংস্কারের মধ্য দিয়ে এক অর্থে সরকারের দায়িত্বশীলতা অর্জনের পথ সহজ হবে। বিল উত্থাপন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিরোধীদলীয় সদস্যদের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে কার্য-প্রণালী বিধির সংস্কার সাধণ করা প্রয়োজন। মতামত প্রদানকারীর মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ জনগণের কার্য-প্রণালী বিধির সংস্কারের পক্ষে রায় দিয়েছেন।

বিরোধী দলের প্রকৃত কার্যকারিতা অর্জন করতে হলে "ছায়া সরকার" গঠন করতে হবে। এর মাধ্যমে বিরোধী দল আরো বেশী গঠনমূলক সমালোচনা এবং পরামর্শ দিতে সক্ষম হবেন।

সর্বোপরি সংসদীয় সরকারের সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী উভয় দলকেই "Rules of game" মেনে চলা প্রয়োজন। যার মধ্য দিয়ে সরকার ও বিরোধী দল নিজ নিজ অবস্থানে সুদৃঢ় থাকতে সক্ষম হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

সহায়ক গ্রন্থাবলী

- আহমদ, এমাজউদ্দীন, *গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ*, (মৌলি প্রকাশনা, এপ্রিল ২০০২)
- ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৭০৪-১৯৭১ ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড (এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।)
- ফিরোজ, জালাল, *পার্লামেন্ট কি ভাবে কাজ করে* (নিউ এজ পাবলিকেশন্স, জুলাই ২০০৩)
- হক আবুল ফজল, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি (রংপুর-১৯৯৫)*
- রশিদ হারুন-অর, *বাংলাদেশে জন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ ১৮৬১-২০০১*, (হাসিনা প্রকাশনা, জুলাই ২০০০)
- Ahmed Nizam-*The Parliament of Bangaldesh* (Ashgate Publishing Limited, 2002)
- Ahmed Nizam and Norton Philips (ed.) *Parliament of Asia* (Frank Cass and company Limited, 1999)
- Almond, Gabriel and Powell, G. Bingham Jr. *Comparative Politics: A Developmental Approach* (Boston: Little Brown and company)
- Birch, H. Anthony, *The British system of Government* (Allen Unwin, London 1986)
- Chowdhury, G.W. *Democracy in Pakistan* (Pakistan Co-operative Bank Society Ltd. 1963)

Dhaka University Institutional Repository

- Chowdhury H. Mahfuzul, *Thirty years of Bangladesh Politics,* (University Press Limited, 2002)
- Chowdhury Najma, *The legislative Process in Bangladesh; Politics and Functioning of the East Bengal Legistlature 1947-58* (Dhaka University Publication Bureau, Dhaka-1980)
- Dahl, Robert A. (ed.), *Political oppositions in Western Democracies* (Yale University Press-1966)
- Duverger, Maurice, *Political Parties* (London: Methuen and Co.1954)
- Gettell, H.G, *Political Science* (Calcutta, The World Press, 1967)
- Harun, Shamsul Huda, *Parliamentary Behaviour in a Multi-National State 1947-56 Bangladesh Experience,* (Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh 1984)
- Husain, Shawkat Ara, *Politics and society in Bengal* (Bangla Academy Dhaka, 1991).
- Hasanuzzaman, Al Masud, *Role of opposition in Bangladesh Politics* (The University Press Limited 1998)
- Islam M. Nazrul, *Consolidating Asian Democracy* (October, 2003)
- Jahan Rounaq, *Bangladesh Politics: Problems and Issues* (Dhaka, University Press Limited 1987)

Dhaka University Institutional Repository

- Jennings, W. Ivor, *Parliament* (London: Cambridge University Press 1970; Second edition).
- Johari J.C., *Comparative Politics*
- Lindsay, A.D. *The Essentials of Democracy* (London: Oxford University Press 1935, London Humphrey Milford)
- Maniruzzaman Talukder, *The Bangladesh Revolution and It's aftermath* (Dhaka: University Press Limited 1980)
- Wheare, K.C. *Legislatures* (London: Oxford University Press 1968)
- Ziring, Lawrenc, *Bangladesh From Mujib to Ershad:* An Interpretive Study,(Dhaka: University Press Ltd, 1992)

সংরক্ষিত দলিলাদি

(১) পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্য-নির্বাহের সারাংশ (১ম -২২তম অভিবেশন)

(২) সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্য-নির্বাহের সারাংশ (১ম-২৩তম অভিবেশন)

(৩) জাতীয় সংসদ বিতর্ক খন্ড ২, সংখ্যা ৩ (১৫ জুন, ১৯৯১)

(৪) জাতীয় সংসদ বিতর্ক খন্ড ২, সংখ্যা ১০ (৩০ জুন, ১৯৯১)

(৫) জাতীয় সংসদ বিতর্ক খন্ড ৪, সংখ্যা ১১ (২৬ জানুয়ারী, ১৯৯২)

(৬) জাতীয় সংসদ বিতর্ক খন্ড ৭, সংখ্যা ১২ (২৭ অক্টোবর, ১৯৯২)

(৭) জাতীয় সংসদ বিতর্ক খন্ড ৬, সংখ্যা ২০ (১৮ জুলাই, ১৯৯২)

(৮) জাতীয় সংসদ বিতর্ক খন্ড ১০, সংখ্যা ৭ (১৪ জুন, ১৯৯৩)

(৯) জাতীয় সংসদ বিতর্ক খন্ড ১০, সংখ্যা ১১ (২৬ জুন, ১৯৯৩)

(১০) জাতীয় সংসদ বিতর্ক খন্ড ৪, সংখ্যা ৫

(১১) জাতীয় সংসদ বিতর্ক খন্ড ৫, সংখ্যা ২ (১৯৯১)

Dhaka University Institutional Repository

(১২) জাতীয় সংসদ বিতর্ক খন্ড ১৩, সংখ্যা ৫ (১৯৯৪)

(১৩) জাতীয় সংসদ বিতর্ক খন্ড ১৩, সংখ্যা ৫ (১৯৯৪)

(১৪) জাতীয় সংসদ বিতর্ক খন্ড ৬, সংখ্যা ৪০ (১৯৯১)

(১৫) জাতীয় সংসদ বিতর্ক খন্ড ৬, সংখ্যা ৪০ (১৯৯২)

(১৬) জাতীয় সংসদ বুলেটিন ২, (৪ঠা নভেম্বর, ১৯৯৬)

(১৭) জাতীয় সংসদ বুলেটিন ৩, (১৩ই মার্চ, ১৯৯৭)

(১৮) জাতীয় সংসদ বুলেটিন ১০, (৫ই এপ্রিল, ১৯৯৭)

(১৯) জাতীয় সংসদ বুলেটিন ১১, (১মে, ১৯৯৭)

(২০) জাতীয় সংসদ বুলেটিন ৪, (১০ই মে, ১৯৯৭)

(২১) জাতীয় সংসদ বুলেটিন ১০, (৫ই এপ্রিল, ১৯৯৭)

রিপোর্ট -

- টি.আই.বি. রিপোর্ট, "পার্লামেন্ট ওয়াচ"-২০০৬
- Common Wealth Secretariat-The Report of the Common Wealth Observer Group *"The Parliamentary Elections in Bangladesh, 12 June 1996."*

ওয়েব সাইট

- www.wickipedia.freeencyclopedia.com
- http:/www.parliament of bangladesh.org
- http:/www.parl.gc.ca
- http:/www.aph.gov.au/
- http://parliamentof india.nic.in/

পরিশিষ্ট-১

Dhaka University Institutional Repository

"সংসদীয় গণতন্ত্র বিরোধী দলের ভূমিকাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"

(১৯৯১-২০০১)

(এম.ফিল কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

জনসাধারণের মতামত জরীপ প্রশ্নপত্রঃ

(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।)

প্রশ্নপত্রের ক্রমিক নং ঃ	তারিখঃ
তথ্য সংগ্রাহকের নাম ঃ	
তথ্য সংগ্রহের স্থান ঃ	স্বাক্ষর ঃ

ক. সাক্ষাৎদাতার পরিচিতি

১। নাম ঃ ২। বয়সঃ

৩। পেশা ঃ ৪। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

৫। ঠিকানা ঃ

১। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে কি না? হ্যাঁ/না। আপনার উত্তর হ্যাঁ হলে মতামত দিন।

.....

.....

২। বাংলাদেশে বর্তমানে যে সংসদীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তা কতটুকু সফলতা অর্জন করেছে বলে মনে করেন?

পুরোপুরি/মোটামুটি পর্যায়ে/এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে/ ভবিষ্যতে সফলতা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে/কখনই কার্যকরী হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৩। পঞ্চম এবং সপ্তম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকাতে আপনি কি সন্তুষ্ট ? ☐ হ্যাঁ/ ☐ না, যদি আপনার উত্তর না হয় তাহলে মতামত দিন।

.....

.....

৪। পঞ্চম এবং সপ্তম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের সংসদ বর্জনকে আপনি কি সমর্থন করেন। ☐ হ্যাঁ, ☐ না, যদি আপনার উত্তর না হয় তাহলে মতামত দিন।

.....

.....

৫। বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা কি হওয়া প্রয়োজন? আপনার মতামত দিন।

.....

.....

৬। বিরোধী দলের দায়িত্ব হচ্ছে সংসদে জনগণের সমস্যাবলী তুলে ধরা এবং সরকারের যে কোন স্বৈরাচারী নীতির বিরোধীতা করা। আপনি কি মনে করেন বিরোধী দল অতীত এবং বর্তমানে সে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে? মতামত দিন।

.....

.....

৭। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিরোধীদল কতটুকু দায়িত্ব শীলতার পরিচয় দিচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

.....

.....

Dhaka University Institutional Repository

৮। বিরোধী দল কর্তৃক ঘন ঘন ওয়াক আউট কে আপনি কি সমর্থন করেন। ☐ হ্যাঁ /☐ না।

৯। সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান সুদৃঢ় করবাব ক্ষেত্রে কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন-

☐ বিরোধী মতামতের প্রতি সরকারের শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হওয়া প্রয়োজন।

☐ সংসদের কার্যক্রমে বিরোধী দলকে সুযোগ প্রদান।

☐ স্পীকারের নিরপেক্ষতা নিশ্চয়তা করন।

১০। বিরোধী দলীয় একজন সংসদ সদস্য সরকার দলীয় সংসদ সদস্যের তুলনায় বিশেষ কোন বৈষম্যের স্বীকার হয় বলে আপনি মনে করেন?

মতামত দিন-

☐ সংসদে বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে

☐ ফ্লোর লাভের ক্ষেত্রে

☐ স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে

☐ সরকারী বরাদ্দলাভের ক্ষেত্রে

☐ সরকারী সুযোগ সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে।

১১। জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালনে বিরোধী দলীয় সদস্যরা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হন বলে আপনি মনে করেন?

এ সমস্যা কিভাবে দূর করা যায়। মতামত দিন।

.....

.....

১২। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকী করনের স্বার্থে সরকার ও বিরোধী দলের ঐক্যমত একান্ত অপরিহার্য এ ক্ষেত্রে আপনার অভিমত কি? কি ভাবে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন? মতামত দিন।

.....

.....

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদ ভবন

সবুজের নিবিড় বেষ্টনে হ্রদের পানি থেকে উঠে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর অপূর্ব স্থাপত্যসমূহের অন্যতম বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন। দীর্ঘ ২০ বছরের বেশী সময় ধরে একটু একটু করে তৈরি হয়েছে আমেরিকার বিখ্যাত স্থপতি লুই কানের ডিজাইনে অনুপম সৌন্দর্যের এই ভবন এবং তাকে ঘিরে রাখা ২১৫ একরের বিশাল পরিমন্ডল।

ষাটের দশকের শুরুতে তৎকালীন পাকিস্তান আমলে এই ভবনের নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা করা হয়। সে অনুযায়ী ১৯৬১ সালে ঢাকার শেরেবাংলা নগরে অধিগ্রহণ করা হয় ২০৮ একর জমি। লুই কানের ডিজাইন বিন্যাস নিয়ে সংসদ ভবন কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৬৪-৬৫ অর্থবছর থেকে। লুই কানের মৃত্যুর পর তাঁর সহকর্মী হেনরি এন উইলকাটস ডিজাইনের অসমাপ্ত অংশটুকু সমাপ্ত করেন। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার ১৯৮২ সালের ২৮ জানুয়ারি সংসদ ভবন কমপ্লেক্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

মূল সংসদ ভবন, সংসদ সদস্যদের আবাসিক ভবন, হ্রদ, বাগান এবং চারদিকের সড়ক নিয়ে সংসদ ভবন কমপ্লেক্স। মূল সংসদ ভবনের রয়েছে তিনটি অংশ। সেগুলো হচ্ছে: মুল অংশ, প্রেসিডেন্সিয়াল স্কয়ার ও সাউথ প্লাজা। এই তিনটি অংশ নির্মিত হয়েছে ৪ লাখ ৩২ হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে। মূল ভবনে রয়েছে সংসদের অধিবেশন কক্ষ, পশ্চিম ব্লক, উত্তর-পশ্চিম ব্লক, উত্তর ব্লক, উত্তর-পূর্ব ব্লক, পূর্ব ব্লক, দক্ষিণ-পূর্ব ব্লক, দক্ষিণ ব্লক এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ব্লক। সাউথ বা দক্ষিণ প্লাজায় রয়েছে নিয়ন্ত্রণ গেট, ড্রাইভ ওয়ে, প্রধান প্রধান যন্ত্রপাতির কক্ষ, গাড়ি রাখার হল, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, গণপূর্ত বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলীদের অফিস, যন্ত্রসামগ্রীর গুদাম, খোলার চত্বর ইত্যাদি। প্রেসিডেন্সিয়াল স্কয়ারে রয়েছে অভ্যর্থনা জানানোর আনুষঙ্গিক উপকরণাদি। ১৯৬৫ সালে জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্সের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রায় ৫ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৮২ সালে নির্মাণ কাজ চূড়ান্তভাবে শেষ হওয়ার পর মোট ব্যয় গিয়ে দাঁড়ায় ১২৯ কোটি টাকায়। কমপ্লেক্সটির রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিবছর ব্যয় হয় ৫ কোটি টাকারও বেশী।

সংসদের মূল ভবনে রয়েছে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সংসদ নেতা, উপনেতা, মন্ত্রীবর্গ, বিরোধী দলীয় নেতা, উপনেতা, চিফ হুইপ, হুইপগণের অফিস এবং সংসদ সচিবের সচিবালয়। এছাড়াও আছে তিনটি পার্টি চেম্বার, বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা, ডাকঘর, নামাজঘর, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ক্যাফেটেরিয়া, ডাইনিং হল, পাঠাগার ইত্যাদি।

ভবনের কেন্দ্র জুড়ে আকাশের দিকে ওঠে গেছে অধিবেশন কক্ষের উঁচু চূড়া। দশতলা ভবনের তিনতলা উচ্চতার উপর নির্মিত হয়েছে এই অধিবেশন কক্ষ। এতে রয়েছে সংসদ সদস্যদের জন্য ৩৫৮টি, অতিথিদের জন্য ৫৬টি, সরকারের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের জন্য ৪১টি, সাংবাদিকদের জন্য ৮০টি এবং দর্শকদের জন্য ৪৩০টি চেয়ার। অধিবেশন কক্ষের উঁচু ছাদটি একটি মেলেধরা ছাতার আকৃতি নিয়েছে। ছাতার চারপাশ আবার পরস্পরের সঙ্গে মিশে আছে কাঁচের আবরণে। ফলে বাইরের সূর্যালোক অবলীলায় প্রবেশ করতে পারে অধিবেশন কক্ষের ভেতর। ১২ থেকে ২৪ ইঞ্চি পুরো সংসদ ভবনের দেয়াল। ভবনটিতে সিঁড়ির সংখ্যা ৫০ এবং লিফট আছে ২৪টি। এছাড়াও দরজার সংখ্যা ১৬৩৫, জালানা ৩৩৫। জাতীয় সংসদ ভবনের অভ্যন্তর ভাগটিকে বলা যায় একটি গোলকধাঁধা। অপরিচিত কেউ প্রথমবারের মতো ভবনে প্রবেশ করলে পথ হারাতে বাধ্য। এই গোলকধাঁধার করিডোর বা বারান্দাগুলোকে একটির সঙ্গে আরেকটিকে জোড়া লাগালে দৈর্ঘ দাঁড়াবে ২৪ কিলোমিটার।

Dhaka University Institutional Repository

আইন সভা

সংসদ

সংসদ প্রতিষ্ঠা

৬৫। (১) "জাতীয় সংসদ" নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী- সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন- ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতা সম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিন শত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।

[১](৩) সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ত্রিশটি আসন কেবল মহিলা- সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।

(৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।

সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।

৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;

(ঘ) তিনি নৈতিক শৃঙ্খলজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

[২](ঘঘ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতিত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা

---

[১] সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৮নং আইন)-এর ২ ধারা বলে (৩) দফার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২] The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বলে সন্নিবেশিত।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যা:- যদি কোন সংসদ-সদস্য, যে দল তাঁহাকে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত করিয়াছেন, সেই দলের নির্দেশ অমান্য করিয়া-

(ক) সংসদে উপস্থিত থাকিয়া ভোটদানে বিরত থাকেন, অথবা

(খ) সংসদের কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) যদি কোন সময় কোন রাজনৈতিক দলের সংসদীয় দলের নেতৃত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে তাহা হইলে সংসদে সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের নেতৃত্বের দাবীদার কোন সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিত হইবার সাত দিনের মধ্যে স্পীকার সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী উক্ত দলের সকল সংসদ সদস্যের সভা আহবান করিয়া বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা উক্ত দলের সংসদীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করিবেন এবং সংসদে ভোটদানের ব্যাপারে অনুরূপ নির্ধারিত নেতৃত্বের নির্দেশ যদি কোন সদস্য অমান্য করেন তাহা হইলে তিনি (১) দফার অধীন উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংসদের তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি নির্দলীয় প্রার্থীরূপে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার পর কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন, তাহা হইলে তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

দ্বৈত-সদস্যতায় বাধা।

৭১। (১) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য হইবেন না।

(২) কোন ব্যক্তির একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচন প্রার্থী হওয়ায় এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না, তবে তিনি যদি একাধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হন তাহা হইলে

(ক) তাঁহার সর্বশেষ নির্বাচনের ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি কোন নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করিতে ইচ্ছুক, তাহা জ্ঞাপন করিয়া নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং তিনি অন্য যে সকল নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, অত:পর সেই সকল এলাকার আসন সমূহ শূন্য হইবে;

(খ) এই দফার (ক) উপ-দফা মান্য করিতে অসমর্থ হইলে তিনি যে সকল আসনে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, সেই সকল আসন শূন্য হইবে; এবং

(গ) এই দফার উপরি-উক্ত বিধানসমূহ যতখানি প্রযোজ্য, ততখানি পালন না করা পর্যন্ত নির্বাচিত ব্যক্তি সংসদ সদস্যের শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্র বা ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরদান করিতে পারিবেন না।

সংসদের অধিবেশন

৭২। (১) সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহবান, স্থগিত ও ভঙ্গ করিবেন এবং সংসদ আহবানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেনঃ

[১২][তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না;

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন তাঁহার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।]

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও সংসদ সদস্যদের যে কোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহবান করা হইবে।

(৩) রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবারকালে সংসদের আইন দ্বারা অনুরূপ মেয়াদ এককালে অনধিক এক বৎসর বর্ধিত করা যাইতে পারিবে, তবে যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে বর্ধিত মেয়াদ কোনক্রমে ছয় মাসের অধিক হইবে না।

(৪) সংসদ ভঙ্গ হইবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রজাতন্ত্র যে যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই যুদ্ধাবস্থার বিদ্যমানতার জন্য সংসদ পুনরাহবান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে যে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল, রাষ্ট্রপতি তাহা আহবান করিবেন।

[১২] সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সালের ২৮নং আইন)- এর ৬(ক) ধারাবলে শর্তাংশের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

Dhaka University Institutional Repository

[১৩]* * * * * * *

(৫) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সাপেক্ষে কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা বা অন্যভাবে সংসদ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সংসদের বৈঠকসমূহ সেইরূপ সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী।

৭৩। (১) রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(২) সংসদ সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বৎসর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করিবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ শ্রবণ বা প্রেরিত বাণী প্রাপ্তির পর সংসদ উক্ত ভাষণ বা বাণী সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার

[১৪]৭৩ক। (১) প্রত্যেক মন্ত্রী সংসদে বক্তৃতা করিতে এবং অন্যভাবে ইহার কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করিতে অধিকারী হইবেন, তবে যদি তিনি সংসদ সদস্য না হন, তাহা হইলে তিনি ভোটদান করিতে পারিবেন না [১৫][এবং তিনি কেবল তাঁহার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতে পারিবেন]।

(২) এই অনুচ্ছেদে "মন্ত্রী" বলিতে প্রধানমন্ত্রী [১৬],[১৭]* প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত।

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার।

৭৪। (১) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যদের মধ্য হইতে সংসদ একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করিবেন, এবং এই দুই পদের যে কোনটি শূন্য হইলে সাত দিনের মধ্যে কিংবা ঐ সময়ে সংসদ বৈঠকরত না থাকিলে পরবর্তী প্রথম বৈঠকে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সংসদ সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে নির্বাচিত করিবেন।

(২) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হইবে, যদি

(ক) তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন;

(খ) তিনি মন্ত্রী পদ গ্রহণ করেন;

(গ) পদ হইতে তাঁহার অপসারণ দাবী করিয়া মোট সংসদ সদস্যের সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে সমর্থিত কোন প্রস্তাব (প্রস্তাবটি উত্থাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া অন্যূন চৌদ্দ দিনের নোটিশ প্রদানের পর) সংসদে গৃহীত হয়;

(ঘ) তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তাঁহার পদত্যাগ করেন;

(ঙ) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর অন্য কোন সদস্য তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করেন; অথবা

(চ) ডেপুটি স্পীকারের ক্ষেত্রে, তিনি স্পীকারের পদে যোগদান করেন।

(৩) স্পীকারের পদ শূন্য হইলে বা তিনি [১৮][রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করিলে] কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ বলিয়া সংসদ নির্ধারণ করিলে স্পীকারের সকল দায়িত্ব ডেপুটি স্পীকার পালন করিবেন, কিংবা ডেপুটি স্পীকারের পদও শূন্য হইলে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী কোন সংসদ সদস্য তাহা পালন করিবেন; এবং সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকারও অনুপস্থিত থাকিলে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী কোন সংসদ সদস্য স্পীকারের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনাকালে স্পীকার (কিংবা ডেপুটি স্পীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনাকালে ডেপুটি স্পীকার) উপস্থিত থাকিলেও সভাপতিত্ব করিবেন না এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অনুপস্থিতিকালীন বৈঠক সম্পর্কে প্রযোজ্য বিধানাবলী অনুরূপ প্রত্যেক বৈঠকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৫) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব সংসদে বিবেচিত হইবার কালে ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের কথা বলিবার ও সংসদের কার্যধারায় অন্যভাবে অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে এবং তিনি

---

[১৩] সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮নং আইন)- এর ৬(খ) ধারাবলে (৪) দফা বিলুপ্ত।

[১৪] সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২নং আইন)- এর ৮ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[১৫] সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সালের ২৮নং আইন)- এর ৭(ক) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[১৬] The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বলে সন্নিবেশিত।

[১৭] সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮নং আইন)- এর ৭(খ) ধারাবলে "উপ-প্রধানমন্ত্রী" শব্দটি বিলুপ্ত।

[১৮] সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২নং আইন)- এর ৯ ধারাবলে "রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে রত থাকিলে" শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

Dhaka University Institutional Repository

কেবল সদস্যরূপে ভোটদানের অধিকারী হইবেন।

(৬) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

কার্যপ্রণালী-বিধি কোরাম প্রভৃতি।

৭৫। (১) এই সংবিধান সাপেক্ষে

(ক) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা এবং অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হইবে;

(খ) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত সভাপতি ভোটদান করিবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন;

(গ) সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে, কেবল এই কারণে কিংবা সংসদে উপস্থিত হইবার বা ভোটদানের বা অন্য কোন উপায়ে কার্যধারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন, কেবল এই কারণে সংসদের কোন কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

(২) সংসদের বৈঠক চলাকালে কোন সময়ে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ষাটের কম বলিয়া যদি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ষাট জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখিবেন কিংবা মুলতবী করিবেন।

সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ।

৭৬। (১) [১৯]* * * * সংসদ সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেনঃ

(ক) সরকারী হিসাব কমিটি;

(খ) বিশেষ অধিকার কমিটি; এবং

(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

(২) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে।

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন;

(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

(৩) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে

(ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যগ্রহণের;

(খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

ন্যায়পাল।

৭৭। (১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

(২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

সংসদ ও সদস্যদের

৭৮। (১) সংসদের কার্যধারার বৈধ্যতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

[১৯] সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২নং আইন)-এর ১০ ধারাবলে "সংসদের প্রত্যেক অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে" শব্দগুলি বিলুপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

[৩]* * * * * * *

[৪]* * * * * * *

(ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।

[৫][(২ক) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি [৬][কেবল রাষ্ট্রপতি, [৭]** প্রধানমন্ত্রী, [৮]** মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।]

[৯]* * * * * * *

(৪) কোন সংসদ-সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কিনা কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে কিনা, সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৫) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলী যাহাতে পূর্ণ কার্যকরিতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য সংসদ যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, আইনের দ্বারা সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন।

সংসদের আসন শূন্য হওয়া

৬৭। (১) কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে, যদি

(ক) তাঁহার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে অসমর্থ হনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বে স্পীকার যথার্থ কারণে তাহা বর্ধিত করিতে পারিবেন;

(খ) সংসদের অনুমতি না লইয়া তিনি একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক-দিবস অনুপস্থিত থাকেন;

(গ) সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়;

(ঘ) তিনি এই সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন অযোগ্য হইয়া যান; অথবা

(ঙ) এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

(২) কোন সংসদ-সদস্য স্পীকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং স্পীকার-কিংবা স্পীকারের পদ শূন্য থাকিলে বা অন্য কোন কারণে স্পীকার স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ডেপুটি স্পীকার - যখন উক্ত পত্র প্রাপ্ত হন, তখন হইতে উক্ত সদস্যের আসন শূন্য হইবে।

সংসদ-সদস্যদের [১০][পারিশ্রমিক] প্রভৃতি

৬৮। সংসদের আইন- দ্বারা কিংবা অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সংসদ-সদস্যগণ সেইরূপ [১][পারিশ্রমিক], ভাতা ও বিশেষ অধিকার লাভ করিবেন।

শপথগ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোটদান করিলে সদস্যের অর্থদন্ড।

৬৯। কোন ব্যক্তি এই সংবিধানের বিধান অনুযায়ী শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবার এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবার পূর্বে কিংবা তিনি সংসদ-সদস্য হইবার যোগ্য নহেন বা অযোগ্য হইয়াছেন জানিয়া সংসদ সদস্যরূপে আসন গ্রহণ বা ভোটদান করিলে তিনি প্রতিদিনের অনুরূপ কার্যের জন্য প্রজাতন্ত্রের নিকট দেনা হিসাবে উসুলযোগ্য এক হাজার টাকা করিয়া অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে আসন শূন্য হওয়া।

[১১]৭০। (১) কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

---

[৩] উপরোক্ত আদেশ বলে (ঙ) উপ-দফা বিলুপ্ত।

[৪] সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২নং আইন)- এর ধারা বলে (চ) উপ-দফা বিলুপ্ত।

[৫] The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বলে সন্নিবেশিত।

[৬] সংবিধান (ষষ্ঠ সংশোধন) আইন, ১৯৮১ (১৯৮১ সনের ১৪নং আইন)- এর ৩ ধারাবলে "কেবল প্রধানমন্ত্রী," শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৭] সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮নং আইন)- এর ৪ ধারা বলে "উপ-রাষ্ট্রপতি," শব্দটি ও কমাটি বিলুপ্ত।

[৮] উপরোক্ত আইনবলে "উপ-প্রধানমন্ত্রী," শব্দটি ও কমাটি বিলুপ্ত।

[৯] সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২নং আইন) এর ৫ ধারাবলে (৩) দফা বিলুপ্ত।

[১০] সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৩০নং আইন)- এর ৪ ধারাবলে "বেতন" শব্দটির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[১১] সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮নং আইন) - এর ৫ ধারাবলে ৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি।

(২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে, তিনি এই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে কোন আদালতের এখতিয়ারের অধীন হইবে না।

(৩) সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোন রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৫) এই অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে সংসদের আইন দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা যাইতে পারিবে।

সংসদ সচিবালয়।

৭৯। (১) সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকিবে।

(২) সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৩) সংসদ কর্তৃক বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত স্পীকারের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ নির্ধারণ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রণীত বিধিসমূহ যে কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশের নির্বাচন : ১৯৭০-২০০১

পঞ্চম জাতীয় সংসদ

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
১	পঞ্চগড়-১	মির্জা গোলাম হাফিজ	১৯২০	আইন-৪৮	মু:ছাত্রলীগ-৩৮	আইনজীবী	বিএনপি	বাসা- ১৮৯, রোড-১৫, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা
২	পঞ্চগড়-২	মোঃ মোজাহার হোসেন	১৯৪৫	স্নাতক-৬৮	ছাত্র ইউ-৬২	কৃষিজীবী	সিপিবি	গ্রাম- নগর সাকোয়া, থানা-বোদা, পঞ্চগড়
৩	ঠাকুরগাঁও-১	মোঃ খাদেমুল ইসলাম	১৯৪২	স্নাতক-৬৭	ছাত্রলীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	আশ্রম পাড়া, পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও
৪	ঠাকুরগাঁও-২	মোঃ দবিরুল ইসলাম	১৯৪৬	স্নাতক-৬৮	সিপিবি-৬৮	কৃষিজীবী	সিপিবি	গ্রাম- বড়বাড়ী, থানা-বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
৫	ঠাকুরগাঁও-৩	মোঃ মোখলেসুর রহমান	১৯৩৫	আইএ-৬৭	ছাত্রলীগ-৫২	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- বথ-বালিগাঁও, থানা-পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও
৬	দিনাজপুর-১	মোঃ আমিনুল ইসলাম	১৯৫৭	আইএ-৭৫	ছাত্রলীগ	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- সুজালপুর, থানা-বীরগঞ্জ, দিনাজপুর
৭	দিনাজপুর-২	সতীশ চন্দ্র রায়	১৯৪২	স্নাতক-৬৪	ছাত্রলীগ-৫৮	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- মোস্তফাবাদ, থানা-বিরল, দিনাজপুর
৮	দিনাজপুর-৩	এম আব্দুর রহিম	১৯৩১	আইন	আ:লীগ-৪৭	আইনজীবী	আ:লীগ	দক্ষিণ মুন্সিপাড়া, থানা- কোতয়ালী, দিনাজপুর
৯	দিনাজপুর-৪	মিজানুর রহমান মানু	১৯৫৩	স্নাতক-৭৮	ছাত্র ইউ-৬৯	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- নিমনগর, থানা- সদর, দিনাজপুর
১০	দিনাজপুর-৫	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, এড.	১৯৫২	আইন-৮৬	ছাত্রলীগ-৬৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- গৌরীপাড়া, থানা-ফুলবাড়ী, দিনাজপুর
১১	দিনাজপুর-৬	আজিজুর রহমান চৌধুরী	১৯৫১	কামিল-৭০	জামাত-৭০	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম-বিজুল সরকারপাড়া,থানা-বিরামপুর,দিনাজপুর
১২	নীলফামারী-১	আব্দুর রউফ	১৯৪২	স্নাতক-৬১	ছাত্রলীগ-৫৮	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- বাফতোকরা, থানা-ডোমার, নীলফামারী
১৩	নীলফামারী-২	মোঃ সামসুদ্দোহা	১৯৪৩	স্নাতক-৬৪	সিপিবি-৬৪	রাজনীতি	সিপিবি	গ্রাম- কাঞ্চনপাড়া, থানা-নীলফামারী, নীলফামারী
১৪	নীলফামারী-৩	আজহারুল ইসলাম	১৯৪৩	স্নাতক-৬৬	ছাত্রলীগ	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- বড়তিটা, থানা-কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
১৫	নীলফামারী-৪	মোঃ আব্দুল হাফিজ	১৯৩৫	মাষ্টার্স-৬২	ন্যাপ-৫৮	শিক্ষাবিদ	ন্যাপ	বাঙ্গালীপুর, থানা-সৈয়দপুর, নীলফামারী
১৬	লালমনিরহাট-১	জয়নুল আবেদীন সরকার	১৯৪৯	স্নাতক-৭৯	ছাত্রশক্তি-৬৫	কৃষিজীবী	জাপা	গ্রাম- টংভাঙ্গা, থানা-হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট
১৭	লালমনিরহাট-২	মোঃ মজিবর রহমান	১৯৪১	বিএড-৬৭	বিএনপি-৭৯	ব্যবসায়ী	জাপা	আদিতমারী, থানা-আদিতমারী, লালমনিরহাট
১৮	লালমনিরহাট-৩	রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ	১৯২৫	আইন	মু:ছাত্রলীগ-৪০	আইনজীবী	জাপা	গ্রাম-খাইরখাতা, থানা-লালমনিরহাট,লালমনিরহাট
১৯	রংপুর-১	লে:জে (অব) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯৩০	স্নাতক-৫০	জাপা-৮২	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	নিউ সেন পাড়া, থানা- কোতয়ালী, রংপুর
	উপ-নির্বাচন	করিম উদ্দিন ভরসা	১৯৩৭	নন ম্যাট্রিক	জাপা-৮৮	শিল্পপতি	জাপা	গ্রাম- সায়াই, থানা- কাউনিয়া, রংপুর
২০	রংপুর-২	লে:জে (অব) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯৩০	স্নাতক-৫০	জাপা-৮২	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	নিউ সেন পাড়া, থানা- কোতয়ালী, রংপুর
	উপ-নির্বাচন	পরিতোষ চক্রবর্তী	১৯৫১	মাষ্টার্স-৭২	ছাত্র ইউ-৬২	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- প্রফেসর পাড়া, থানা-বদরগঞ্জ, রংপুর
২১	রংপুর-৩	লে:জে (অব) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯৩০	স্নাতক-৫০	জাপা-৮২	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	নিউ সেন পাড়া, থানা- কোতয়ালী, রংপুর
২২	রংপুর-৪	মোঃ শাহ আলম	১৯৫৬	আই এ-৭৪	জাপা-৮২	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- সায়াই, থানা-কাউনিয়া, রংপুর
২৩	রংপুর-৫	লে:জে (অব) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯৩০	স্নাতক-৫০	জাপা-৮২	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	নিউ সেন পাড়া, থানা- কোতয়ালী, রংপুর
	উপ-নির্বাচন	মিজানুর রহমান চৌধুরী	১৯২৮	স্নাতক-৫২	মু:ছাত্রলীগ-৪৫	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম-দাশপাড়া, থানা-সদর, চাঁদপুর
২৪	রংপুর-৬	লে:জে (অব) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯৩০	স্নাতক-৫০	জাপা-৮২	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	নিউ সেন পাড়া, থানা- কোতয়ালী, রংপুর
	উপ-নির্বাচন	শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, এড.	১৯৩৯	মাষ্টার্স-৬২	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	জাপা	বাড়ী নং-১০, রোড নং-১৪২, গুলশান, ঢাকা
২৫	কুড়িগ্রাম-১	আ খ ম সহিদুল ইসলাম	১৯৪৬	স্নাতক-৭৪	ন্যাপ-৬৫	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- টেপায়কুটি, থানা-নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
২৬	কুড়িগ্রাম-২	তাজুল ইসলাম চৌধুরী	১৯৪৫	আইন	ছাত্র ইউ-৬৫	আইনজীবী	জাপা	সবুজপাড়া, থানা-কুড়িগ্রাম, কুড়িগ্রাম
২৭	কুড়িগ্রাম-৩	আমজাদ হোসেন তালুকদার	১৯৪৫	স্নাতক-৭২	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- উলিপুর, থানা-উলিপুর, কুড়িগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নির্বাচন : ১৯৭০-২০০১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
২৮	কুড়িগ্রাম-৪	মোঃ গোলাম হোসেন	১৯৪৫	আইএ-৬৬	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- বারবান্দা, থানা-রৌমারী, কুড়িগ্রাম
২৯	গাইবান্ধা-১	হাফিজুর রহমান প্রামাণিক	১৯৪৬	স্নাতক-৭১	ছাত্রলীগ-৬২	রাজনীতি	জাপা	গ্রাম- খামার যুবনী, থানা-সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা
৩০	গাইবান্ধা-২	আব্দুর রশিদ সরকার	১৯৫৫	আইন-৯০	ছাত্রলীগ-৬৮	আইনজীবী	জাপা	থানাপাড়া, গাইবান্ধা পৌরসভা, গাইবান্ধা
৩১	গাইবান্ধা-৩	টিআইএম ফজলে রাব্বী চৌধুরী	১৯৩৬	পিএইচডি-৬৫	জাপা-৮৬	শিক্ষাবিদ	জাপা	রোড নং-২১, বাসা নং-৭, সেক্টর ৪, উত্তরা, ঢাকা
৩২	গাইবান্ধা-৪	লুৎফর রহমান চৌধুরী	১৯৫৪	স্নাতক-৭৬	জাসদ-৭৮	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- পাণ্ডা পাড়া, থানা-গোবিন্দগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ
৩৩	গাইবান্ধা-৫	ফজলে রাব্বী, এড.	১৯৪৬	আইন-৬৬	ছাত্রলীগ-৫৮	আইনজীবী	জাপা	গ্রাম- গটিয়া, থানা-গাইবান্ধা, গাইবান্ধা
৩৪	জয়পুরহাট-১	মোঃ গোলাম রব্বানী	১৯৫৫	স্নাতক-৮০	ছাত্রলীগ-৬৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	আখন্দ ভবন, থানা-জয়পুরহাট, জয়পুরহাট
৩৫	জয়পুরহাট-২	আবু ইউসুফ মোঃ খলিলুর রহমান	১৯৪৪	আইন-৬৯	ছাত্রলীগ-৬০	আইনজীবী	বিএনপি	রুবাইয়া মঞ্জিল, থানা- জয়পুরহাট, জয়পুরহাট
৩৬	বগুড়া-১	ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান	১৯৩১	চিকিৎসা-৫৭	মু.লীগ-৪৫	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম- কামারপাড়া, থানা-সোনাতলা, বগুড়া
৩৭	বগুড়া-২	মোহাম্মদ শাহাদাতুজ্জামান	১৯৫৫	কামিল-৭২	জামাত-৬৮	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- মেষাখোদ, থানা-শিবগঞ্জ, বগুড়া
৩৮	বগুড়া-৩	আব্দুল মজিদ তালুকদার	১৯২০	আইন-৩৯	মু:লীগ-৩৭	কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম- ফালাইচুক্তি, থানা-আদমদিঘী, বগুড়া
৩৯	বগুড়া-৪	আজিজুল হক মোল্লা	১৯৩৩	ম্যাট্রিক-৪৬	যুবলীগ-৪৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- দেওগ্রাম, থানা-কাহালু, বগুড়া
	উপ-নির্বাচন	ডা. জিয়াউল হক মোল্লা	১৯৬৪	চিকিৎসা-৯০	বিএনপি-৯৪	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম-মালতিনগর, থানা- কোতয়ালী, বগুড়া
৪০	বগুড়া-৫	গোলাম মোঃ সিরাজ সরকার	১৯৫০	স্নাতক-৭০	বিএনপি-৯০	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- ধনকুন্তি, থানা-শেরপুর, বগুড়া
৪১	বগুড়া-৬	মজিবর রহমান	১৯৩৬	আইন-৬১	বিএনপি-৭৮	আইনজীবী	বিএনপি	মহল্লা- সুত্রাপুর, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া
৪২	বগুড়া-৭	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ-৬৩	বিএনপি-৮২	রাজনীতি	বিএনপি	বাড়ী নং-৬, শহীদ মইনুল রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
	উপ-নির্বাচন	হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু	১৯৫৩	মাষ্টার্স-৭৪	ছাত্র ইউ-৭১	কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম- ফলাফোপা, থানা-গাবতলী, বগুড়া
৪৩	নবাবগঞ্জ-১	অধ্যাপক মোঃ শাহজাহান মিঞা	১৯৪৭	মাষ্টার্স-৭০	ন্যাপ-৭০	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- শিবগঞ্জ, থানা-শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ
৪৪	নবাবগঞ্জ-২	সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন	১৯৪৩	স্নাতক-৬৩	ন্যাপ-৭০	কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম-ইসলামপুর, থানা-চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ
৪৫	নবাবগঞ্জ-৩	মোঃ লতিফুর রহমান	১৯৫৫	মাষ্টার্স-৮৫	ছাত্রশিবির-৭৭	ব্যবসায়ী	জামাত	গ্রাম- বালুবাগান, থানা-নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ
৪৬	নওগাঁ-১	আজিজুর রহমান মিয়া	১৯২৪	মাদ্রাসা-৩৭	মু:লীগ	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- নিয়ামতপুর, থানা-নিয়ামতপুর, নওগাঁ
৪৭	নওগাঁ-২	শহিদুজ্জামান সরকার	১৯৫৫	আইন-৭৯	ছাত্রলীগ-৭০	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- বীরগ্রাম, থানা-ধামইরহাট, নওগাঁ
৪৮	নওগাঁ-৩	আখতার হামিদ সিদ্দিকী	১৯৪৭	আইন-৭৬	ছাত্র ইউ-৬৩	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- উত্তর গ্রাম, থানা-মহাদেবপুর, নওগাঁ
৪৯	নওগাঁ-৪	মোঃ নাছির উদ্দিন	১৯৪৭	কামেল-৭৩	জামাত-৭৯	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- পাবইল, থানা-মান্দা, নওগাঁ
৫০	নওগাঁ-৫	শামস উদ্দিন আহমেদ	১৯৩৫	আইন-৫৬	বিএনপি-৯০	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- করনেশরপাড়া, থানা-নওগাঁ, নওগাঁ
৫১	নওগাঁ-৬	আলমগীর কবির	১৯৪৮	স্নাতক-৭৬	ছাত্র ইউ-৬২	সাংবাদিক	বিএনপি	গ্রাম- চকদেব, থানা-নওগাঁ, নওগাঁ
৫২	রাজশাহী-১	ব্যারিষ্টার মোঃ আমিনুল হক	১৯৪৩	ব্যারিষ্টার-৭৪	ছাত্র ইউ-৬২	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম-ফেল্লাবারুই পাড়া, থানা-গাদাগাড়ী, রাজশাহী
৫৩	রাজশাহী-২	মোঃ কবীর হোসেন	১৯৪১	আইন-৮৪	জাসদ-৭৩	আইনজীবী	বিএনপি	মহল্লা- সাগরপাড়া, থানা-বোয়ালিয়া, রাজশাহী
৫৪	রাজশাহী-৩	সরদার আমজাদ হোসেন	১৯৪০	মাষ্টার্স-৬৮	আ:লীগ-৭০	রাজনীতি	জাপা	গ্রাম- হামির কুৎসা, থানা-বাগমারা, রাজশাহী
৫৫	রাজশাহী-৪	তাজুল ইসলাম মোঃ ফারুক	১৯৫১	আইন-৮১	ছাত্রলীগ-৬৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- আনগাছী, থানা-দূর্গাপুর, রাজশাহী
৫৬	রাজশাহী-৫	আজিজুর রহমান	১৯৩৮	ম্যাট্রিক-৭২	আ:লীগ-৬৮	রাজনীতি	বিএনপি	মহল্লা চন্ডিপুর, থানা- বোয়ালীয়া, রাজশাহী
৫৭	নাটোর-১	ফজলুর রহমান পটল	১৯৪৯	মাষ্টার্স-৭৪	ছাত্রলীগ-৬৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- গৌরীপুর, থানা-লালপুর, নাটোর
৫৮	নাটোর-২	শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী	১৯২৯	আইএ-৪৭	আ:লীগ-৫৬	রাজনীতি	আ:লীগ	মহল্লা নীচাবাজার, থানা-নাটোর, নাটোর
	উপ-নির্বাচন	কাজী গোলাম মোর্শেদ	১৯৫২	মাষ্টার্স-৭৬	ছাত্রইউ-৬৮	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- আলাইপুর, থানা- নাটোর, নাটোর
৫৯	নাটোর-৩	মোঃ আবু বকর শেরকোলী	১৯৩৩	ফাজিল-৫৪	মু:লীগ-৬০	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- শেরকোল, থানা-শিংড়া, নাটোর

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
৬০	নাটোর-৪	অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস	১৯৪৬	মাষ্টার্স-৬৭	ছাত্রলীগ-৬২	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- বাদাসা, থানা-গুরুদাসপুর, নাটোর
৬১	সিরাজগঞ্জ-১	মোহাম্মদ নাসিম	১৯৪৮	মাষ্টার্স-৭২	ছাত্রলীগ-৬৫	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- কুড়িপাড়া, থানা-সিরাজগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
৬২	সিরাজগঞ্জ-২	মির্জা মুবারুজ্জামান	১৯৩৮	আইএ-৫৮	ছাত্রলীগ-৫২	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- ধানবাদিদ, থানা-কোতয়ালী, সিরাজগঞ্জ
৬৩	সিরাজগঞ্জ-৩	আব্দুল মান্নান তালুকদার	১৯৩৬	আইএ-৫৭	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	জিএম, ছিলালী রোড, থানা-সিরাজগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
৬৪	সিরাজগঞ্জ-৪	এম আকবর আলী	১৯৩৯	আইন	বিএনপি-৯১	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- বড়হর, থানা-উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ
৬৫	সিরাজগঞ্জ-৫	মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান	১৯৩৪	স্নাতক-৫৫		কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম- শেরনগর, থানা-বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
৬৬	সিরাজগঞ্জ-৬	মুহাম্মদ আনছার আলী সিদ্দিকী	১৯৩৩	মাষ্টার্স-৭৭	বিএনপি-৯১	সরকারি কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- চর হুনিমাবাদ, থানা-চৌহালী, সিরাজগঞ্জ
৬৭	সিরাজগঞ্জ-৭	কামরুদ্দিন এহিয়া খান মজলিস	১৯৪৯	স্নাতক-৬৯	ছাত্র ইউ-৬৭	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- দরগাপাড়া, থানা-শাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
৬৮	পাবনা-১	মওলানা মতিউর রহমান নিজামী	১৯৪৩	স্নাতক-৬৭	যুক্তফ্রন্ট-৫৭	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- বোয়াইলমারী, থানা-সাঁথিয়া, পাবনা
৬৯	পাবনা-২	ওসমান গণি খান	১৯২৩	মাষ্টার্স-৪৫	বিএনপি-৮৯	সরকারী কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- খোপানীলেন্দা, থানা-বেড়া, পাবনা
৭০	পাবনা-৩	গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব) সাইফুল আজম	১৯৪১	স্নাতক-৬৫	বিএনপি-৮৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- খলিসাদহ, থানা-ফরিদপুর, পাবনা
৭১	পাবনা-৪	সিরাজুল ইসলাম সরদার	১৯৫৩	স্নাতক-৭৪	ছাত্র ইউ	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- ঘাষাইল, থানা-ঈশ্বরদী, পাবনা
৭২	পাবনা-৫	মাওলানা আব্দুস সোবহান	১৯২৯	ফাজেল-৫৪	জামাত-৫১	রাজনীতি	জামাত	হাজী মোহাম্মদ মোহসীন রোড, থানা-পাবনা, পাবনা
৭৩	মেহেরপুর-১	অধ্যাপক আব্দুল মান্নান	১৯৪৪	আইন-৮৩	ছাত্রলীগ-৫৪	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	'বনানী', মেহেরপুর পৌরসভা, মেহেরপুর
৭৪	মেহেরপুর-২	মোঃ আব্দুল গণি	১৯৪৮	মাষ্টার্স-৭৫	ছাত্র ইউ-৬৫	রাজনীতি	বিএনপি	গাম- কুমারীডাঙ্গা, থানা-গাংনী, মেহেরপুর
৭৫	কুষ্টিয়া-১	আহসানুল হক মোল্লা	১৯৩২	ম্যাট্রিক-৫০	আ:লীগ-৫০	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- গংগোরামপুর, থানা-দৌলতপুর, কুষ্টিয়া
৭৬	কুষ্টিয়া-২	আব্দুর রউফ চৌধুরী	১৯৩৬	স্নাতক-৬২	মু:ছাত্রলীগ-৪৬	রাজনীতি	বিএনপি	৯২, এন, এস রোড, থানাপাড়া, কুষ্টিয়া
৭৭	কুষ্টিয়া-৩	কে এম আব্দুল খালেক চন্টু	১৯৪৬	স্নাতক-৬৮	ন্যাপ-৫৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মধুপুর, থানা-কুষ্টিয়া, কুষ্টিয়া
৭৮	কুষ্টিয়া-৪	আব্দুল আওয়াল মিয়া	১৯৪৫	আইন-৮৭	আ:লীগ-৭৭	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- কৃষ্ণপুর, থানা-কুমারখালী, কুষ্টিয়া
৭৯	চুয়াডাঙ্গা-১	মিঞা মোহাম্মদ মনসুর আলী	১৯৩০	আই এ	মু:ন্যাশনাল	ব্যবসায়ী	বিএনপি	আল মিরাজ, পুরাতন হাসপাতাল পাড়া, চুয়াডাঙ্গা
৮০	চুয়াডাঙ্গা-২	মাওলানা হাবিবুর রহমান	১৯৩৭	ফাজেল-৬৩	জামাত-৬৫	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- লোকনাথপুর, থানা-দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা
৮১	ঝিনাইদহ-১	আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল ওহাব	১৯৫৪	আইএ-৭৪	বিএনপি-৭৮	কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম- বাড়টিয়া, থানা-শৈলকোপা, ঝিনাইদহ
৮২	ঝিনাইদহ-২	মোহাম্মদ মশিউর রহমান	১৯৫৪	স্নাতক-৭৬	ছাত্র ইউ-৬৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- ফন্যাদহ, থানা-হরিনাকুন্ড, ঝিনাইদহ
৮৩	ঝিনাইদহ-৩	মোঃ শহিদুল ইসলাম	১৯৫০	বিপিএড-৭৩	ছাত্র ইউ-৬৮	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- ভালাইপুর, থানা-মহেশপুর, ঝিনাইদহ
৮৪	ঝিনাইদহ-৪	শহিদুজ্জামান চেন্টু	১৯৪৮	স্নাতক-৬৯	ছাত্র ইউ-৬৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- হাসনহাটি, থানা-কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ
৮৫	যশোর-১	তবিবর রহমান সরদার	১৯৩২	আইন-৫৭	মু:ছাত্রলীগ-৪৭	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- বারিপোতা, থানা-শার্শা, যশোর
৮৬	যশোর-২	অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম	১৯৪৫	মাষ্টার্স-৭৩	ছাত্রলীগ-৬১	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- কৃষ্ণনগর, থানা-ঝিকরগাছা, যশোর
৮৭	যশোর-৩	মোঃ রওশন আলী, এড.	১৯২৪	আইন-৪৫	মু:লীগ-৪৫	আইনজীবী	আ:লীগ	এম এম আলী রোড, থানা-কোতয়ালী, যশোর
	উপ-নির্বাচন	তরিকুল ইসলাম	১৯৪৬	মাষ্টার্স-৬৮	ছা:ইউ-৬২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	মহল্লা-পূর্ব ঘোপ, থানা- কোতয়ালী, যশোর
৮৮	যশোর-৪	শাহ হাদীউজ্জামান	১৯৩৯	ম্যাট্রিক-৫৭	ছাত্র ইউ-৫৭	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম-নওয়াপাড়া, থানা-অভয় নগর, যশোর
৮৯	যশোর-৫	খান টিপু সুলতান	১৯৫০	আইন	ছাত্রলীগ-৬৬	আইনজীবী	আ:লীগ	আব্দুল আজিজ সড়ক, পুরাতন কসবা, যশোর
৯০	যশোর-৬	মাও: মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	১৯৫৪	মাষ্টার্স-৭৬	ই:ছাত্রসংঘ-৬৬	ব্যবসায়ী	জামাত	গ্রাম- হিজলডাঙ্গা, থানা-কেশবপুর, যশোর
৯১	মাগুরা-১	মে.জে. (অব) মজিদ উল হক	১৯২৬	ইঞ্জিনিয়ার	বিএনপি-৮৯	সামরিক কর্মকর্তা	বিএনপি	বাসা নং-৮৫, সড়ক নং-৬, ডি ও এইচ এস, বনানী, ঢাকা
৯২	মাগুরা-২	মোঃ আহাদুজ্জামান, এড.	১৯৩৫	আইন	আ:লীগ-৫৪	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- জোকা, থানা- মোহাম্মদপুর, মাগুরা
	উপ-নির্বাচন	কাজী সলিমুল হক	১৯৫১	এমবিএ	বিএনপি-৯১	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- বামন খালী, থানা- শালিখা, মাগুরা

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
৯৩	নড়াইল-১	ধীরেন্দ্র নাথ সাহা	১৯৩২	আইএ-৫২	ষ্টুডেন্ট কং-৪৬	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- ঘায়ইপাড়া, থানা-কালিয়া, নড়াইল
৯৪	নড়াইল-২	শরীফ খসরুজ্জামান	১৯৪৭	স্নাতক-৬৮'	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	১৭২, খালিশপুর হাউজিং এষ্টেট, খুলনা
৯৫	বাগেরহাট-১	ডা. মোজাম্মেল হোসেন	১৯৪০	চিকিৎসা-৬৮	ছাত্রলীগ-৬৫	চিকিৎসক	আ:লীগ	গ্রাম-দক্ষিণ কচুবুনিয়া, থানা-মাতৃলগঞ্জ, বাগেরহাট
৯৬	বাগেরহাট-২	এএসএম মোস্তাফিজুর রহমান	১৯৩৪	স্নাতক-৫৫'	বিএনপি-৭৭	সামরিক কর্মকর্তা	বিএনপি	বাসা নং-৪৩, রোড নং-৩৭, গুলশান, ঢাকা
৯৭	বাগেরহাট-৩	আব্দুল খালেক তালুকদার	১৯৫২	স্নাতক-৭৪'	ছাত্রলীগ-৬৫	কৃষিজীবী	'আ:লীগ	৩১, মুন্সীপাড়া ৩য় গলি, খুলনা
৯৮	বাগেরহাট-৪	মুফতি আব্দুস সাত্তার আকন	১৯৩১	ফাজেল-৫৪	জামাত-৫২	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- ঢালিতাবুনিয়া, থানা-মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট
৯৯	খুলনা-১	শেখ হারুনর রশিদ	১৯৪৬	স্নাতক-৬৮'	ছাত্রলীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- ভেটিয়াতলা, থানা-বটিয়াঘাটা, খুলনা
১০০	খুলনা-২	শেখ রাজ্জাক আলী, এড.	১৯১৮	আইন-৫৪	ন্যাপ-৬০	আইনজীবী	বিএনপি	৯নং ফারাজীপাড়া রোড, খুলনা
১০১	খুলনা-৩	মোঃ আশরাফ হোসেন	১৯৪১	স্নাতক-৬১'	শ্রমিক ফেডা-৬৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	রোড-১৭৩, প্লট-২০, খালিশপুর আ/এ, খুলনা
১০২	খুলনা-৪	এসএম মোস্তফা রশিদী সুজা	১৯৫৩	স্নাতক-৭৩	ছাত্র ইউ-৬৭	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	৫০, টুটপাড়া ইষ্টলিংক রোড, টুটপাড়া, খুলনা
১০৩	খুলনা-৫	সালাহ উদ্দিন ইউসুফ, এড.	১৯৩১	আইন-৬৫	ছাত্রলীগ-৫৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- ধোপা খোলা, থানা-ফুলতলা, খুলনা
১০৪	খুলনা-৬	শাহ মু: ফজলুল কুদ্দুস	১৯৪৪	মাষ্টার্স-৬৮	ই:ছাত্রসংঘ-৬৩	ব্যবসায়ী	জামাত	গ্রাম-জায়গীর মহল, থানা-কয়রা, খুলনা
১০৫	সাতক্ষীরা-১	শেখ আনছার আলী	১৯৪৬	আইন-৬৯	ই:ছাত্রসংঘ-৬২	আইনজীবী	জামাত	গ্রাম- উথালী, থানা-তালা, সাতক্ষীরা
১০৬	সাতক্ষীরা-২	কাজী শামসুর রহমান	১৯৩৭	এমএড-৬৫	জামাত-৬৯	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- সুলতানপুর, থানা- সাতক্ষীরা, সাতক্ষীরা
১০৭	সাতক্ষীরা-৩	এ এম রিয়াসাত আলী বিশ্বাস	১৯৩৬	স্নাতক-৫৮	জামাত-৮২	ব্যবসায়ী	জামাত	গ্রাম- কুড়িকাহনিয়া, থানা-আশাশুনি, সাতক্ষীরা
১০৮	সাতক্ষীরা-৪	গাজী মনসুর আহমেদ	১৯৪৮	স্নাতক-৫৯	ছাত্রলীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- মাঝপারুলিয়া, থানা-দেবহাটা, সাতক্ষীরা
১০৯	সাতক্ষীরা-৫	গাজী নজরুল ইসলাম	১৯৫১	স্নাতক-৮৬	ছাত্রলীগ-৭০	শিক্ষাবিদ	জামাত	গ্রাম- চকবারা, থানা-শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
১১০	বরগুনা-১	ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু	১৯৪৮	আইন-৮০	ছাত্রলীগ-৬২	আইনজীবী	আ:লীগ	গভ: হাই স্কুল রোড, থানা-বরগুনা, বরগুনা
১১১	বরগুনা-২	নুরুল ইসলাম মনি	১৯৫৫	বিএ -৭৫	ছাত্রইউ	ব্যবসায়ী	স্বতন্ত্র	গ্রাম- মাঝিক খালী, থানা-পাথরঘাটা, বরগুনা
১১২	বরগুনা-৩	মজিবর রহমান তালুকদার	১৯২৮	স্নাতক-৫৮	আ:লীগ-৫১	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- মুনসেফপাড়া, থানা- পটুয়াখালী, পটুয়াখালী
১১৩	পটুয়াখালী-১	এম কেরামত আলী	১৯২৬	স্নাতক	বিএনপি-৯০	সরকারী কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- দুমকী, থানা-পটুয়াখালী, পটুয়াখালী
১১৪	পটুয়াখালী-২	আ স ম ফিরোজ	১৯৫৩	মাষ্টার্স-৭৫	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- কালাইয়া, থানা- বাউফল, পটুয়াখালী
১১৫	পটুয়াখালী-৩	আখম জাহাঙ্গীর হোসাইন	১৯৫৪	স্নাতক-৭৪	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- চরচন্দ্রাইল, থানা-গলাচিপা, পটুয়াখালী
১১৬	পটুয়াখালী-৪	আনোয়ার উল ইসলাম	১৯৩৯	আইএ-৭৪	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- খেপুপাড়া, থানা-কলাপাড়া, পটুয়াখালী
১১৭	ভোলা-১	তোফায়েল আহম্মেদ	১৯৪৩	মাষ্টার্স-৬৬	ছাত্রলীগ-৬০	রাজনীতি	আ:লীগ	গাজীপুর রোড, ভোলা পৌরসভা, ভোলা
১১৮	ভোলা-২	তোফায়েল আহম্মেদ	১৯৪৩	মাষ্টার্স-৬৬'	ছাত্রলীগ-৬০	রাজনীতি	আ:লীগ	গাজীপুর রোড, ভোলা পৌরসভা, ভোলা
	উপ-নির্বাচন	মোশারেফ হোসেন শাজাহান	১৯৩৯	আইন-৬৪	আ:লীগ-৭০	আইনজীবী	বিএনপি	ভোলা শহর (সদর রোড), থানা- ভোলা, ভোলা
১১৯	ভোলা-৩	মে.(অব) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ	১৯৪৪	মাষ্টার্স-৬৫	জাপা-৮৬	সামরিক কর্মকর্তা	স্বতন্ত্র	গ্রাম- লালমোহন, থানা-লালমোহন, ভোলা
১২০	ভোলা-৪	মোঃ নজরুল ইসলাম	১৯৪৩	মাষ্টার্স-৬৬	ছাত্রলীগ-৬০	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- দক্ষিণ ফ্যাশন, থানা-চরফ্যাশন, ভোলা
	উপ-নির্বাচন	মোঃ জাফর উল্লাহ চৌধুরী						
১২১	বাকেরগঞ্জ-১	আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ	১৯৪৪	স্নাতক	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- সেয়াল, থানা-আগৈলঝড়া, বরিশাল
১২২	বাকেরগঞ্জ-২	রাশেদ খান মেনন	১৯৪৩	মাষ্টার্স-৬৪	ছাত্রইউ-৬০	রাজনীতি	ওয়ার্কার্সপার্টি	গ্রাম- বাহেরচর, থানা-বাবুগঞ্জ, বরিশাল
১২৩	বাকেরগঞ্জ-৩	মোশাররফ হোসেন মংড	১৯৪৬	স্নাতক-৬৯	ছাত্র ইউ-৬২	ব্যাংক কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- মহিষগুদি, থানা-মুলাদী, বরিশাল
১২৪	বাকেরগঞ্জ-৪	মহীউদ্দিন আহম্মদ	১৯৩৪	স্নাতক	ছাত্রলীগ	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম-কালিকাপুর, থানা-মেহেন্দীগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ
১২৫	বাকেরগঞ্জ-৫	আব্দুর রহমান বিশ্বাস	১৯২৬	আইন	মু:লীগ	আইনজীবী	বিএনপি	গোয়ালেন্দ দাস রোড, থানা-কোতয়ালী, বরিশাল

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
	উপ-নির্বাচন	মজিবর রহমান সারোয়ার	১৯৫৬	আইন-৮৮	ট্রেড ইউ.-৭৪	আইনজীবী	বিএনপি	১৯ লিলু রোড, ইস্কাটন, ঢাকা
১২৬	বাকেরগঞ্জ-৬	মোহাম্মদ ইউনুস খান	১৯৪৫	মাষ্টার্স-৬৬	ছাত্রইউ-৬৩	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	২০ পার্ক রোড, থানা- গুলশান, ঢাকা
	উপ-নির্বাচন	প্রফেসর আব্দুর রশিদ খান				শিক্ষাবিদ	বিএনপি	
১২৭	ঝালকাঠি-১	মে.(অব) শাহজাহান ওমর	১৯৪৯	ব্যারিষ্টার	বিএনপি-৭৮	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- সাংগর, থানা-রাজাপুর, ঝালকাঠি
১২৮	ঝালকাঠি-২	গাজী আজিজ ফেরদৌস					বিএনপি	মহল্লা আড়ং, পৌর এলাকা, ঝালকাঠি
১২৯	পিরোজপুর-১	সুধাংশু শেখর হালদার, এড.	১৯৩৬	আইন	ছাত্র ইউ-৫২	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম-উত্তর ঘোষকাঠি, থানা-নাজিরপুর, পিরোজপুর
১৩০	পিরোজপুর-২	আনোয়ার হোসেন মঞ্জু	১৯৪৪	মাষ্টার্স	ছাত্রলীগ-৬৬	সম্পাদক	জাপা	গ্রাম- পূর্ব ভাণ্ডারিয়া, থানা-ভাণ্ডারিয়া, পিরোজপুর
১৩১	পিরোজপুর-৩	মহিউদ্দিন আহম্মেদ	১৯২৫	স্নাতক-৪৮	মু:ছাত্রলীগ-৩৬	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- গুলিশাখালী, থানা-মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর
১৩২	বকের+পিরোজপুর	সৈয়দ শহিদুল হক জামাল	১৯৩৯	আইএ	বিএনপি-৯১	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- লবণসাড়া, থানা-বানারীপাড়া, বরিশাল
১৩৩	টাঙ্গাইল-১	আবুল হাসান চৌধুরী	১৯৫১	মাষ্টার্স-৭৬	ছাত্রলীগ-৬৬	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- আলোকানিয়া, থানা-মধুপুর, টাঙ্গাইল
১৩৪	টাঙ্গাইল-২	আব্দুস সালাম পিন্টু	১৯৫১	আইন	ছাত্রলীগ-৬৯	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- গুলিপেচা, থানা-গোপালপুর, টাঙ্গাইল
১৩৫	টাঙ্গাইল-৩	লুৎফর রহমান খান আজাদ	১৯৫৭	আইএ-৭৪	জাসদ-৭৩	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- বগুড়া, থানা- ঘাটাইল, টাঙ্গাইল
১৩৬	টাঙ্গাইল-৪	শাহজাহান সিরাজ	১৯৪৩	স্নাতক-৬৯	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	জাসদ	গ্রাম- বেতডোবা, থানা-কালিহাতী, টাঙ্গাইল
১৩৭	টাঙ্গাইল-৫	মে. জে.(অব) মাহমুদুল হাসান	১৯৩৬	ইঞ্জি:-৫৬	জাপা-৮৬	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	গ্রাম- সন্তোষ, থানা-টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল
১৩৮	টাঙ্গাইল-৬	খন্দকার আবু তাহের	১৯২৯	স্নাতক-৫০	বিএনপি-৯১	সরকারী কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- মাইলজানি, থানা-নাগরপুর, টাঙ্গাইল
১৩৯	টাঙ্গাইল-৭	খন্দকার বদর উদ্দিন	১৯৩৬	আইন-৬০	মু:ছাত্রলীগ-৪৬	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- বানিয়ারা, থানা-মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
১৪০	টাঙ্গাইল-৮	হুমায়ন খান পন্নী	১৯২২	স্নাতক-৪৩	বিএনপি-৭৮	কুটনীতিক	বিএনপি	গ্রাম- করটিয়া, থানা-বাসাইল, টাঙ্গাইল
১৪১	জামালপুর-১	আবুল কালাম আজাদ	১৯৩৯	আইন-৭২	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- উজান খেওয়ার চর, থানা-বক্সিগঞ্জ, জামালপুর
১৪২	জামালপুর-২	মোঃ রাশেদ মোশাররফ	১৯৪১	স্নাতক-৬১	আ:লীগ-৬৩	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- তেতুরিয়া, থানা-ইসলামপুর, জামালপুর
১৪৩	জামালপুর-৩	মির্জা আজম	১৯৬২	স্নাতক-৮৪	ছাত্রলীগ-৭৭	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- বালিজুড়ী, থানা-মাদারগঞ্জ, জামালপুর
১৪৪	জামালপুর-৪	আব্দুস সালাম তালুকদার	১৯৩৬	ব্যারিষ্টার	ডেমো:লীগ-৭৬	আইনজীবী	বিএনপি	৮০, ডি ও এইচ এস, বনানী, ঢাকা
১৪৫	জামালপুর-৫	মোহাম্মদ সিরাজুল হক	১৯৫২	স্নাতক-৭৩	ছাত্রমঙ্গল-৬৫	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মিয়াপাড়া, থানা-জামালপুর, জামালপুর
১৪৬	শেরপুর-১	শাহ রফিকুল বারী চৌধুরী	১৯৫২	স্নাতক-৭২	ছাত্রলীগ-৬৯	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- চর বাবনা, থানা- সদর, শেরপুর
১৪৭	শেরপুর-২	বেগম মতিয়া চৌধুরী	১৯৪২	মাষ্টার্স-৬৮	ছাত্র ইউ-৬২	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- বালেশ্বরী, থানা-নকলা, শেরপুর
১৪৮	শেরপুর-৩	ডা. মোঃ সেরাজুল হক	১৯৩৪	চিকিৎসা-৬৭	জাসদ-৭৩	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম- গুদা নারায়নপুর, থানা-শেরপুর, শেরপুর
	উপ-নির্বাচন	মোঃ মাহমুদুল হক (রুবেল)	১৯৭১	আইএ	বিএনপি-৯১	ব্যবসায়ী	স্বতন্ত্র	গ্রাম- গুদানারায়নপুর, থানা- শেরপুর, শেরপুর
১৪৯	ময়মনসিংহ-১	প্রমোদ মানকিন	১৯৩৯	আইন-৮০	আ:লীগ-৯০	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- ফতুল্লা, থানা-হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
১৫০	ময়মনসিংহ-২	মোঃ শামসুল হক	১৯৩০	আইএ	মু:ছাত্রলীগ-৪৪	সমাজসেবী	আ:লীগ	পণ্ডিত পাড়া, ময়মনসিংহ পৌরসভা, ময়মনসিংহ
১৫১	ময়মনসিংহ-৩	নজরুল ইসলাম সরকার	১৯৫৩	স্নাতক-৭৪	ছাত্রলীগ-৬৯	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- সহনাটি, থানা-গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
	উপ-নির্বাচন	রওশন আরা বেগম			আ:লীগ	গৃহিনী	আ:লীগ	ধানমন্ডী, ঢাকা
১৫২	ময়মনসিংহ-৪	এ কে এম ফজলুল হক	১৯৩৬	আইএ-৫৬	মু:লীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	বিএনপি	এস এ সরকার রোড, সানকীপাড়া, ময়মনসিংহ
১৫৩	ময়মনসিংহ-৫	কেরামত আলী তালুকদার	১৯২২	স্নাতক-৪৪	মু:লীগ	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- সোনারগাঁও, থানা-মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
১৫৪	ময়মনসিংহ-৬	খন্দকার আমিরুল ইসলাম	১৯৫২	আইএ-৭০	ছাত্র ইউ-৬৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- বৈলাজান, থানা-ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ
১৫৫	ময়মনসিংহ-৭	মোঃ আব্দুল খালেক	১৯৫৪	স্নাতক-৭৪	ছাত্রলীগ-৬৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- দরিরামপুর, ডাক- ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
১৫৬	ময়মনসিংহ-৮	খুররম খান চৌধুরী	১৯৪৬	স্নাতক-৭০	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- মোয়াজ্জেমপুর, থানা-নান্দাইল, ময়মনসিংহ

বাংলাদেশের নির্বাচন ঃ ১৯৭০-২০০১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
১৫৭	ময়মনসিংহ-৯	আনোয়ারুল হোসেন খান চৌধুরী	১৯৪৩	মাষ্টার্স	ছাত্রলীগ-৬০	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম-বাহাদুরপুর হাউস, থানা-নান্দাইল,ময়মনসিংহ
১৫৮	ময়মনসিংহ-১০	আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ	১৯৪৭	স্নাতক-৬৯	ছাত্র ইউ-৬২	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- বাগুয়া, থানা-গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
১৫৯	ময়মনসিংহ-১১	আমান উল্লাহ চৌধুরী	১৯৩৫	স্নাতক-৫৬	এনএসএফ-৫৮	সাংস্কৃতিক কর্মী	বিএনপি	গ্রাম- ধামশুর, ডাক- ভালুকা, ময়মনসিংহ
১৬০	ময়মন+ নেত্র	মোঃ মোশাররফ হুসেন	১৯৪৩	আইন-৭৫	ছাত্রলীগ-৬১	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম-লাউখাই, থানা-পূর্বধলা, নেত্রকোনা
১৬১	নেত্রকোনা-১	মোঃ আব্দুল করিম, এড.	১৯৩৮	আইন-৭৬	ছাত্রলীগ-৬৪	আইনজীবী	বিএনপি	মসজিদ কোয়ার্টার, থানা- নেত্রকোনা, নেত্রকোনা
১৬২	নেত্রকোনা-২	মোঃ আবু আব্বাছ	১৯৩৩	ম্যাট্রিক-৫৭	ছাত্রইউ-৫৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মৌজে বালি, থানা- নেত্রকোনা, নেত্রকোনা
১৬৩	নেত্রকোনা-৩	এম জবেদ আলী, এড.	১৯৩০	আইন-৬০	ছাত্রলীগ-৫২	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- কাউরাট, থানা-কেন্দুয়া, নেত্রকোনা
১৬৪	নেত্রকোনা-৪	লুৎফুজ্জামান বাবর	১৯৫৮	স্নাতক	বিএনপি-৮০	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- বাড়ী ভাদেরা, থানা-মদন, নেত্রকোনা
১৬৫	কিশোরগঞ্জ-১	এবিএম জাহিদুল হক	১৯৪৬	আইন	বিএনপি	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- [illegible], থানা-পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ
১৬৬	কিশোরগঞ্জ-২	মে. (অব) আখতারুজ্জামান	১৯৫৩	স্নাতক-৮৬	ছাত্র ইউ-৬৮	সামরিক কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- গচিহাটা, থানা-কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ
১৬৭	কিশোরগঞ্জ-৩	মাও. আতাউর রহমান খান	১৯৪৫	কামেল-৬২	ই:ছাত্রসমাজ-৫৮	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	নুর মনজিল, জামিয়া রোড, কিশোরগঞ্জ
১৬৮	কিশোরগঞ্জ-৪	ড. মিজানুল হক	১৯৪৭	পিএইচডি-৮০	ছাত্রইউ-৬৪	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- করিমগঞ্জ, থানা- করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
১৬৯	কিশোরগঞ্জ-৫	আব্দুল হামিদ, এড.	১৯৪৪	আইন-৭৫	ছাত্রলীগ-৫৩	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- কামালপুর, থানা- মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ
১৭০	কিশোরগঞ্জ-৬	আমির উদ্দিন আহম্মদ	১৯২৪	স্নাতক-৪৮	মু:ছাত্রলীগ-৪৪	সমাজসেবা	বিএনপি	গ্রাম-নিকলীবালিয়া হাটি, থানা-নিকলী, কিশোরগঞ্জ
১৭১	কিশোরগঞ্জ-৭	ডা. আব্দুল লতিফ ভুঞা	১৯২৯	পিএইচডি-৬৬	বিএনপি-৭৮	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- জামালপুর, থানা-ভৈরব, কিশোরগঞ্জ
১৭২	মানিকগঞ্জ-১	খন্দকার দেলোয়ার হোসেন	১৯৩৩	আইন-৫৫	ন্যাপ-৫৭	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- পাচুরিয়া, থানা-ঘিওর, মানিকগঞ্জ
১৭৩	মানিকগঞ্জ-২	হারুনার রশিদ খান মুন্নু	১৯৩৭	সিএ	বিএনপি-৯০	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম-পশ্চিম আজিমনগর, থানা-হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ
১৭৪	মানিকগঞ্জ-৩	নিজাম উদ্দিন খান, এড.	১৯৩১	আইন-৫৮	মু:ছাত্রলীগ-৪৫	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- গুসুণ্ডা, থানা-মানিকগঞ্জ, মানিকগঞ্জ
১৭৫	মানিকগঞ্জ-৪	শামসুল ইসলাম খান	১৯৩০	স্নাতক	ছাত্রলীগ-৪৪	শিল্পপতি	বিএনপি	৭২৭, সাতমসজিদ রোড, ধানমন্ডি, আ/এ, ঢাকা
১৭৬	মুন্সিগঞ্জ-১	এফিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী	১৯২৯	চিকিৎসা	বিএনপি-৭৮	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম- মজিদপুর, থানা- শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
১৭৭	মুন্সিগঞ্জ-২	উ.ক. (অব) এম হামিদুল্লাহ খান	১৯৪০	স্নাতক	বিএনপি-৭৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মেদিনী মন্ডল, থানা-লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
১৭৮	মুন্সিগঞ্জ-৩	এম শামসুল ইসলাম	১৯৩২	আইন-৫৮	এনডিএফ-৬০	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- সুখবাসপুর, থানা-মুন্সিগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ
১৭৯	মুন্সিগঞ্জ-৪	মোঃ আব্দুল হাই	১৯৪৯	স্নাতক-৭০	ছাত্রইউ-৬৬	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- গোশাইবাগ, থানা-মুন্সিগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ
১৮০	ঢাকা-১	ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা	১৯৪৩	ব্যারি-৬৯	বিএনপি-৭৭	আইনজীবী	বিএনপি	বাসা নং-৩১, রোড নং-৫, ধানমন্ডি, ঢাকা
১৮১	ঢাকা-২	আব্দুল মান্নান	১৯৪২	সিএ-৬৭	বিএনপি-৯১	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- গোবিন্দপুর, থানা-নবাবগঞ্জ, ঢাকা
১৮২	ঢাকা-৩	আমান উল্লাহ আমান	১৯৬২	মাষ্টার্স-৮৭	ছাত্রদল	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- হযরতপুর কান্দি, থানা-কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
১৮৩	ঢাকা-৪	সালাহ উদ্দিন আহমেদ	১৯৫৬	স্নাতক-৭৬	বিএনপি-৭৭	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- শ্যামপুর, থানা- ডেমরা, ঢাকা
১৮৪	ঢাকা-৫	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ-৬৩	বিএনপি-৮২	রাজনীতি	বিএনপি	বাড়ি-৬, শহীদ মইনুল রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
	উপ-নির্বাচন	মে.(অব) কামরুল ইসলাম	১৯৫২	আইএ-৭০	বিএনপি-৯১	ব্যবসায়ী	বিএনপি	২৪ পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা
১৮৫	ঢাকা-৬	মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ	১৯৫১	স্নাতক	যুবদল-৭৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	৮৭১, দক্ষিণ শাহজাহানপুর, ঢাকা
১৮৬	ঢাকা-৭	সাদেক হোসেন খোকা	১৯৫০	মাষ্টার্স-৭৩	ছাত্রইউনিয়ন-৬৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	৪/১, গোপীবাগ, ১ম গলি, ঢাকা-১২০৩
১৮৭	ঢাকা-৮	লে.জে (অব) মীর শওকত আলী	১৯৩৮	স্নাতক	বিএনপি-৮৭	সামরিক কর্মকর্তা	বিএনপি	১৪৯, মালীবাগ বাজার রোড, ঢাকা
১৮৮	ঢাকা-৯	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ-৬৩	বিএনপি-৮২	রাজনীতি	বিএনপি	বাড়ি-৬, শহীদ মইনুল রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
	উপ-নির্বাচন	ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার	১৯৩১	ব্যারিষ্টার-৬৭	ছা:ফেডা:-৪৫	আইনজীবী	বিএনপি	নুতন বাড়ী, তজলপুর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়
১৮৯	ঢাকা-১০	মেজর (অব) আব্দুল মান্নান	১৯৪২	স্নাতক-৬৪	বিএনপি-৭৭	শিল্পপতি	বিএনপি	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
১৯০	ঢাকা-১১	হারুন আর রশিদ মোল্লা	১৯৩৫	নন ম্যাট্রিক	আ:লীগ-৫২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	১নং আলুব্দী, ডাক-মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা
	উপ-নির্বাচন	সৈয়দ মোঃ মহসিন					বিএনপি	
১৯১	ঢাকা-১২	মোঃ নিয়ামত উল্যাহ				ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- বড়দেশা, থানা-সাভার, ঢাকা
১৯২	ঢাকা-১৩	ব্যারিষ্টার জিয়াউর রহমান খান	১৯৪৫	ব্যারি-৭৫	জাতীয়লীগ-৭৭	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- বালিয়া, থানা-ধামরাই, ঢাকা
১৯৩	গাজীপুর-১	মোঃ রহমত আলী, এড.	১৯৪৫	আইন	ছাত্রলীগ-৫৮	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- শ্রীপুর, থানা-শ্রীপুর, গাজীপুর
১৯৪	গাজীপুর-২	অধ্যাপক এম এ মান্নান	১৯৫০	মাষ্টার্স-৭৭	বিএনপি-৭৮	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	
১৯৫	গাজীপুর-৩	ডা. আসফার হোসেন মোল্লা	১৯৫৪	চিকিৎসা	ছাত্রলীগ-৬৮	চিকিৎসক	আ:লীগ	গ্রাম- জামালপুর, থানা-কালীগঞ্জ, গাজীপুর
১৯৬	গাজীপুর-৪	ব্রি. (অব) আ.স.ম. হান্নান শাহ	১৯৪২	স্নাতক-৬২	বিএনপি-৮৩	সামরিক কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- ঘাগটিয়া, থানা-কাপাসিয়া, গাজীপুর
১৯৭	নরসিংদী-১	সামসুদ্দিন আহমেদ ইসহাক	১৯৪১	ম্যাট্রিক-৫৯	ইউপিপি-৬৯	শ্রমিক নেতা	বিএনপি	গ্রাম- নৌয়াকন্দ, ডাক- নরসিংদী, নরসিংদী
১৯৮	নরসিংদী-২	ড. আব্দুল মঈন খান	১৯৪৭	পিএইচডি-৭২	বিএনপি-৯০	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- চরনগরদী, থানা-পলাশ, নরসিংদী
১৯৯	নরসিংদী-৩	আব্দুল মান্নান ভুইয়া	১৯৪৩	আইন-৬৭	ছাত্রইউ-৫৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	বলাকা, ৭ গ্রীণ রোড, ঢাকা
২০০	নরসিংদী-৪	সরদার সাখাওয়াত হোসেন	১৯৫২	আইন-৮৬	ছাত্রইউ-৬৭	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- হাফিজপুর, থানা-মনোহরদী, নরসিংদী
২০১	নরসিংদী-৫	আব্দুল আলী মৃধা	১৯৫৩	স্নাতক-৭৪	ছাত্রইউ-৬৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- করিমগঞ্জ, থানা-রায়পুরা, নরসিংদী
২০২	নারায়ণগঞ্জ-১	আব্দুল মতিন চৌধুরী	১৯৪০	স্নাতক	মু:লীগ-৬০	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম-কেন্দুয়া খালপাড়া, থানা-রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
২০৩	নারায়ণগঞ্জ-২	আতাউর রহমান খান	১৯৫০	স্নাতক-৭৩	বিএনপি-৯০	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- ইলমদী, থানা-আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ
২০৪	নারায়ণগঞ্জ-৩	অধ্যাপক রেজাউল করিম	১৯৪৯	মাষ্টার্স-৭৩	বিএনপি-৭৭	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম-রামগোবিন্দের গাঁও, থানা-সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
২০৫	নারায়ণগঞ্জ-৪	সিরাজুল ইসলাম	১৯৪৩	স্নাতক	ছাত্রলীগ-৬১	ব্যবসায়ী	বিএনপি	২৮/১, মহিম গাঙ্গুলী রোড, টানবাজার,নারায়ণগঞ্জ
২০৬	নারায়ণগঞ্জ-৫	আবুল কালাম, এড.	১৯৫১	আইন	ছাত্রইউ	আইনজীবী	বিএনপি	৭/১, শায়েস্তা খান রোড, নারায়ণগঞ্জ
২০৭	রাজবাড়ী-১	আব্দুল ওয়াজেদ চৌধুরী	১৯২৮	আইন-৫১	ছাত্রলীগ-৪৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- কাজলকান্দা, থানা-রাজবাড়ী, রাজবাড়ী
	উপ-নির্বাচন	কাজী কেরামত আলী	১৯৫৪	মাষ্টার্স-৭৬	ছাত্রলীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মজ্জাকান্দা, থানা- রাজবাড়ী, রাজবাড়ী
২০৮	রাজবাড়ী-২	ডা. এ কে এম আসজাদ	১৯২২	চিকিৎসা-৫১	মু:ট্রু.ফে-৩৮	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- মাগুরা ডাংগী, থানা-পাংশা, রাজবাড়ী
২০৯	ফরিদপুর-১	মোঃ আব্দুর রউফ মিয়া	১৯৪০	মাষ্টার্স-৭৩	ছাত্রলীগ-৫৭	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- মেলাজানী, থানা-বোয়ালমারী, ফরিদপুর
২১০	ফরিদপুর-২	সৈয়দা বেগম সাজেদা চৌধুরী	১৯৩৫	স্নাতক	আ:লীগ-৫৬	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- চন্দ্রপাড়া, থানা-নগরকান্দা, ফরিদপুর
২১১	ফরিদপুর-৩	চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ	১৯৪০	মাষ্টার্স-৬৩	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- কমলাপুর, থানা-কোতয়ালী, ফরিদপুর
২১২	ফরিদপুর-৪	মোঃ মোশাররফ হোসেন, এড.	১৯৩৫	আইন-৬১	ছাত্রলীগ-৫০	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- চরভূষাইল, থানা-সদরপুর, ফরিদপুর
২১৩	ফরিদপুর-৫	ডা. কাজী আবু ইউসুফ	১৯২৬	চিকিৎসা-৫৮	আ:লীগ-৬৯	চিকিৎসক	আ:লীগ	গ্রাম- কাওলীবেড়া, থানা-ভাঙ্গা, ফরিদপুর
২১৪	গোপালগঞ্জ-১	কাজী আব্দুর রশীদ	১৯৩৩	আইন-৬২	আ:লীগ-৬৩	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- মুনিয়ারকান্দি, ডাক- গোহালা, গোপালগঞ্জ
২১৫	গোপালগঞ্জ-২	শেখ ফজলুল করিম সেলিম	১৯৪৯	মাস্টার্স-৭১	ছাত্রলীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- টুঙ্গীপাড়া, থানা-টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ
২১৬	গোপালগঞ্জ-৩	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক-৭৩	ছাত্রলীগ-৬২	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- টুঙ্গীপাড়া, থানা-টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ
২১৭	মাদারীপুর-১	ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী	১৯৩৬	আইএ-৫৩	আ:লীগ-৫৭	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- চৌধুরীপাড়া, থানা- শিবচর, মাদারীপুর
	উপ-নির্বাচন	নুর-ই আলম চৌধুরী লিটন	১৯৬৪	স্নাতক-৮৬	আ:লীগ-৯১	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- চৌধুরী বাড়ী, থানা-শিবচর, মাদারীপুর
২১৮	মাদারীপুর-২	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এড.	১৯৪২	আইন-৬৪	ছাত্রলীগ-৬০	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- দক্ষিণ ডামুড্যা, থানা-ডামুড্যা, শরিয়তপুর
	উপ-নির্বাচন	শাহজাহান খান	১৯৫২	স্নাতক-৭৭	ছাত্রলীগ-৬৬	রাজনীতি	আ:লীগ	নতুন শহর, থানা- মাদারীপুর, মাদারীপুর
২১৯	মাদারীপুর-৩	সৈয়দ আবুল হোসেন	১৯৫১	আইন-৭২	ছাত্রলীগ	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	৩৭, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা
২২০	শরিয়তপুর-১	কেএম হেমায়েত উল্লাহ আওরঙ্গ	১৯৫৫	স্নাতক	ছাত্রলীগ	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- দক্ষিণ ডামুড্যা, থানা-ডামুড্যা, শরিয়তপুর

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
২২১	শরিয়তপুর-২	কর্নেল (অব) শওকত আলী	১৯৩৭	আইন-৬৯	আ:লীগ-৭৬	সামরিক কর্মকর্তা	আ:লীগ	গ্রাম- নড়িয়া, থানা-নড়িয়া, শরিয়তপুর
২২২	শরিয়তপুর-৩	আব্দুর রাজ্জাক	১৯৪২	আইন-৬৪	ছাত্রলীগ-৬০	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- দক্ষিণ ডামুড্যা, থানা-ডামুড্যা, শরিয়তপুর
২২৩	সুনামগঞ্জ-১	নাজির হোসেন	১৯৪৯	স্নাতক-৬৭	ছাত্রইউ-৬৫	রাজনীতি	সিবিপি	গ্রাম- বিন্নাকুলী, থানা-তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
২২৪	সুনামগঞ্জ-২	সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, এড.	১৯৪৫	আইন	গণতন্ত্রীপার্টি	আইনজীবী	গণতন্ত্রপার্টি	গ্রাম- আনোয়ারপুর, থানা-দিরাই, সুনামগঞ্জ
২২৫	সুনামগঞ্জ-৩	আব্দুস সামাদ আজাদ	১৯২৬	স্নাতক-৪৮	মু:ছাত্রফেডা-৪০	রাজনীতি	আ:লীগ	৮৩, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫
২২৬	সুনামগঞ্জ-৪	আব্দুল জহুর মিয়া	১৯২৫	স্নাতক-৫২	মু:ছাত্রফেডা-৪৪	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- বিন্নাকুলী, ডাক- বালাঘাট, সুনামগঞ্জ
২২৭	সুনামগঞ্জ-৫	আব্দুল মজিদ	১৯৫২	আইন-৮৭	ছাত্রইউ-৬৭	আইনজীবী	জাপা	গ্রাম- শান্তিপুর, থানা- দোয়ারা বাজার, সুনামগঞ্জ
২২৮	সিলেট-১	খন্দকার আব্দুল মালিক	১৯২৮	আইএ-৪৬	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- তোপখানা, থানা-কোতয়ালী, সিলেট
২২৯	সিলেট-২	মকসুদ ইবনে আজিজ লামা	১৯৫০	স্নাতক-৭০	ছাত্রলীগ-৬৬	রাজনীতি	জাপা	গ্রাম- শেখঘাট, থানা-কোতয়ালী, সিলেট
২৩০	সিলেট-৩	মোঃ আব্দুল মুকিত খান	১৯৪৮	স্নাতক-৬৮	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- গোপশহর, থানা-কোতয়ালী, সিলেট
২৩১	সিলেট-৪	ইমরান আহমদ	১৯৪৮	স্নাতক-৬৯	আ:লীগ-৬৬	শিল্পপতি	আ:লীগ	গ্রাম-শ্রীপুর চা বাগান, থানা-জৈয়ন্তীয়াপুর, সিলেট
২৩২	সিলেট-৫	মাও. ওবায়দুল হক	১৯৩৪	মাদ্রাসা	জমি:উলা ইস.৪৭	রাজনীতি	ইঃজোট	গ্রাম- উজিরপুর, থানা-জকিগঞ্জ, সিলেট
২৩৩	সিলেট-৬	শরফ উদ্দিন খসরু	১৯৩৬	স্নাতক-৬৫	আ:লীগ-৬২	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- দক্ষিণ ভাগ, থানা-গোপালগঞ্জ, সিলেট
২৩৪	মৌলভীবাজার-১	এবাদুর রহমান চৌধুরী	১৯৪৭	আইন-৭২	ছাত্রলীগ-৬২	আইনজীবী	জাপা	গ্রাম- গাংকুল, থানা-বড়লেখা, মৌলভীবাজার
২৩৫	মৌলভীবাজার-২	নবাব আলী আব্বাস খান	১৯৫৮	আইন-৮২	ছাত্রইউ-৭৬	আইনজীবী	জাপা	গ্রাম- পৃথিমপাশা, থানা-কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
২৩৬	মৌলভীবাজার-৩	আজিজুর রহমান	১৯৪৩	স্নাতক-৬৫	আ:লীগ-৬৮	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- গুজারাই, থানা- সদর, মৌলভীবাজার
২৩৭	মৌলভীবাজার-৪	মোঃ আব্দুস শহীদ	১৯৪৮	মাষ্টার্স-৭২	ছাত্রলীগ-৬৩	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- সিদ্ধেশ্বরপুর, থানা-কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
২৩৮	হবিগঞ্জ-১	খলিলুর রহমান চৌধুরী	১৯৪৭	নন ম্যাট্রিক	আ:লীগ-৭১	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- নবীগঞ্জ বাজার, থানা- নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
২৩৯	হবিগঞ্জ-২	শরীফ উদ্দিন আহমদ	১৯৪২	আইন-৭২	আ:লীগ-৬৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- যাত্রাপাশা, থানা-বানিয়াচঙ্গ, হবিগঞ্জ
২৪০	হবিগঞ্জ-৩	আবু লেইছ মোঃ মুবিন চৌধুরী	১৯৪২	মাষ্টার্স-৬৮	ছাত্রইউ	শিক্ষাবিদ	জাপা	সায়েস্তা নগর আ/এ, হবিগঞ্জ পৌরসভা, হবিগঞ্জ
২৪১	হবিগঞ্জ-৪	এনামুল হক মোস্তফা শহীদ	১৯৩৮	আইন	ছাত্রলীগ-৫২	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- চুনারুঘাট, থানা-চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ
২৪২	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-১	মুর্শেদ কামাল	১৯৪৭	অনার্স-৬৯	ছাত্রইউ-৬২	রাজনীতি	জাপা	গ্রাম- খান্দরা, থানা-নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৪৩	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-২	উকিল আব্দুস সাত্তার ভূঞা	১৯৩৯	আইন-৬৬	পিডিপি-৬৮	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম-সেরুড়া, থানা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৪৪	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৩	হারুন-আল-রশিদ, এড.	১৯৪০	আইন-৬৩	বিএনপি-৭৮	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- মৌলভী পাড়া, থানা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৪৫	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৪	মিয়া আব্দুল্লাহ ওয়াজেদ	১৯৪৪	ম্যাট্রিক	বিএনপি-৭৯	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- কুটি, থানা-কসবা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৪৬	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৫	কাজী মোঃ আনোয়ার হোসেন	১৯৫৫	স্নাতক-৭৫	ছাত্রলীগ-৬৮	সমাজকর্মী	জাপা	গ্রাম- মশাতুয়া, থানা-নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৪৭	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৬	এটিএম ওয়ালী আশরাফ	১৯৪০	মাষ্টার্স-৬২	ছাত্রলীগ-৬০	সম্পাদক	বিএনপি	গ্রাম- ভোলাচং, থানা-বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
	উপ-নির্বাচন	শাহজাহান মিয়া					বিএনপি	
২৪৮	কুমিল্লা-১	এম কে আনোয়ার	১৯৩৩	মাষ্টার্স	বিএনপি-৯১	সরকারী কর্মকর্তা	বিএনপি	২৩৬, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
২৪৯	কুমিল্লা-২	ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন	১৯৪৬	পিএইচডি-৭৪	ছাত্রলীগ-৬২	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- গয়েশপুর, থানা-দাউদকান্দি, কুমিল্লা
২৫০	কুমিল্লা-৩	ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া	১৯৪০	বার -৭৪	ছা.স.প.-৬১	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- শ্রীরামপুর, থানা- মুরাদনগর, কুমিল্লা
২৫১	কুমিল্লা-৪	মঞ্জুরুল আহসান মুন্সি	১৯৫০	ইঞ্জি-৭৪	বিএনপি-৯০	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- গুনাইঘর, থানা-দেবিদ্বার, কুমিল্লা
২৫২	কুমিল্লা-৫	আব্দুল মতিন খসরু	১৯৫০	আইন-৭৬	ছাত্রলীগ-৬৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- মিরপুর, থানা-ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা
২৫৩	কুমিল্লা-৬	মোঃ রেদোয়ান আহমেদ	১৯৫২	আইন	বিএনপি-৭৮	শিল্পপতি	স্বতন্ত্র	গ্রাম- ভাতাজ্ঞা, থানা-চান্দিনা, কুমিল্লা
২৫৪	কুমিল্লা-৭	এ কে এম আবু তাহের	১৯৩৫	আইএ	ছাত্রলীগ	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- সোনাইমুড়ী, থানা-বরুড়া, কুমিল্লা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নির্বাচন : ১৯৭০-২০০১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
২৫৫	কুমিল্লা-৮	কর্নেল (অব) আকবর হোসেন	১৯৪১	স্নাতক-৭০	ইউপিপি-৭৪	ব্যবসায়ী	বিএনপি	নানুয়া দিঘীরপাড়, ডাক-বড়ুপুর, কুমিল্লা
২৫৬	কুমিল্লা-৯	মনিরুল হক চৌধুরী	১৯৪৬	মাষ্টার্স-৬৯,	ছাত্রলীগ-৬২	রাজনীতি	জাপা	গ্রাম- সোয়াগ্রাম, থানা-কোতয়ালী, কুমিল্লা
২৫৭	কুমিল্লা-১০	এটিএম আলমগীর	১৯৫০	আইন	ছাত্রলীগ-৭৩	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম-কলম, থানা-লাকসাম, কুমিল্লা
২৫৮	কুমিল্লা-১১	ডা. এ কে এম কামরুজ্জামান	১৯৪০	চিকিৎসা-৬৮,	বিএনপি-৯০	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম- হরিপুর, থানা-লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা
২৫৯	কুমিল্লা-১২	কাজী জাফর আহমদ	১৯৪০	আইন	ছাত্রইউ-৫৮	রাজনীতি	জাপা	গ্রাম- চিওড়া, থানা-চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা
২৬০	চাঁদপুর-১	মেসবাহ উদ্দিন খান	১৯২৯	মাষ্টার্স'	আ:লীগ-৯১	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- গুলবাহার, থানা-কচুয়া, চাঁদপুর
২৬১	চাঁদপুর-২	মোঃ নুরুল হুদা	১৯৪৯	মাষ্টার্স-৭৫	ছাত্রইউ-৬২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	৩৮, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা
২৬২	চাঁদপুর-৩	আলম খান	১৯৬১	মাষ্টার্স-৮৫	ছাত্রলীগ-৮১	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- কল্যান্দী, থানা-চাঁদপুর, চাঁদপুর
২৬৩	চাঁদপুর-৪	অধ্যাপক মোঃ আবদুল্লাহ	১৯৩৭	এফসিপিএস-৬৬	বিএনপি-৯১	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- গোবিন্দিয়া, থানা-চাঁদপুর, চাঁদপুর
২৬৪	চাঁদপুর-৫	এম এ মতিন	১৯৪৩	স্নাতক-৬২	ন্যাপ-৬৬	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- টোরাগড়, থানা-হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর
২৬৫	চাঁদপুর-৬	আলমগীর হায়দার খান	১৯৫৪	স্নাতক,	ছাত্রইউ	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মুলপাড়া, থানা-ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর
২৬৬	ফেনী-১	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ-৬৩	বিএনপি-৮২	রাজনীতি	বিএনপি	বাড়ী-৬,শহীদ মইনুল রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
২৬৭	ফেনী-২	জয়নাল আবেদীন হাজারী	১৯৪০	স্নাতক-৭৯	ছাত্রলীগ-৬৩	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- মাষ্টার পাড়া, ডাক- ফেনী, ফেনী
২৬৮	ফেনী-৩	মাহবুবুল আলম তারা	১৯৪০	মাষ্টার্স-৬৪ -	ছাত্রইউ-৫২	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- ফয়েজ নগর, থানা-ফেনী সদর, ফেনী
২৬৯	নোয়াখালী-১	জয়নুল আবেদীন ফারুক	১৯৪৯	মাষ্টার্স-৭২-	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- ইয়ারপুর, থানা-সেনবাগ, নোয়াখালী
২৭০	নোয়াখালী-২	বরকত উল্যা বুলু	১৯৫৬	স্নাতক-৮৭	ছাত্রইউ-৬৪	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মির্জা নগর, থানা-বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
২৭১	নোয়াখালী-৩	সালাহ উদ্দিন কামরান	১৯৫৬	আইন-৮৫	বিএনপি-৭৮	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- গোবিন্দপুর, থানা-চাটখিল, নোয়াখালী
২৭২	নোয়াখালী-৪	মোঃ শাহজাহান	১৯৫৪	স্নাতক-৭৪	ছাত্রইউ-৬৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- লালপুর, থানা-সদর, নোয়াখালী
২৭৩	নোয়াখালী-৫	ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ	১৯৪০	ব্যারিষ্টার-৬৭	ছাত্র ফেডা-৬৪	আইনজীবী	জাপা	গ্রাম- মোহাম্মদ নগর, থানা-কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী
২৭৪	নোয়াখালী-৬	মোঃ ওয়ালী উল্লাহ	১৯৪৬	মাষ্টার্স-৬৮	ছাত্রলীগ-৬০	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- নলচিরা, থানা-হাতিয়া, নোয়াখালী
২৭৫	লক্ষ্মীপুর-১	জিয়াউল হক জিয়া	১৯৫৩	স্নাতক-৭৬	ছাত্রলীগ-৬৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- কেরুয়ী, থানা-রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
২৭৬	লক্ষ্মীপুর-২	মোহাম্মদ উল্লাহ, এড.	১৯২১	আইন-৪৮	আ:লীগ৫১	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- সাইচা, থানা-রায়পুরা, লক্ষ্মীপুর
২৭৭	লক্ষ্মীপুর-৩	খায়রুল এনাম, এড.	১৯৪৮	আইন-৭৮	ছাত্রলীগ-৬৪	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- বাঞ্চানগর, ডাক- লক্ষ্মীপুর, লক্ষ্মীপুর
২৭৮	লক্ষ্মীপুর-৪	আব্দুর রব চৌধুরী	১৯৩৪	মাষ্টার্স'	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- সেবাগ্রাম, থানা-রামগতি, লক্ষ্মীপুর
২৭৯	চট্টগ্রাম-১	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ	১৯৩৯	স্নাতক-৬৫	বিএনপি-৯১	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মিরেরশরাই, থানা-মিরেরশরাই, চট্টগ্রাম
২৮০	চট্টগ্রাম-২	এল কে সিদ্দিকী	১৯৩৯	ইঞ্জি:-৬১	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম-দক্ষিণ রহমতনগর, থানা-সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
২৮১	চট্টগ্রাম-৩	মোস্তাফিজুর রহমান	১৯৪৩	স্নাতক-৬৩	ছাত্রলীগ-৬১	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- কুমিরা মোড়া, থানা-সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম
২৮২	চট্টগ্রাম-৪	সৈয়দ নজিবুল বশর	১৯৫৯	স্নাতক-৮৭	আ:লীগ-৯১	সমাজকর্মী	আ:লীগ	গ্রাম- আজিমনগর, থানা-ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
২৮৩	চট্টগ্রাম-৫	সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম	১৯৪৮	মাষ্টার্স-৭০	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- চিকনদন্ডি, থানা-হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
২৮৪	চট্টগ্রাম-৬	সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী	১৯৪৯	মাষ্টার্স,	মু:লীগ-৭৮	ব্যবসায়ী	এনডিপি	গ্রাম- গহিরা, থানা-রাউজান, চট্টগ্রাম
২৮৫	চট্টগ্রাম-৭	মোহাম্মদ ইউসুফ	১৯৪৯	স্নাতক-৭৫	ছাত্রইউ-৬৬	রাজনীতি	সিপিবি	গ্রাম- পূর্বে সৈয়দবাড়ী, থানা-রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
২৮৬	চট্টগ্রাম-৮	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ-৬৩	বিএনপি-৮২	রাজনীতি	বিএনপি	বাড়ী-৬, শহীদ মইনুল রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
	উপ-নির্বাচন	আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী	১৯৫০	সিএ .	বিএনপি-৯১	শিল্পপতি	বিএনপি	৩৩, মেহেদীবাগ, রোড, চট্টগ্রাম
২৮৭	চট্টগ্রাম-৯	আব্দুল্লাহ আল নোমান	১৯৪৫	স্নাতক-৬৮,	ছাত্রইউ-৬২	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- সর্তা, থানা-রাউজান, চট্টগ্রাম
২৮৮	চট্টগ্রাম-১০	সিরাজুল ইসলাম	১৯৩৭	আইএ	ছাত্রইউ-৪৯	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- চরনদ্বীপ, থানা-বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নির্বাচন ১৯৭০-২০০১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
২৮৯	চট্টগ্রাম-১১	শাহনেওয়াজ চৌধুরী মন্টু	১৯৬০	এমবিএ	ছাত্রলীগ-৭১	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- হুলাইন, থানা-পটিয়া, চট্টগ্রাম
২৯০	চট্টগ্রাম-১২	আক্তারুজ্জামান চৌধুরী বাবু	১৯৪৫	এমবিএ-৬৫	আ:লীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- হাইলধর, থানা-আনোয়ারা, চট্টগ্রাম
২৯১	চট্টগ্রাম-১৩	কর্ণেল (অব) অলি আহামদ	১৯৪১	স্নাতক-৬৬	বিএনপি-৮০	সামরিক কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- চান্দনাইশ, থানা-চান্দনাইশ, চট্টগ্রাম
২৯২	চট্টগ্রাম-১৪	শাহজাহান চৌধুরী	১৯৫৪	ডিপ্লোমা	ই:ছাত্রসংঘ-৬৯	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- পশ্চিম ঢেমশা, থানা-সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
২৯৩	চট্টগ্রাম-১৫	সুলতান উল কবির চৌধুরী	১৯৪৭	আইন-৭২	ছাত্রলীগ-৬২	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- পশ্চিম পুইছড়ী, থানা-বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
২৯৪	কক্সবাজার-১	এনামুল হক	১৯৫৪	মাষ্টার্স-৭৮	ই:ছাত্রসংঘ-৬৯	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- চিরিংগা, থানা-চকরিয়া, কক্সবাজার
২৯৫	কক্সবাজার-২	মোহাম্মদ ইসহাক	১৯৩৭	মাষ্টার্স-৬০	আ:লীগ-৬৪	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- বানিয়ারপাড়া, থানা-মহেশখালী, কক্সবাজার
২৯৬	কক্সবাজার-৩	মোস্তাক আহমদ চৌধুরী	১৯৪৫	স্নাতক-৬৭	ছাত্রলীগ-৬৫	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- চৌফলদণ্ডী, থানা-কক্সবাজার, কক্সবাজার
২৯৭	কক্সবাজার-৪	শাহজাহান চৌধুরী	১৯৫০	স্নাতক	ছাত্রলীগ-৬৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- রাজা পালং, থানা-উখিয়া, কক্সবাজার
২৯৮	খাগড়াছড়ি	কল্পরঞ্জন চাকমা	১৯২৪	আইন-৪৫	ন্যাপ-৫২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- বাবুপাড়া, থানা- দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি
২৯৯	রাঙ্গামাটি	দীপংকর তালুকদার	১৯৫২	স্নাতক-৭৩	ছাত্রলীগ-৬৯	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম-চম্পকনগর, থানা-রাঙ্গামাটি, পার্বত্য রাঙ্গামাটি
৩০০	বান্দরবান	বীর বাহাদুর	১৯৬০	মাষ্টার্স-৮৬	আ:লীগ-৯০	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	২নং ওয়ার্ড, বান্দরবান পৌরসভা,পার্বত্য বান্দরবান
মহিলা আসন-১		খুরশীদ জাহান হক	১৯৩৯	স্নাতক-৫৯	ছা:ইউ-৫৬	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- বালুবাড়ি, থানা-কোতয়ালী, দিনাজপুর
মহিলা আসন-২		সাহেদা সরকার		এমএসসি	ডে:লীগ	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- কেরানীপাড়া, থানা-কোতয়ালী, রংপুর
মহিলা আসন-৩		রেবেকা মাহমুদ	১৯৪৯	স্নাতক-৭৩	ছা:ইউ-৬৮	সমাজসেবী	বিএনপি	গ্রাম- ধাপ, জেইল রোড, থানা-কোতয়ালী, রংপুর
মহিলা আসন-৪		সাহীন আরা হক	১৯৪৫	ম্যাট্রিক-৬২	বিএনপি-৯১	সমাজসেবী	বিএনপি	গ্রাম-জলেশ্বরীতলা, (নুর মসজিদের পশ্চিমে), বগুড়া
মহিলা আসন-৫		বেগম রওশন এলাহী	১৯৩৭	আইএ	মু:লীগ-৫২	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- সিরাজগঞ্জ, ডাক- সিরাজগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
মহিলা আসন-৬		অধ্যাপক লুৎফন নেসা হোসেন	১৯৪৭	বিএড	ছা:ইউ-৬৬	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	মহল্লা কাজীহাটা, ডাক- রাজশাহী, রাজশাহী
মহিলা আসন-৭		রাশিদা খাতুন	১৯৩৮	বিএড-৬৩	জামাত-৬৮	শিক্ষাবিদ	জামাত	গ্রাম- শেরী, থানা-শেরপুর, শেরপুর
মহিলা আসন-৮		সেলিনা শহীদ	১৯৫৭	আইএ	বিএনপি-৭৮	সমাজসেবী	বিএনপি	ভেড়ামারা শহর, ডাক- ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া
মহিলা আসন-৯		শামসুন নাহার আহমেদ	১৯৩৪	মাষ্টার্স	ছা:ইউ	সমাজসেবী	বিএনপি	এম আর রোড, থানা-মাগুরা, মাগুরা
মহিলা আসন-১০		ফরিদা রহমান	১৯৪৪	মাষ্টার্স	আ:লীগ-৭০	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- প্রাণ সায়ের, থানা-সাতক্ষীরা, সাতক্ষীরা
মহিলা আসন-১১		সৈয়দা নার্গিস আলী	১৯৫১	স্নাতক	বিএনপি-৯০	ব্যবসায়ী	বিএনপি	জাহানারা মঞ্জিল, মুন্সিপাড়া, বাড়ী নং-৫, ২য় গলি, খুলনা
মহিলা আসন-১২		রওশন আরা হেনা	১৯৫৬	মাষ্টার্স	ছা:লীগ-৬৮	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম, রহমানপুর, থানা-মনপুরা, ভোলা
মহিলা আসন-১৩		সেলিমা রহমান	১৯৪১	মাষ্টার্স	বিএনপি-৭৭	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- বাহেরচর, থানা-বাবুগঞ্জ, বরিশাল
মহিলা আসন-১৪		আনোয়ারা হাবীব	১৯৩৫		মু:লীগ	সমাজসেবী	বিএনপি	গ্রাম- বিয়ানবী, থানা-টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল
মহিলা আসন-১৫		রহিমা খন্দকার	১৯৪৬	মাষ্টার্স-৬৯	বিএনপি-৭৭	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- ইসলামপুর, থানা-ইসলামপুর, জামালপুর
মহিলা আসন-১৬		নুরজাহান ইয়াসমিন	১৯৪৯	আইএ	বিএনপি-৮১	রাজনীতি	বিএনপি	৬১, সানকি পাড়া, ময়মনসিংহ
মহিলা আসন-১৭		বাণী আশরাফ	১৯৪৫	এমএড	ছা:ইউ-৫৬	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- চল্লিশ কাহনীয়া, থানা-বারহাট্টা, নেত্রকোনা
মহিলা আসন-১৮		ফরিদা হাসান					বিএনপি	প্লট নং-৩৪, সড়ক নং-৪৬, গুলশান মডেল টাউন, ঢাকা
মহিলা আসন-১৯		মিসেস সারওয়ারী রহমান	১৯৩৭	স্নাতক	বিএনপি-৭৯	রাজনীতি	বিএনপি	৫ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা
মহিলা আসন-২০		কে জে হামিদা খানম	১৯৪৬	মাষ্টার্স	বিএনপি-৭৯	সরকারী কর্মচারী	বিএনপি	গ্রাম- আজকিতলা, থানা-শিবপুর, নরসিংদী
মহিলা আসন-২১		সমসুন নাহার খাজা আহসান উল্লাহ	১৯৩৮	স্নাতক	বিএনপি-৭৮	সমাজসেবী	বিএনপি	গ্রাম- রিকাবি বাজার, থানা-মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা
মহিলা আসন-২২		অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম	১৯৪১	মাষ্টার্স-৭৩	ছাত্রইউ-৫৯	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- সজনকান্দা, থানা-রাজবাড়ী, রাজবাড়ী
মহিলা আসন-২৩		হাফেজা আসমা খাতুন	১৯৩৫	আইএ-৬৯	জামাত-৬৮	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- কলুকাঠি, থানা-নড়িয়া, শরিয়তপুর

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
মহিলা আসন-২৪		ফাতেমা চৌধুরী পারু	১৯৪৩	আইএ	আ:লীগ-৬১	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম-ঝরণার পার, থানা-সদর, সিলেট
মহিলা আসন-২৫		খালেদা রক্কাণী	১৯৪৭	আইএ	বিএনপি-৭৮	রাজনীতি	বিএনপি	৩৪, শহীদ মোস্তফা রোড, থানা-মৌলভীবাজার, মৌলভীবাজার
মহিলা আসন-২৬		আছিয়া রহমান	১৯৫৪	স্নাতক	ন্যাপ (ভা)	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- পাইকপাড়া, থানা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ব্রাহ্মনবাড়িয়া
মহিলা আসন-২৭		য়াসমিন চৌধুরী	১৯৩৫	ম্যাট্রিক	বিএনপি-৭৮	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- বাদুরতলা, থানা-কোতয়ালী, কুমিল্লা
মহিলা আসন-২৮		হালিমা খাতুন	১৯৫২	স্নাতক	ছা:ইউ-৬৮	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	রামপুর (উকিলপাড়া), থানা-ফেনী, ফেনী
মহিলা আসন-২৯		রোজী কবির	১৯৫১	স্নাতক	বিএনপি-৭৮	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- লক্ষিণ হাটিশহর, থানা-বন্দর, চট্টগ্রাম
মহিলা আসন-৩০		মিসেস মাম্যাচিং	১৯৫০	মাষ্টার্স-৭৫	ছা:ইউ-৭২	ব্যাংক কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- পুরান রাজবাড়ী, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

বাংলাদেশের নির্বাচন ঃ ১৯৭০-২০০১

সপ্তম জাতীয় সংসদ

১২ জুন ১৯৯৬

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
১	পঞ্চগড়-১	ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার	১৯৩১	ব্যারিষ্টার-৬৭	ছাত্র ফেডা-৪৫	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- নয়াবাড়ী, থানা- তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়
২	পঞ্চগড়-২	মোঃ মোজাহার হোসেন	১৯৪৫	স্নাতক-৬৮	ছাত্র ইউ-৬২	কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম- নগর সাকোয়া, থানা- বোদা, পঞ্চগড়
৩	ঠাকুরগাঁও-১	মোঃ খাদেমুল ইসলাম	১৯৪১	স্নাতক-৬৭	ছাত্রলীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	আশ্রমপাড়া, থানা- ঠাকুরগাঁও, ঠাকুরগাঁও
	উপ-নির্বাচন	রমেশ চন্দ্র সেন				কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- মন্ডালা দাস, থানা- ঠাকুরগাঁও, ঠাকুরগাঁও
৪	ঠাকুরগাঁও-২	মোঃ দবিরুল ইসলাম	১৯৪৬	স্নাতক-৬৮	সিপিবি-৬৮	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- বড়বাড়ী, থানা- বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
৫	ঠাকুরগাঁও-৩	মোঃ ইমদাদুল হক	১৯৪৩	স্নাতক-৬৪	আ:লীগ-৬৬	শিল্পপতি	আ:লীগ	গ্রাম- জগথা, থানা- পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও
৬	দিনাজপুর-১	মোঃ আব্দুর রউফ চৌধুরী	১৯৩৯	স্নাতক	ছাত্রলীগ-৫১	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- ধনতলা, থানা- বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর
৭	দিনাজপুর-২	সতীশ চন্দ্র রায়	১৯৪২	স্নাতক-৬৪	ছাত্রলীগ-৫৮	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- মোস্তফাবাদ, থানা- বিরল, দিনাজপুর
৮	দিনাজপুর-৩	খুরশিদ জাহান হক	১৯৩৯	স্নাতক-৫৯	বিএনপি-৯১	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- বালুবাড়ী, থানা- দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর
৯	দিনাজপুর-৪	মিজানুর রহমান মানু	১৯৫৩	স্নাতক-৭৮	ছাত্র ইউ-৬৯	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- মহিষমারী, থানা- চিরিরবন্দর, দিনাজপুর
১০	দিনাজপুর-৫	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, এড.	১৯৫২	আইন-৮৬	ছাত্রলীগ-৬৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- গৌরীপাড়া, থানা- ফুলবাড়ী, দিনাজপুর
১১	দিনাজপুর-৬	মোস্তাফিজুর রহমান ফিজু		স্নাতক-৭৩	ছাত্র ইউ-৬৯	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- আফতাবগঞ্জ, থানা- নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর
১২	নীলফামারী-১	এন কে আলম চৌধুরী	১৯৪৬	আইন-৭০	ছাত্রলীগ	আইনজীবী	জাপা	গ্রাম- সুন্দরখাতা, থানা- ডিমলা, নীলফামারী
১৩	নীলফামারী-২	আহসান আহমেদ	১৯৩৬	মাধ্যমিক-৫০	ছাত্রলীগ-৫৮	কৃষিজীবী	জাপা	গ্রাম-বাবুপাড়া, শহীদ তিতুমীর সড়ক, নীলফামারী
১৪	নীলফামারী-৩	মিজানুর রহমান চৌধুরী	১৯৪৭	স্নাতক	আ:লীগ	ব্যবসায়ী	জামাত	গ্রাম- জলঢাকা, থানা- জলঢাকা, নীলফামারী
১৫	নীলফামারী-৪	ড. আসাদুর রহমান	১৯৩৯	পিএইচডি	জাপা-৯৩	শিক্ষাবিদ	জাপা	গ্রাম- মাগুরা, থানা- কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
১৬	লালমনিরহাট-১	জয়নুল আবেদীন সরকার	১৯৪৯	স্নাতক-৭৯	ছাত্রশক্তি-৬৫	কৃষিজীবী	জাপা	গ্রাম- টংভাঙ্গা, থানা- হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট
১৭	লালমনিরহাট-২	মোঃ মজিবর রহমান	১৯৪১	বিএড-৬৭	বিএনপি-৭৯	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম-আশিতমারী, থানা-আশিতমারী, লালমনিরহাট
১৮	লালমনিরহাট-৩	গোলাম মোহাম্মদ কাদের	১৯৪৮	ইঞ্জি-৬৯	জাপা-৯৬	ব্যবসায়ী	জাপা	খোঁচাবাড়ী, উত্তরা সিনেমা হল রোড, লালমনিরহাট
১৯	রংপুর-১	সয়ফুদ্দিন আহমেদ	১৯৫২	বি কম-৭২	ছাত্রলীগ-৬৭	ব্যবসায়ী	জাপা	গুপ্তপাড়া, থানা-তারাগঞ্জ, রংপুর
২০	রংপুর-২	লে:জে (অব) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯৩০	স্নাতক-৫০	জাপা-৮২	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	দি স্কাই ভিউ, নিউ সেনপাড়া, রংপুর
	উপ-নির্বাচন	মোঃ আমিনুল হক চৌধুরী	১৯৩২	আই এ- ৫০	ছাত্রলীগ-৪৯	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম-তারাগঞ্জ, থানা-বদরগঞ্জ, রংপুর
২১	রংপুর-৩	লে:জে (অব) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯৩০	স্নাতক-৫০	জাপা-৮২	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	দি স্কাই ভিউ, নিউ সেনপাড়া, রংপুর
২২	রংপুর-৪	কমির উদ্দিন ভূয়সা	১৯৩৭	দশ ম্যাট্রিক	জাপা-৮৮	শিল্পপতি	জাপা	সাম্রাই, হারাগাছ পৌরসভা, থানা-কাউনিয়া, রংপুর
২৩	রংপুর-৫	লে:জে (অব) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯৩০	স্নাতক-৫০	জাপা-৮২	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	দি স্কাই ভিউ, নিউ সেনপাড়া, রংপুর
	উপ-নির্বাচন	এইচ এন আশিকুর রহমান	১৯৪১	মাষ্টার্স	আ:লীগ-৭৯	শিল্পপতি	আ:লীগ	গ্রাম- ফয়জিপুর, থানা- মিঠাপুকুর, রংপুর
২৪	রংপুর-৬	লে:জে (অব) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯৩০	স্নাতক-৫০	জাপা-৮২	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	দি স্কাই ভিউ, নিউ সেনপাড়া, রংপুর
	উপ-নির্বাচন	নূর মোহাম্মদ মন্ডল	১৯৫২	আইএ	আ:লীগ-৭৪	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- প্রজাপাড়া, থানা- পীরগঞ্জ, রংপুর
২৫	কুড়িগ্রাম-১	এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান	১৯৬১	আইএ-৮০	জাসদ-৭৫	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম-দেওয়ানের খামার, থানা-ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম
২৬	কুড়িগ্রাম-২	তাজুল ইসলাম চৌধুরী	১৯৪৫	আইন	ছাত্র ইউ-৬৫	আইনজীবী	জাপা	মালেকা মঞ্জিল, সবুজপাড়া, কুড়িগ্রাম
২৭	কুড়িগ্রাম-৩	লে:জে (অব) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯৩০	স্নাতক-৫০	জাপা-৮২	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	দি স্কাই ভিউ, নিউ সেনপাড়া, রংপুর

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নির্বাচন : ১৯৭০-২০০১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
	উপ-নির্বাচন	মোজাম্মেল হোসেন লালু	১৯৩৬	স্নাতক-৬২	জাপা-৯৩	ব্যাংকার	জাপা	দি স্কাই ভিউ, নিউ সেনপাড়া, রংপুর
২৮	কুড়িগ্রাম-৪	মোঃ গোলাম হোসেন	১৯৪৫	আইএ-৬৬	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম-বারবান্দা, থানা- রৌমারী, কুড়িগ্রাম
২৯	গাইবান্ধা-১	মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান সরকার	১৯৫৩	আইএ-৭২	জাসদ-৭৮	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- বেলকা, থানা- সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা
৩০	গাইবান্ধা-২	আব্দুর রশিদ সরকার	১৯৫৪	আইন-৮৬	ছাত্রলীগ-৬৮	ব্যবসায়ী	জাপা	থানাপাড়া, থানা- গাইবান্ধা, গাইবান্ধা
৩১	গাইবান্ধা-৩	টিআইএম ফজলে রাব্বী চৌধুরী	১৯৩৬	পিএইচডি-৬৫	জাপা-৮৬	শিক্ষাবিদ	জাপা	গ্রাম- তালুকজামিরা, থানা- পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা
৩২	গাইবান্ধা-৪	লুৎফর রহমান চৌধুরী	১৯৫৪	স্নাতক-৭৬	জাসদ-৭৮	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- পান্তাপাড়া, থানা- গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা
৩৩	গাইবান্ধা-৫	ফজলে রাব্বী, এড.	১৯৪৬	আইন-৬৬	ছাত্রলীগ-৫৮	আইনজীবী	জাপা	গ্রাম- গটিয়া, থানা- সাঘাটা, গাইবান্ধা
৩৪	জয়পুরহাট-১	আব্দুল আলীম	১৯৩০	আইন-৫৩	মু:লীগ-৫৪	আইনজীবী	বিএনপি	ইসলামিয়া রাইস মিল, থানা রোড, জয়পুরহাট
৩৫	জয়পুরহাট-২	আবু ইউসুফ মোঃ খলিলুর রহমান	১৯৪৪	আইন-৬৯	ছাত্রলীগ-৬০	আইনজীবী	বিএনপি	রুবাইয়া মঞ্জিল, থানা রোড, জয়পুরহাট
৩৬	বগুড়া-১	ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান	১৯৩১	ডা:-৫৭	মু:লীগ-৪৫	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম- সোনাতলা, থানা- সোনাতলা, বগুড়া
৩৭	বগুড়া-২	একে এম হাফিজুর রহমান	১৯৪২	আইন-৬৬	ছাত্রলীগ-৬৬	আইনজীবী	বিএনপি	পদ্মা-২৩, বাদুরতলা, বগুড়া শহর, বগুড়া
৩৮	বগুড়া-৩	আব্দুল মজিদ তালুকদার	১৯২০	আইএ-৩৯	মু:লীগ-৩৭	কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম- কালাইকুড়ি, থানা- আদমদিঘী, বগুড়া
৩৯	বগুড়া-৪	ডা. জিয়াউল হক মোল্লা	১৯৬৪	ডা:-৯০	বিএনপি-৯৪	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম- দেওগ্রাম, থানা- কাহালু, বগুড়া
৪০	বগুড়া-৫	গোলাম মোঃ সিরাজ সরকার	১৯৫০	স্নাতক-৭০	বিএনপি-৯০	ব্যবসায়ী	বিএনপি	২/৫০২, ইস্টার্ণ পয়েন্ট, ৮-৯ শান্তিনগর, ঢাকা
৪১	বগুড়া-৬	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ-৬৩	বিএনপি-৮২	রাজনীতি	বিএনপি	৬, শহীদ মঈনুল রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
	উপ-নির্বাচন	মোঃ জহুরুল ইসলাম	১৯৩৭	আইন-৬১	বিএনপি-৭১	আইনজীবী	বিএনপি	নবাববাড়ী রোড, বগুড়া শহর, বগুড়া
৪২	বগুড়া-৭	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ-৬৩	বিএনপি-৮২	রাজনীতি	বিএনপি	৬, শহীদ মঈনুল রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
	উপ-নির্বাচন	হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু	১৯৫৩	মাষ্টার্স-৭৪	ছাত্র ইউ-৭১	কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম- কলাকোপা, থানা- গাবতলী, বগুড়া
৪৩	নবাবগঞ্জ-১	অধ্যাপক মোঃ শাহজাহান মিয়া	১৯৪৭	মাষ্টার্স-৭০	ন্যাপ-৭০	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- শিবগঞ্জ, থানা- শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ
৪৪	নবাবগঞ্জ-২	সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন	১৯৪৩	স্নাতক-৬৩	ন্যাপ-৭০	কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম-ইসলামপুর, থানা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ
৪৫	নবাবগঞ্জ-৩	হারুনুর রশিদ (হারুন)	১৯৬২	মাষ্টার্স-৯২	ছাত্রদল-৮০	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম-পাঠানপাড়া, থানা- নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ
৪৬	নওগাঁ-১	ডা. মোঃ ছালেক চৌধুরী	১৯৪৭	ডা: -৭২	বিএনপি-৯০	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম- বালাহোর, থানা- নিয়ামতপুর, নওগাঁ
৪৭	নওগাঁ-২	শামসুজ্জোহা খান জোহা	১৯৫৭	বিএসসি-৭৬	বিএনপি-৭৮	রাজনীতি	বিএনপি	নজিপুর বাজার, থানা- পত্নীতলা, নওগাঁ
৪৮	নওগাঁ-৩	আখতার হামিদ সিদ্দিকী	১৯৪৭	আইন-৭৬	ছাত্র ইউ-৬৩	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- উত্তর গ্রাম, থানা- মহাদেবপুর, নওগাঁ
৪৯	নওগাঁ-৪	শামসুল আলম প্রামাণিক	১৯৫৪	এনবিএস	ছাত্র ইউ-৬৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- সেনুয়াবাড়ী, থানা- মান্দা, নওগাঁ
৫০	নওগাঁ-৫	শামস উদ্দিন আহমেদ	১৯৩৫	আই এ-৫৪	বিএনপি-৯০	শিল্পপতি	বিএনপি	কয়লেশনপাড়া, থানা- নওগাঁ, নওগাঁ
৫১	নওগাঁ-৬	আলমগীর কবির	১৯৪৮	স্নাতক-৭৪	ছাত্র ইউ-৬২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মাষ্টারপাড়া, থানা- নওগাঁ, নওগাঁ
৫২	রাজশাহী-১	ব্যারিষ্টার মোঃ আমিনুল হক	১৯৪৩	ব্যারিষ্টার-৭৪	ছাত্র ইউ-৬২	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম-কেল্লাবারইপাড়া, থানা-গোদাগাড়ী, রাজশাহী
৫৩	রাজশাহী-২	মোঃ কবীর হোসেন	১৯৪১	আইন-৮৪	জাসদ-৭৩	আইনজীবী	বিএনপি	মহল্লা- সাগরপাড়া, থানা- বোয়ালিয়া, রাজশাহী
৫৪	রাজশাহী-৩	মোহাম্মদ আবু হেনা	১৯৪২	মাষ্টার্স-৬৩	বিএনপি-৯৬	সরকারী কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- কাতিলা, ডাক- বাঁয়কুৎসা, রাজশাহী
৫৫	রাজশাহী-৪	মোঃ নাদিম মোস্তফা, এড.	১৯৬৪	আইন-৭৮	ছাত্রদল-৮০	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- কাঁঠালবাড়িয়া, থানা- পুঠিয়া, রাজশাহী
৫৬	রাজশাহী-৫	ডা. মোঃ আলাউদ্দিন	১৯২৫	ডা:-৪২	কৃ.শ্র.পা. -৫২	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম- চারঘাট, থানা- চারঘাট, রাজশাহী
	উপ-নির্বাচন	রায়হানুল হক					স্বতন্ত্র	গ্রাম- চারঘাট, থানা-চারঘাট, রাজশাহী
৫৭	নাটোর-১	ফজলুর রহমান পটল	১৯৪৯	স্নাতক-৭৪	ছাত্রলীগ- ৬৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- গৌরীপুর, থানা- লালপুর, নাটোর
৫৮	নাটোর-২	রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু	১৯৬২	আইন	ছাত্রদল	ব্যবসায়ী	বিএনপি	আলাইপুর, থানা- নাটোর, নাটোর

বাংলাদেশের নির্বাচন ঃ ১৯৭০-২০০১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
৫৯	নাটোর-৩	কাজী গোলাম মোর্শেদ	১৯৫২	মাষ্টার্স-৭৬	ছাত্র ইউ-৬৮	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	আলাইপুর, থানা- নাটোর, নাটোর
৬০	নাটোর-৪	অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস	১৯৪৬	মাষ্টার্স-৬৭	ছাত্রলীগ-৬২	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- চাচকৈড়, থানা- গুরুদাসপুর, নাটোর
৬১	সিরাজগঞ্জ-১	মোহাম্মদ নাসিম	১৯৪৮	মাষ্টার্স-৭২	ছাত্রলীগ-৬৫	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- বেড়িপটল, থানা- কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ
	উপ-নির্বাচন	ড. মোহাম্মদ সেলিম	১৯৪৬	আইন-৮৬	ছাত্রলীগ-৬০	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- ফুলিপাড়া, থানা- সিরাজগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
৬২	সিরাজগঞ্জ-২	মোহাম্মদ নাসিম	১৯৪৮	মাষ্টার্স-৭২	ছাত্রলীগ-৬৫	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- বেড়িপটল, থানা- কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ
৬৩	সিরাজগঞ্জ-৩	আব্দুল মান্নান তালুকদার	১৯৩৬	আইএ-৫৭	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম-ধুবিল কাটার মহল, থানা-রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
৬৪	সিরাজগঞ্জ-৪	আব্দুল লতিফ মির্জা	১৯৪৭	স্নাতক	আ:লীগ	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- পূর্ব বংকিরহাট, থানা- উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ
৬৫	সিরাজগঞ্জ-৫	মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস	১৯৫৩	স্নাতক-৮৬	ছাত্রলীগ-৮৬	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- কামারপাড়া, থানা- বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
৬৬	সিরাজগঞ্জ-৬	অধ্যাপক মোঃ শাহজাহান	১৯৪৬	মাষ্টার্স-৬৯	ছাত্রলীগ-৬২	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- মুরাদপুর, থানা- চৌহালী, সিরাজগঞ্জ
৬৭	সিরাজগঞ্জ-৭	মোঃ হাসিবুর রহমান স্বপন	১৯৫৫	আইএ	ছাত্রলীগ-৬৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- দারিয়াপুর, থানা- শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
	উপ-নির্বাচন	মোঃ চয়ন ইসলাম				ব্যবসায়ী	স্বতন্ত্র	গ্রাম- চরনবীপুর, থানা- শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
৬৮	পাবনা-১	অধ্যাপক আবু সাইয়িদ	১৯৪৫	মাষ্টার্স-৬৬	ছাত্রলীগ-৬২	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- বুশলিখা, থানা- বেড়া, পাবনা
৬৯	পাবনা-২	আহমেদ তফিজ উদ্দিন	১৯২৯	স্নাতক-৫১	ছাত্রলীগ-৪৮	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- সাতবাড়ীয়া, থানা- সুজানগর, পাবনা
	উপ-নির্বাচন	এভিএম এ কে খন্দকার		স্নাতক	আ:লীগ-৯০	সামরিক কর্মকর্তা	আ:লীগ	বাসা নং-৩, সোনারগাঁও জনপথ, উত্তরা, ঢাকা
৭০	পাবনা-৩	মোঃ ওয়াজি উদ্দিন খান	১৯৩৫	স্নাতক-৫৮	ছাত্রলীগ-৪৮	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম-আটুয়া, থানা- কোতয়ালী, পাবনা
৭১	পাবনা-৪	শামসুর রহমান শরীফ	১৯৪০	স্নাতক-৬২	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- লক্ষীকুন্ডা, থানা- ঈশ্বরদী, পাবনা
৭২	পাবনা-৫	রফিকুল ইসলাম বকুল	১৯৪৯	স্নাতক-৭৪	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- গোপালপুর, থানা- পাবনা, পাবনা
	উপ-নির্বাচন	ড. মাজহার আলী কাদেরী		চিকিৎসা	আ:লীগ	চিকিৎসক	আ:লীগ	
৭৩	মেহেরপুর-১	আহম্মদ আলী	১৯৩৪	স্নাতক-৫৭	ছাত্র ইউ-৫৭	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম-কাশারীপাড়া, থানা-মেহেরপুর, মেহেরপুর
	উপ-নির্বাচন	অধ্যাপক আব্দুল মান্নান	১৯৪৪	আইন-৮৩	ছাত্রলীগ-৫৪	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	বনানী, মেহেরপুর পৌরসভা, মেহেরপুর
৭৪	মেহেরপুর-২	মোঃ মকবুল হোসেন	১৯৫৪	আইএ-৭৩	ছাত্রলীগ-৭২	কৃষিজীবী	স্বতন্ত্র/আ:লীগ	গ্রাম- গাংনী, থানা- গাংনী, মেহেরপুর
৭৫	কুষ্টিয়া-১	আহসানুল হক মোল্লা	১৯৩২	ম্যাট্রিক-৫০	আ:লীগ-৫০	কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম- সংগ্রামপুর, থানা- দৌলতপুর, কুষ্টিয়া
৭৬	কুষ্টিয়া-২	শহিদুল ইসলাম	১৯৫১	মাষ্টার্স	ছাত্রলীগ-৬৭	ব্যবসায়ী	বিএনপি	মহল্লা- রথপাড়া, থানা- ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া
৭৭	কুষ্টিয়া-৩	কে এম আব্দুল খালেক চন্টু	১৯৪৬	স্নাতক-৬৮	ন্যাপ-৫৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	১৫ সোনার বাংলা সড়ক, কালীসংকরপুর, কুষ্টিয়া
৭৮	কুষ্টিয়া-৪	সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী	১৯৫৩	আইএ-৭২	ছাত্র ইউ-৬৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- কমলাপুর, থানা- খোকসা, কুষ্টিয়া
৭৯	চুয়াডাঙ্গা-১	শামসুজ্জামান দুদু	১৯৫৬	মাষ্টার্স	ছাত্র ইউ-৬৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম-শেখপাড়া, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা, চুয়াডাঙ্গা
৮০	চুয়াডাঙ্গা-২	মোঃ মোজাম্মেল হক	১৯৩১	আইএ	বিএনপি-৭৮	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম-উজিরপুর, থানা-দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা
৮১	ঝিনাইদহ-১	আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল ওহাব	১৯৫৪	আইএ-৭৪	বিএনপি-৭৮	কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম- বাগুটিয়া, থানা- শৈলকুপা, ঝিনাইদহ
৮২	ঝিনাইদহ-২	মোহাম্মদ মশিউর রহমান	১৯৫৪	স্নাতক-৭৬	ছাত্র ইউ-৬৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- কল্যাদহ, থানা- হরিনাকুন্ড, ঝিনাইদহ
৮৩	ঝিনাইদহ-৩	মোঃ শহিদুল ইসলাম	১৯৫০	বিপিএড-৭৩	ছাত্র ইউ-৬৮	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- তালাইপুর, থানা- মহেশপুর, ঝিনাইদহ
৮৪	ঝিনাইদহ-৪	শহিদুজ্জামান বেল্টু	১৯৪৮	স্নাতক-৬৯	ছাত্র ইউ-৬৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- হাসানহাটি, থানা- কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ
৮৫	যশোর-১	তবিবর রহমান সরদার	১৯৩২	আইন-৫৭	মু.ছাত্রলীগ-৪৭	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- বারিপোতা, থানা- শার্শা, যশোর
৮৬	যশোর-২	অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম	১৯৪৫	মাষ্টার্স-৭৩	ছাত্রলীগ-৬১	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- কৃষ্ণনগর, থানা- ঝিকরগাছা, যশোর
৮৭	যশোর-৩	আলী রেজা রাজু	১৯৪৬	-	ছাত্র ইউ-৬১	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	৮৭, কবি গোলাম মোস্তফা সড়ক, ঘোপ, যশোর
৮৮	যশোর-৪	শাহ হাদীউজ্জামান	১৯৩৯	ম্যাট্রিক-৫৭	ছাত্র ইউ-৫৭	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- অভয় নগর, থানা- নওয়াপাড়া, যশোর

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নির্বাচন : ১৯৭০-২০০১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
৮৯	যশোর-৫	খান টিপু সুলতান	১৯৫০	আইন	ছাত্রলীগ- ৬৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- দুর্গাপুর, থানা- মনিরামপুর, যশোর
৯০	যশোর-৬	এ এস এইচ কে সাদেক	১৯৩৪	মাষ্টার্স-৫৬	আ:লীগ-৮৮	সরকারী কর্মকর্তা	আ:লীগ	গ্রাম- কেশবপুর বাজার, ডাক- কেশবপুর, যশোর
৯১	মাগুরা-১	ডা. এম এস আকবর	১৯৪৪	চিকিৎসা	ছাত্রলীগ-৬২	চিকিৎসক	আ:লীগ	মহিলা কলেজ সড়ক, ইসলামপুর পাড়া, মাগুরা
৯২	মাগুরা-২	বীরেন শিকদার	১৯৪৯	আইন-৭৩	ছাত্রলীগ-৬৮	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- সিংড়া, থানা- শালিখা, মাগুরা
৯৩	নড়াইল-১	ধীরেন্দ্র নাথ সাহা	১৯৩২	আইএ-৫২	যুক্ত কংগ্রেস-৪৬	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- বাড়ইপাড়া, থানা- কালিয়া, নড়াইল
৯৪	নড়াইল-২	শরীফ খসরুজ্জামান	১৯৪৭	স্নাতক-৬৮	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- মাধয়া, থানা- লোহাগড়া, নড়াইল
৯৫	বাগেরহাট-১	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক-৭৩	ছাত্রলীগ-৬২	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- টুঙ্গীপাড়া, থানা-টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
	উপ-নির্বাচন	শেখ হেলাল উদ্দিন	১৯৬১	আইএ	আ:লীগ-৯১	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- টুঙ্গীপাড়া, থানা- টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ
৯৬	বাগেরহাট-২	মীর সাখাওয়াত আলী দারু	১৯৪৪	মাষ্টার্স-৬৬	ছাত্রলীগ-৬৩	রাজনীতি	আ:লীগ	৫৩৫ পৌরসভা রোড, থানা-বাগেরহাট, বাগেরহাট
৯৭	বাগেরহাট-৩	তালুকদার আব্দুল খালেক	১৯৫২	স্নাতক-৭৪	ছাত্রলীগ-৬৫	কৃষিজীবী	আ:লীগ	৩০, মুন্সীপাড়া, ৩য় গলি, খুলনা
৯৮	বাগেরহাট-৪	ডা. মোজাম্মেল হোসেন	১৯৪০	চিকিৎসা-৬৮	ছাত্রলীগ-৬৫	চিকিৎসক	আ:লীগ	গ্রাম- আমলাপাড়া, থানা- বাগেরহাট, বাগেরহাট
৯৯	খুলনা-১	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক-৭৩	ছাত্রলীগ-৬২	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- টুঙ্গীপাড়া, থানা-টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
	উপ-নির্বাচন	পঞ্চানন বিশ্বাস	১৯৪৩	স্নাতক-৬৭	ছাত্র ইউ-৬০	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- বটিয়াঘাটা, থানা- বটিয়াঘাটা, খুলনা
১০০	খুলনা-২	শেখ রাজ্জাক আলী, এড.	১৯২৮	আইন-৫৪	ন্যাপ-৭৮	আইনজীবী	বিএনপি	৯নং কারাজীপাড়া রোড, থানা- কোতয়ালী, খুলনা
১০১	খুলনা-৩	কাজী সেকান্দার আলী	১৯৫০	স্নাতক-৭২	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	১১৪, হাউজিং এষ্টেট, থানা- খালিশপুর, খুলনা
১০২	খুলনা-৪	এস এম মোস্তফা রশিদী সুজা	১৯৫৩	স্নাতক-৭৩	ছাত্র ইউ-৬৭	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	৫০ টুটপাড়া, ইষ্ট লিংক রোড, খুলনা
১০৩	খুলনা-৫	সালাহউদ্দিন ইউসুফ, এড.	১৯৩১	আইন-৬০	ছাত্রলীগ-৫৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- ধোপাখোলা, থানা- ফুলতলা, খুলনা
	উপ-নির্বাচন	নারায়ন চন্দ্র					আ:লীগ	গ্রাম- ফুলতলা, থানা- ফুলতলা, খুলনা
১০৪	খুলনা-৬	শেখ মোঃ নুরুল হক, এড.	১৯৩৯	আইন-৬১	ছাত্রলীগ-৬১	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- সুয়াইকাটি, থানা- পাইকগাছা, খুলনা
১০৫	সাতক্ষীরা-১	সৈয়দ কামাল বখত সাকী	১৯৩০	আইএ	ছাত্রলীগ-৪৮	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম-সুলতানপুর, থানা- সাতক্ষীরা, সাতক্ষীরা
	উপ-নির্বাচন	বিএম এ নজরুল ইসলাম				ব্যবসায়ী	আ:লীগ	
১০৬	সাতক্ষীরা-২	কাজী শামসুর রহমান	১৯৩৭	এম এড -৬৫	জামাত-৬১	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- সুলতানপুর, থানা- সাতক্ষীরা, সাতক্ষীরা
১০৭	সাতক্ষীরা-৩	ডা. এস এম মোখলেছুর রহমান	১৯৪৯	ডা:-৭৩	ছাত্রলীগ-৬৬	চিকিৎসক	আ:লীগ	গ্রাম-পলাশপোল, থানা- সাতক্ষীরা, সাতক্ষীরা
১০৮	সাতক্ষীরা-৪	মোঃ শাহাদাৎ হোসেন	১৯৪৯	স্নাতক-৬৮	বিএনপি-৮০	কৃষিজীবী	জাপা	গ্রাম- মোমরেজপুর, থানা- কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
১০৯	সাতক্ষীরা-৫	এ কে ফজলুল হক	১৯৪২	আইএ-৬৪	আ:লীগ-৬৮	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- গুমানতলী, থানা- শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
১১০	বরগুনা-১	ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু	১৯৪৮	আইন-৮০	ছাত্রলীগ-৬২	আইনজীবী	আ:লীগ	পড: হাই স্কুল রোড, থানা- বরগুনা, বরগুনা
১১১	বরগুনা-২	মোঃ গোলাম সারওয়ার হিরু	১৯৫০	স্নাতক-৭১	বিএনপি-৯৪	ব্যবসায়ী	ই.ঐ জোট	হাসপাতাল রোড, থানা-পাথরঘাটা, বরগুনা
১১২	বরগুনা-৩	মজিবর রহমান তালুকদার	১৯২৮	বিএ-৫০	আ:লীগ-৫১	কৃষিজীবী	আ:লীগ	মুনসেফ পাড়া, থানা-পটুয়াখালী, পটুয়াখালী
১১৩	পটুয়াখালী-১	মোঃ শাহজাহান মিয়া, এড.	১৯৪০	আইএ-৬৪	ছাত্রলীগ-৫৫	আইনজীবী	আ:লীগ	থানাপাড়া, থানা- পটুয়াখালী, পটুয়াখালী
১১৪	পটুয়াখালী-২	আ স ম ফিরোজ	১৯৫৩	মাষ্টার্স-৭৫	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- কালাইয়া, থানা- বাউফল, পটুয়াখালী
১১৫	পটুয়াখালী-৩	আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন	১৯৫৪	স্নাতক-৭৪	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- চর চন্দ্রাইল, থানা- গলাচিপা, পটুয়াখালী
১১৬	পটুয়াখালী-৪	আনোয়ার উল ইসলাম	১৯৩৯	আইএ-৭৪	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	খেপুপাড়া নতুন বাজার, থানা-কলাপাড়া,পটুয়াখালী
১১৭	ভোলা-১	তোফায়েল আহম্মেদ	১৯৪৩	মাষ্টার্স-৬৬	ছাত্রলীগ-৬০	রাজনীতি	আ:লীগ	গাজীপুর রোড, ভোলা পৌরসভা, ভোলা
১১৮	ভোলা-২	তোফায়েল আহম্মেদ	১৯৪৩	মাষ্টার্স-৬৬	ছাত্রলীগ-৬০	রাজনীতি	আ:লীগ	গাজীপুর রোড, ভোলা পৌরসভা, ভোলা
১১৯	ভোলা-৩	মে.(অব) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ	১৯৪৪	মাষ্টার্স-৬৫	জাপা-৮৬	সামরিক কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- পূর্ব চর উমেদ, থানা- লালমোহন, ভোলা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নির্বাচন ঃ ১৯৭০-২০০১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
১২০	ভোলা-৪	নাজিম উদ্দিন আলম	১৯৬২	মাষ্টার্স-৮৪	ছাত্রদল-৭৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- আদর্শপাড়া, থানা- চরফ্যাশন, ভোলা
১২১	বরিশাল-১	আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ	১৯৪৪	স্নাতক	ছাত্রলীগ-৬২	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- সেরাল, থানা- আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১২২	বরিশাল -২	গোলাম ফারুক অভি	১৯৬৬	স্নাতক	ছাত্রদল-৮২	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- ধামুরা, থানা- উজিরপুর, বরিশাল
১২৩	বরিশাল -৩	মোশাররফ হোসেন মংগু	১৯৪৬	স্নাতক-৬৯	ছাত্র ইউ-৬২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মহিষগুদি, থানা- মুলাদী, বরিশাল
১২৪	বরিশাল -৪	শাহ মোঃ আবুল হোসাইন	১৯৩৭	মাষ্টার্স-৫৮	ছাত্রইউ-৫৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- রুকুন্দি, থানা- মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল
১২৫	বরিশাল -৫	ডা. এহতেশামুল হক নাসিম বিশ্বাস	১৯৫৯	চিকিৎসা	ছাত্রদল-৭৯	চিকিৎসক	বিএনপি	গোড়াচাদ দাস রোড, থানা- সদর, বরিশাল
	উপ-নির্বাচন	মজিবুর রহমান সারোয়ার	১৯৫৬	আইন-৮৮	ট্রেড ইউ-৭৫	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- কাউনিয়া, থানা- কোতয়ালী, বরিশাল
১২৬	বরিশাল -৬	আলহাজ্ব সৈয়দ মাসুদ রেজা	১৯৫৬	এমবিএ-৮৩	আ:লীগ-৯৩	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- পশ্চিম মহেশপুর, থানা- বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
১২৭	ঝালকাঠি-১	আনোয়ার হোসেন মঞ্জু	১৯৪৪	মাষ্টার্স	ছাত্রলীগ-৬৬	সম্পাদক	জাপা	গ্রাম- পূর্ব ভান্ডারিয়া, থানা- ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর
১২৮	ঝালকাঠি-২	জুলফিকার আলী ভুট্টো	১৯৫৪	আইএ-৭৮	ছাত্রলীগ-৬৬	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- কাঠিখালী, থানা- নলছিটি, ঝালকাঠি
	উপ-নির্বাচন	মোঃ আমীর হোসেন আমু		আইন	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- চাদকাঠি, থানা- ঝালকাঠি, ঝালকাঠি
১২৯	পিরোজপুর-১	দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী	১৯৪০	মাদ্রাসা	জামাত	ধর্মীয় নেতা	জামাত	গ্রাম- সাইদখালী, ডাক- সাইদখালী, পিরোজপুর
১৩০	পিরোজপুর-২	আনোয়ার হোসেন মঞ্জু	১৯৪৪	মাষ্টার্স	ছাত্রলীগ-৬৬	সম্পাদক	জাপা	গ্রাম-পূর্ব ভান্ডারিয়া, থানা- ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর
	উপ-নির্বাচন	মিসেস তাসমিমা হোসেন	১৯৫১	স্নাতক	জাপা-৯৬	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম-দক্ষিণ ভান্ডারিয়া, থানা-ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর
১৩১	পিরোজপুর-৩	রুস্তম আলী ফরাজী	১৯৫২	চিকিৎসা-৭৮	ছাত্রলীগ-৬৫	চিকিৎসক	জাপা	ডাক- মঠবাড়িয়া, থানা- মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর
১৩২	বরি+পিরোজ	এ কে ফায়জুল হক	১৯৪৫	মাষ্টার্স-৬৭	আ:লীগ-৭০	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	রিসোর্ট এপার্টমেন্ট, সি-১, সড়ক-২৮, গুলশান, ঢাকা
১৩৩	টাঙ্গাইল-১	আবুল হাসান চৌধুরী	১৯৫১	মাষ্টার্স-৭৬	ছাত্রলীগ-৬৬	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- আলোকদিয়া, থানা- মধুপুর, টাঙ্গাইল
১৩৪	টাঙ্গাইল-২	খন্দকার আসাদুজ্জামান	১৯৩৫	মাষ্টার্স-৬৪	আ:লীগ-৯৩	সরকারী কর্মকর্তা	আ:লীগ	গ্রাম- নারুচী, থানা- গোপালপুর, টাঙ্গাইল
১৩৫	টাঙ্গাইল-৩	লুৎফর রহমান খান আজাদ	১৯৫৭	আইএ-৭৪	জাসদ-৭৩	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- বগুন্ডা, থানা- ঘাটাইল, টাঙ্গাইল
১৩৬	টাঙ্গাইল-৪	আব্দুল লফিত সিদ্দিকী	১৯৩৯	মাষ্টার্স-৬৯	ছাত্রলীগ-৬২	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- কালিহাতী, থানা- কালিহাতী, টাঙ্গাইল
১৩৭	টাঙ্গাইল-৫	আব্দুল মান্নান	১৯২৯	মার্ষ্টাস	আ:লীগ-৪৮	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- প্যারাডাইজ পাড়া, থানা- টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল
১৩৮	টাঙ্গাইল-৬	গৌতম চক্রবর্তী, এড.	১৯৫৫	আইন-৮৪	ছাত্রলীগ-৬৮	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- নাগরপুর, থানা- নাগরপুর, টাঙ্গাইল
১৩৯	টাঙ্গাইল-৭	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	১৯৬৪	স্নাতক-৯০	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম-গ্রাড়াইল, থানা- মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
১৪০	টাঙ্গাইল-৮	কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম	১৯৪৭	আইএ-৭২	ছাত্রলীগ-৬৯	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- কালিয়ান, থানা- সখিপুর, টাঙ্গাইল
	উপ-নির্বাচন	শওকত মোমেন শাহজাহান			আ:লীগ	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- গড়গোবিন্দপুর, থানা- সখিপুর, টাঙ্গাইল
১৪১	জামালপুর-১	আবুল কালাম আজাদ	১৯৩৯	আইন-৭২	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম-খেওয়ারচর, থানা- বকসীগঞ্জ, জামালপুর
১৪২	জামালপুর-২	মোঃ রাশেদ মোশাররফ	১৯৪১	স্নাতক-৬১	আ:লীগ-৬৩	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- তেঘরিয়া, থানা- ইসলামপুর, জামালপুর
১৪৩	জামালপুর-৩	মির্জা আজম	১৯৬২	স্নাতক-৮৪	ছাত্রলীগ-৭৭	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম-বালিজুরী বাজার, থানা-মাদারগঞ্জ, জামালপুর
১৪৪	জামালপুর-৪	মাও. মোঃ নুরুল ইসলাম	১৯৪১	টাইটেল-৬০	আ:লীগ	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- পাখীমারা, থানা- সরিষাবাড়ী, জামালপুর
১৪৫	জামালপুর-৫	রেজাউল করিম হীরা	১৯৪২	আইএ	ছাত্রলীগ-৫৮	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- বাগ্মারী, থানা- জামালপুর, জামালপুর
১৪৬	শেরপুর-১	আতিউর রহমান আতিক	১৯৫৭	স্নাতক-৮৭	ছাত্রলীগ-৭১	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- বারঘরিয়া, থানা- শেরপুর, শেরপুর
১৪৭	শেরপুর-২	বেগম মতিয়া চৌধুরী	১৯৪২	মাষ্টার্স-৬৮	ছাত্র ইউ-৬২	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- বানেশ্বরদী, থানা- নকলা, শেরপুর
১৪৮	শেরপুর-৩	এম এ বারী	১৯৪২	সম্মান-৬৩	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- বিলভাটি, ডাক- ভায়াডাঙ্গা, শেরপুর
১৪৯	ময়মনসিংহ-১	আফজাল এইচ খান	১৯৫৪	আইন-৮০	বিএনপি-৯৫	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- গুটি, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
১৫০	ময়মনসিংহ-২	মোঃ শামসুল হক	১৯৩০	আইএ	মু:ছাত্রলীগ-৪৪	সমাজসেবী	আ:লীগ	গ্রাম-পন্ডিতপাড়া, থানা-কোতয়ালী, ময়মনসিংহ

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
১৫১	ময়মনসিংহ-৩	এ এফ এম নাজমুল হুদা, এড.	১৯৩৮	আইন	পিডিপি	আইনজীবী	বিএনপি	৩৬, জেল রোড, থানা- কোতয়ালী, ময়মনসিংহ
১৫২	ময়মনসিংহ-৪	বেগম রওশন এরশাদ			জাপা-৯০	রাজনীতি	জাপা	গ্রাম- সুতিয়াখালী, থানা- কোতয়ালী, ময়মনসিংহ
১৫৩	ময়মনসিংহ-৫	এ কে এম মোশারফ হোসেন	১৯৩৯	সিএ-৬৪	বিএনপি-৯৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	৬১নং গঙ্গাদাস গুহ রোড, থানা-কোতয়ালী, ময়মনসিংহ
১৫৪	ময়মনসিংহ-৬	মোঃ মোসলেম উদ্দিন, এড.	১৯৩৯	আইন	আ:লীগ-৫৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- নাউরী কুশমাইল, থানা- ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
১৫৫	ময়মনসিংহ-৭	হাফেজ রুহুল আমিন মাদানী	১৯৫২	মাষ্টার্স-৮০	আ:লীগ-৮৬	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- সতরপাড়া, থানা- ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
১৫৬	ময়মনসিংহ-৮	মোঃ আব্দুস ছাত্তার	১৯৫২	মাষ্টার্স-৭৪	ছাত্রলীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- দত্তপাড়া, থানা- ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
১৫৭	ময়মনসিংহ-৯	মে. জে. (অব:) আব্দুস সালাম	১৯৪২	স্নাতক-৬৩	আ:লীগ-৯৬	সামরিক কর্মকর্তা	আ:লীগ	গ্রাম- রসুলপুর, থানা- নান্দাইল, ময়মনসিংহ
১৫৮	ময়মনসিংহ-১০	আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ	১৯৪৭	স্নাতক-৬৯	ছাত্র ইউ-৬২	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গফরগাঁও বাজার, থানা-গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
১৫৯	ময়মনসিংহ-১১	ডা. এম আমান উল্লাহ, অধ্যাপক	১৯৩৯	এমবিবিএস-৫৬	আ:লীগ-৯৫	চিকিৎসক	আ:লীগ	গ্রাম- মহমুদপুর, থানা- ভালুকা, ময়মনসিংহ
১৬০	ময়মন+ নেত্র	আলহাজ্ব ডা: মোহাম্মদ আলী	১৯৪৩	চিকিৎসা-৬৯	ছাত্রলীগ-৬০	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম- বাড়হা, থানা- পূর্বধলা, নেত্রকোনা
১৬১	নেত্রকোনা-১	জালাল উদ্দিন তালুকদার	১৯৫১	আইএ-৭২	ছাত্রলীগ-৬৬	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম-দূর্গাপুর, থানা- দূর্গাপুর, নেত্রকোনা
১৬২	নেত্রকোনা-২	ফজলুর রহমান খান	১৯৩৩	আইন-৫৩	ছাত্রলীগ-৪৯	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- কুনিয়া, থানা- নেত্রকোনা, নেত্রকোনা
১৬৩	নেত্রকোনা-৩	নূরুল আমীন তালুকদার	১৯৪৬	স্নাতক	বিএনপি-৯৫	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- দেওশ্রী, থানা- আটপাড়া, নেত্রকোনা
১৬৪	নেত্রকোনা-৪	আব্দুল মমিন, এড.	১৯২৯	আইন	আ:লীগ-৬৪	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- কাজিয়াটি, থানা- মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা
১৬৫	কিশোরগঞ্জ-১	এ কে এম শামসুল হক	১৯৩৪	মাষ্টার্স-৬৪	ছাত্রলীগ-৫২	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- তারাকান্দা, থানা- পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ
	উপ-নির্বাচন	ডা. আলাউদ্দিন আহম্মেদ	১৯৪৭	পিএইচডি-৮৪	ছাত্রলীগ-৬৪	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- মুগলিয়া, থানা- পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ
১৬৬	কিশোরগঞ্জ-২	মে (অব) আখতারুজ্জামান	১৯৫৩	স্নাতক-৮৬	ছাত্র ইউ-৬৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- গচিহাটা, থানা- কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ
১৬৭	কিশোরগঞ্জ-৩	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম	১৯৫২	মাষ্টার্স	ছাত্রলীগ-৬৫	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম-শোলাকিয়া, বেগম রোকেয়া সড়ক, কিশোরগঞ্জ
১৬৮	কিশোরগঞ্জ-৪	ড. মিজানুল হক	১৯৪৭	পিএইচডি-৮০	ছাত্র ইউ-৬৪	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- মামাপাড়া, থানা- করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
১৬৯	কিশোরগঞ্জ-৫	আব্দুল হামিদ, এড.	১৯৪৪	আইন-৭৫	ছাত্রলীগ-৫৩	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- কামালপুর, থানা- মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ
১৭০	কিশোরগঞ্জ-৬	মজিবর রহমান মঞ্জু	১৯৫১	দশম শ্রেণী	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম-মধুরাপুর, থানা-বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ
১৭১	কিশোরগঞ্জ-৭	জিল্লুর রহমান, এড.	১৯২৯	আইন	ছাত্রলীগ-৫২	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- ভৈরবপুর-৫, থানা- ভৈরব, কিশোরগঞ্জ
১৭২	মানিকগঞ্জ-১	খন্দকার দেলোয়ার হোসেন	১৯৩৩	আইন-৫৫	ন্যাপ-৫৭	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- খিরাই পাচুরিয়া, থানা- ঘিওর, মানিকগঞ্জ
১৭৩	মানিকগঞ্জ-২	হারুনার রশিদ খান মুন্নু	১৯৩৭	সিএ	বিএনপি-৯০	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম-আধার মানিক, থানা- হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ
১৭৪	মানিকগঞ্জ-৩	নিজাম উদ্দিন খান, এড.	১৯৩১	আইন-৫৮	মু:ছাত্রলীগ-৪৫	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- গজুন্ডা, থানা- মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ
	উপ-নির্বাচন	আব্দুল ওহাব খান					বিএনপি	কালিবাড়ী রোড, থানা- মানিকগঞ্জ, মানিকগঞ্জ
১৭৫	মানিকগঞ্জ-৪	শামসুল ইসলাম খান	১৯৩০	স্নাতক	ছাত্রলীগ-৪৪	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- উত্তর চাকিগ্রাম, থানা- সিংগাইর, মানিকগঞ্জ
১৭৬	মুন্সিগঞ্জ-১	একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী	১৯২৯	চিকিৎসা	বিএনপি-৭৮	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম- মজিদপুর, থানা- শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ
১৭৭	মুন্সিগঞ্জ-২	মিজানুর রহমান সিনহা	১৯৪০	স্নাতক-৬২	ছাত্র ইউ-৫৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- ডহুরী, থানা- লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ
১৭৮	মুন্সিগঞ্জ-৩	এম শামসুল ইসলাম	১৯৩২	আইন-৫৮	এনডিএফ-৬০	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- উত্তর সুখবাসপুর, থানা- মুন্সীগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ
১৭৯	মুন্সিগঞ্জ-৪	মোঃ আব্দুল হাই	১৯৪৯	স্নাতক-৭০	ছাত্র ইউ-৬৬	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- গোসাইবাগ, থানা- মুন্সীগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ
১৮০	ঢাকা-১	ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা	১৯৪৩	ব্যারিষ্টার-৬৯	বিএনপি-৭৭	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- বধুরা, থানা- দোহার, ঢাকা
১৮১	ঢাকা-২	আব্দুল মান্নান	১৯৪২	এফসিএ-৬৭	বিএনপি-৯১	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- গোবিন্দপুর, থানা- নবাবগঞ্জ, ঢাকা
১৮২	ঢাকা-৩	আমান উল্লাহ আমান	১৯৬২	মাষ্টার্স-৮৭	ছাত্রদল	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- বয়াতিকান্দি, থানা- কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
১৮৩	ঢাকা-৪	হাবিবুর রহমান মোল্লা	১৯৩৮	আইএ-৫৮	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- মাতুয়াইল, থানা- ডেমরা, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নির্বাচন ঃ ১৯৭০-২০০১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
১৮৪	ঢাকা-৫	এ কে এম রহমত উল্লাহ	১৯৫০	স্নাতক-৭২	ছাত্র ইউ-৬৮	শিল্পপতি	আ:লীগ	রোড-১১০, বাসা-১১, থানা- গুলশান, ঢাকা
১৮৫	ঢাকা-৬	সাবের হোসেন চৌধুরী	১৯৬১	আইন	আ:লীগ-৯৫	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	৫, পরিবাগ, থানা- রমনা, ঢাকা
১৮৬	ঢাকা-৭	সাদেক হোসেন খোকা	১৯৫০	মাষ্টার্স-৭৩	ছাত্র ইউ-৬৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	৫/১, গোপীবাগ, ১ম লেন, থানা-মতিঝিল, ঢাকা
১৮৭	ঢাকা-৮	হাজী মোঃ সেলিম		আইএ	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	২৫, ছত্র ফাটারা, চকবাজার, ঢাকা
১৮৮	ঢাকা-৯	আলহাজ্ব মকবুল হোসেন	১৯৪৮	আইন	ছাত্রলীগ-৬৩	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	১২/১, তাজমহল রোড, থানা-মোহাম্মদপুর, ঢাকা
১৮৯	ঢাকা-১০	ডা. এইচ বি এম ইকবাল	১৯৫০	চিকিৎসা-৮০	ছাত্রলীগ-৬৯	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- বাঁশগারী, থানা- ভৈরব, কিশোরগঞ্জ
১৯০	ঢাকা-১১	কামাল আহমেদ মজুমদার	১৯৫০	মাষ্টার্স	ছাত্রলীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	১২৭/ই, রোড নং- ১৩, বনানী, ঢাকা
১৯১	ঢাকা-১২	দেওয়ান মোঃ সালাউদ্দিন	১৯৬২	চিকিৎসা-৮৭	বিএনপি-৮৭	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম- জিরাবো, থানা- সাভার, ঢাকা
১৯২	ঢাকা-১৩	ব্যারিষ্টার জিয়াউর রহমান খান	১৯৪৫	ব্যারিষ্টার-৭৫	জাতীয়লীগ-৭৭	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- বালিয়া, থানা- ধামরাই, ঢাকা
১৯৩	গাজীপুর-১	মোঃ রহমত আলী, এড.	১৯৪৫	আইন	ছাত্রলীগ-৫৮	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- শ্রীপুর, থানা- শ্রীপুর, গাজীপুর
১৯৪	গাজীপুর-২	আহসান উল্লাহ মাষ্টার	১৯৫০	স্নাতক-৭০	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- হায়দরাবাদ, থানা- গাজীপুর, গাজীপুর
১৯৫	গাজীপুর-৩	আখতারুজ্জামান	১৯৫৩	মাষ্টার্স	ছাত্রলীগ-৬৯	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- সোম, থানা- কালীগঞ্জ, গাজীপুর
১৯৬	গাজীপুর-৪	আফসার উদ্দিন আহম্মদ খান	১৯৪৪	আইন-৬৪	ছাত্রলীগ-৫৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- দরদরিয়া, থানা- কাপাসিয়া, গাজীপুর
১৯৭	নরসিংদী-১	সামসুদ্দিন আহমেদ ইসহাক	১৯৪১	ম্যাট্রিক-৫৯	ইউপিপি-৬৯	শ্রমিক নেতা	বিএনপি	১৬৬, সৌকুড়, থানা-নরসিংদী, নরসিংদী
১৯৮	নরসিংদী-২	ড. আব্দুল মঈন খান	১৯৪৭	পিএইচডি-৭২	বিএনপি-৯০	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- চর নগরদী, থানা- পলাশ, নরসিংদী
১৯৯	নরসিংদী-৩	আব্দুল মান্নান ভূইয়া	১৯৪৩	আইন-৬৭	ছাত্র ইউ-৫৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মাছিমপুর, থানা- শিবপুর, নরসিংদী
২০০	নরসিংদী-৪	লে.জে (অব) নুরুদ্দীন খান	১৯৩৮	ইঞ্জি:-৬৪	আ:লীগ-৯৬	সামরিক কর্মকর্তা	আ:লীগ	গ্রাম- খাষাম, থানা- মনোহরদী, নরসিংদী
২০১	নরসিংদী-৫	রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু	১৯৪৪	স্নাতক-৬৬	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- আমিরাবাদ, থানা- রায়পুরা, নরসিংদী
২০২	নারায়ণগঞ্জ-১	মে.জে.(অব) কে এম শফিউল্লাহ	১৯৩৫	স্নাতক-৫৫	আ:লীগ-৯৪	সামরিক কর্মকর্তা	আ:লীগ	গ্রাম- রূপগঞ্জ, থানা- রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
২০৩	নারায়ণগঞ্জ-২	এনামুল হক ভূইয়া	১৯৪০	আইএ	জাপা-৮৫	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- লক্ষ্মীপুরা, থানা- আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ
২০৪	নারায়ণগঞ্জ-৩	অধ্যাপক রেজাউল করিম	১৯৪৯	মাষ্টার্স-৭৩	বিএনপি-৭৭	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম-রামগোবিন্দগাঁও, থানা-সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
২০৫	নারায়ণগঞ্জ-৪	এ কে এম শামীম ওসমান	১৯৬১	মাষ্টার্স	ছাত্রলীগ-৭৫	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	হীরা মহল, ৯৯, উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ
২০৬	নারায়ণগঞ্জ-৫	এস এম আকরাম	১৯৩৯	আইন	আ:লীগ-৯৫	শিল্পপতি	আ:লীগ	গ্রাম- আলী নগর, থানা- বন্দর, নারায়ণগঞ্জ
২০৭	রাজবাড়ী-১	কাজী কেরামত আলী	১৯৫৪	মাষ্টার্স-৭৯	আ:লীগ-৮৮	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম-সজ্জনকান্দা, থানা- রাজবাড়ী, রাজবাড়ী
২০৮	রাজবাড়ী-২	মোঃ জিল্লুল হাকিম	১৯৫৪	মাষ্টার্স-৭৬	ছাত্রলীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- নারায়নপুর, থানা- পাংশা, রাজবাড়ী
২০৯	ফরিদপুর-১	কাজী সিরাজুল ইসলাম	১৯৩৮	স্নাতক-৬০	ছাত্রলীগ-৫৬	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- গরানিয়া, থানা- আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর
২১০	ফরিদপুর-২	কে এম ওবায়দুর রহমান	১৯৪০	মাষ্টার্স-৬৪	ছাত্রলীগ-৫৬	কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম- লস্করদিয়া, থানা- নগরকান্দা, ফরিদপুর
২১১	ফরিদপুর-৩	চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ	১৯৪০	স্নাতক-৬৩	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	১নং কুঠিবাড়ী, থানা-ফরিদপুর, ফরিদপুর
২১২	ফরিদপুর-৪	মোঃ মোশাররফ হোসেন, এড.	১৯৩৫	আইন-৩১	ছাত্রলীগ-৫১	আইনজীবি	আ:লীগ	গ্রাম- চরভদ্রাসন, থানা- সদরপুর, ফরিদপুর
	উপ-নির্বাচন	সালেহা মোশাররফ			আ:লীগ-৯৮	গৃহিনী	আ:লীগ	গ্রাম- চরভদ্রাসন, থানা- সদরপুর, ফরিদপুর
২১৩	ফরিদপুর-৫	ডা. কাজী আবু ইউসুফ	১৯২৬	চিকিৎসা-৫৮	আ:লীগ-৬৯	চিকিৎসক	আ:লীগ	গ্রাম- কাওলীবেড়া, থানা- ভাঙ্গা, ফরিদপুর
২১৪	গোপালগঞ্জ-১	লে: ক.(অব) ফারুক খান	১৯৫১	স্নাতক-৭১	আ:লীগ-৯৫	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- বেজড়া, থানা- মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ
২১৫	গোপালগঞ্জ-২	শেখ ফজলুল করিম সেলিম	১৯৪৯	মাষ্টার্স-৭১	ছাত্রলীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- টুঙ্গীপাড়া, থানা- টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ
২১৬	গোপালগঞ্জ-৩	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক-৭৩	ছাত্রলীগ-৬২	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- টুঙ্গীপাড়া, থানা-গোপালগঞ্জ, গোপালগঞ্জ
২১৭	মাদারীপুর-১	নুর-ই আলম চৌধুরী লিটন	১৯৬৪	স্নাতক-৮৬	আ:লীগ-৯১	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- চৌধুরীপাড়া, থানা- শিবচর, মাদারীপুর

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
২১৮	মাদারীপুর-২	শাহজাহান খান	১৯৫২	স্নাতক-৭০	ছাত্রলীগ-৬৬	রাজনীতি	আ:লীগ	মহল্লা-নতুন শহর, থানা- মাদারীপুর, মাদারীপুর
২১৯	মাদারীপুর-৩	সৈয়দ আবুল হোসেন	১৯৫১	স্নাতক-৭২	ছাত্রলীগ	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- তেবাড়ী, ডাক- ডাসার, মাদারীপুর
২২০	শরিয়তপুর-১	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এড.	১৯৪২	আইন-৬৪	ছাত্রলীগ-৬০	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- ভামুড্যা, থানা- ভামুড্যা, শরিয়তপুর
	উপ-নির্বাচন	মাস্টার মজিবুর রহমান	১৯৫০	স্নাতক-৬৯	ছাত্রলীগ-৬৯	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- হাঁয়াশা, থানা- জাজিরা, শরিয়তপুর
২২১	শরিয়তপুর-২	কর্নেল (অব) শওকত আলী	১৯৩৭	আইন-৬৯	আ:লীগ-৭৬	সামরিক কর্মকর্তা	আ:লীগ	গ্রাম- নড়িয়া, থানা- নড়িয়া, শরিয়তপুর
২২২	শরিয়তপুর-৩	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এড.	১৯৪২	আইন-৬৪	ছাত্রলীগ-৬০	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- ভামুড্যা, থানা- ভামুড্যা, শরিয়তপুর
২২৩	সুনামগঞ্জ-১	সৈয়দ রফিকুল হক	১৯৪১	আইন-৬৪	ছাত্র ইউ-৫৪	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- সেলধরষ, থানা- ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ
২২৪	সুনামগঞ্জ-২	নাছির উদ্দিন চৌধুরী	১৯৪৭	স্নাতক-৬৯	ছাত্র ইউ-৬২	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- আনোয়ারপুর, থানা- দিরাই, সুনামগঞ্জ
২২৫	সুনামগঞ্জ-৩	আব্দুস সামাদ আজাদ	১৯২৬	স্নাতক-৪৮	মু:ছাত্র ফেডা-৪০	রাজনীতি	আ:লীগ	৮৩, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা
২২৬	সুনামগঞ্জ-৪	ফজলুল হক আসপিয়া	১৯৩৯	আইন-৬৪	বিএনপি-৭৮	আইনজীবী	বিএনপি	দক্ষিণ ষোলঘর, থানা-সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
২২৭	সুনামগঞ্জ-৫	মুহিবুর রহমান মানিক	১৯৬২	আইন-৮৫	ছাত্র ইউ-৭৩	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	হাসপাতাল রোড, থানা-স্নাতক, সুনামগঞ্জ
২২৮	সিলেট-১	হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী	১৯২৮	আইন	জাপা-৮৫	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	রশীদ মঞ্জিল, দরগা গেইট, সিলেট
২২৯	সিলেট-২	শাহ আজিজুর রহমান	১৯৪৬	আইএ	ছাত্রলীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম-খুসকীপুর, থানা-বালাগঞ্জ, সিলেট
২৩০	সিলেট-৩	মোঃ আব্দুল মুকিত খান	১৯৪৮	স্নাতক-৬৮	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	জাপা	গোপশহর, মোল্লারগাঁও, সিলেট
২৩১	সিলেট-৪	এম সাইফুর রহমান	১৯৩২	সিএ-৫৮	বিএনপি-৭৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- বাহাদুরপুর, থানা- মৌলভীবাজার, মৌলভীবাজার
	উপ-নির্বাচন	ইমরান আহমদ	১৯৪৮	স্নাতক-৬৯	ছাত্রলীগ-৬৬	শিল্পপতি	আ:লীগ	শ্রীপুর চা বাগান, থানা- জৈন্তীয়াপুর, সিলেট
২৩২	সিলেট-৫	হাফিজ আহমদ মজুমদার	১৯৩৫	স্নাতক-৫৫	আ:লীগ-৫০	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম-নুন্দীপাড়া, থানা- জকিগঞ্জ, সিলেট
২৩৩	সিলেট-৬	নূরুল ইসলাম নাহিদ	১৯৪৫	স্নাতক-৬৫	ছাত্র ইউ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- নয়াগ্রাম, থানা- বিয়ানীবাজার, সিলেট
২৩৪	মৌলভীবাজার-১	শাহাব উদ্দিন আহমেদ	১৯৫৪	স্নাতক-৭৬	ছাত্রলীগ-৬৯	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম-পাকিয়ালা, থানা- বড়লেখা, মৌলভীবাজার
২৩৫	মৌলভীবাজার-২	সুলতান মোঃ মনসুর আহমেদ	১৯৫৬	মাষ্টার্স	ছাত্রলীগ-৬৭	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- গবিন্দপুর, থানা- কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
২৩৬	মৌলভীবাজার-৩	এম সাইফুর রহমান	১৯৩২	সিএ-৫৮	বিএনপি-৭৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- বাহাদুরপুর, থানা- মৌলভীবাজার, মৌলভীবাজার
২৩৭	মৌলভীবাজার-৪	মোঃ আব্দুস শহীদ	১৯৪৮	মাষ্টার্স-৭২	ছাত্রলীগ-৬৩	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- সোন্দামিয়া, থানা- শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
২৩৮	হবিগঞ্জ-১	দেওয়ান ফরিদ গাজী	১৯২৪	মাষ্টার্স-৪৯	মু:ছাত্র ফেডা-৪৩	কৃষিজীবী	আ:লীগ	লামাবাজার, থানা- সিলেট, সিলেট
২৩৯	হবিগঞ্জ-২	শরীফ উদ্দিন আহমেদ	১৯৪২	আইন-৭২	আ:লীগ-৬৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- যাত্রাপাশা, থানা- বানিয়াচঙ্গ, হবিগঞ্জ
	উপ-নির্বাচন	সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, এড.	১৯৪৫	আইন	গণতন্ত্রী দল	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- দিরাই, থানা- দিরাই, সুনামগঞ্জ
২৪০	হবিগঞ্জ-৩	আবু তোহা মুবিন চৌধুরী	১৯৪২	মাষ্টার্স-৬৮	ছাত্রইউ	শিক্ষাবিদ	জাপা	শায়েস্তানগর আবাসিক এলাকা, হবিগঞ্জ
২৪১	হবিগঞ্জ-৪	এনামুল হক মোস্তফা শহীদ	১৯৩৮	আইন	ছাত্রলীগ-৫২	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- কুটিরগাঁও, থানা- চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ
২৪২	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-১	মোহাম্মদ ছায়েদুল হক	১৯৪২	আইন-৭০	ছাত্রলীগ-৬২	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- পূর্বভাগ, থানা- নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৪৩	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-২	উকিল আব্দুস সাত্তার ভূঞা	১৯৩৯	আইন-৬৬	পিডিপি-৬৮	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- পরমানন্দপুর, থানা- সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৪৪	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৩	হারুন-আল-রশিদ, এড.	১৯৪০	আইন-৬৩	বিএনপি-৭৮	আইনজীবী	বিএনপি	মৌলভীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌরসভা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৪৫	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৪	শাহ আলম, এড.	১৯৬১	আইন-৮৪	ছাত্রলীগ-৭৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- বর্না, থানা- কসবা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৪৬	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৫	আব্দুল লতিফ, এড.	১৯৫১	আইন-৭৭	ছাত্রলীগ-৬৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- ধন্যভাঙ্গা, থানা- নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৪৭	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৬	ক্যাপ্টেন (অব) এ বি তাজুল ইসলাম	১৯৫১	স্নাতক-৭০	আ:লীগ-৭৬	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- পাড়াতলী, থানা- বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৪৮	কুমিল্লা-১	এম কে আনোয়ার	১৯৩৩	মাষ্টার্স	বিএনপি-৯১	সরকারী কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- ওপার চর, থানা-হোমনা, কুমিল্লা
২৪৯	কুমিল্লা-২	ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন	১৯৪৬	পিএইচডি-৭৪	ছাত্রলীগ-৬২	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- গয়েশপুর, থানা- দাউদকান্দি, কুমিল্লা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নির্বাচন ঃ ১৯৭০-২০০১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
২৫০	কুমিল্লা-৩	মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ				ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- মুরাদনগর, থানা- মুরাদনগর, কুমিল্লা
২৫১	কুমিল্লা-৪	মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী	১৯৫০	ইঞ্জি:-৭৪	বিএনপি-৯০	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- গুনাইঘর, থানা- দেবীদ্বার, কুমিল্লা
২৫২	কুমিল্লা-৫	আব্দুল মতিন খসরু	১৯৫০	আইন-৭৬	ছাত্রলীগ-৬৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- মিরপুর, থানা- ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা
২৫৩	কুমিল্লা-৬	অধ্যাপক আলী আশরাফ	১৯৪৭	মাষ্টার্স	ছাত্রলীগ-৬২	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- গল্লাই, থানা- চান্দিনা, কুমিল্লা
২৫৪	কুমিল্লা-৭	আব্দুল হাকিম মিয়া	১৯৩৭	মাষ্টার্স-৬০	আ:লীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- বাগমারা, ডাক- বরুড়া, কুমিল্লা
২৫৫	কুমিল্লা-৮	কর্ণেল (অব) আকবর হোসেন	১৯৪১	স্নাতক-৭০	ইউপিপি-৭৪	সামরিক কর্মকর্তা	বিএনপি	নানুয়ার দিঘীর উত্তরপাড়, ডাক-বজ্রপুর, কুমিল্লা
২৫৬	কুমিল্লা-৯	আ হ ম মুস্তফা কামাল	১৯৪৭	আইন-৭০	ছাত্রলীগ-৬৬	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- দুতিয়াপুর, থানা- লাকসাম, কুমিল্লা
২৫৭	কুমিল্লা-১০	মোঃ তাজুল ইসলাম	১৯৫৫	স্নাতক-৮৫	আ:লীগ	শিল্পপতি	আ:লীগ	গ্রাম- পোমগাঁও, থানা- লাকসাম, কুমিল্লা
২৫৮	কুমিল্লা-১১	জয়নাল আবেদীন ভূঞা	১৯৪৮	স্নাতক	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- বলয়পুর, থানা- লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা
২৫৯	কুমিল্লা-১২	মুজিবুল হক মুজিব	১৯৪৭	স্নাতক-৭০	আ:লীগ-৬৯	আয়কর উপদেষ্টা	আ:লীগ	গ্রাম- বসুয়ারা, থানা- চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা
২৬০	চাঁদপুর-১	আ ন ম এহসানুল হক মিলন	১৯৫৭	এমবিএ-৯০	জাসদ-৭৫	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- গোবিন্দপুর, থানা- কচুয়া, চাঁদপুর
২৬১	চাঁদপুর-২	মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া	১৯৪৯	মাষ্টার্স-৭৯	ছাত্রলীগ-৬৫	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- মোহনপুর, থানা- মতলব, চাঁদপুর
২৬২	চাঁদপুর-৩	জি এম ফজলুল হক	১৯৪৭	স্নাতক	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- দাসদী, থানা- চাঁদপুর, চাঁদপুর
২৬৩	চাঁদপুর-৪	অধ্যাপক মোঃ আব্দুল্লাহ	১৯৩৭	এফসিআইএম-৬৬	বিএনপি-৯১	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- গোবিন্দিয়া, থানা- চাঁদপুর, চাঁদপুর
২৬৪	চাঁদপুর-৫	মেজর (অব) রফিকুল ইসলাম	১৯৪৩	স্নাতক	আ:লীগ-৯৬	সামরিক কর্মকর্তা	আ:লীগ	গ্রাম- নাওড়া, থানা- শাহরাস্তি, চাঁদপুর
২৬৫	চাঁদপুর-৬	আলমগীর হায়দার খান	১৯৫৪	স্নাতক	ছাত্র ইউ	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মুলপাড়া, থানা- ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর
২৬৬	ফেনী-১	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ-৬৩	বিএনপি-৮২	রাজনীতি	বিএনপি	৬, শহীদ মঈনুল রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
২৬৭	ফেনী-২	জয়নাল আবেদীন হাজারী	১৯৪০	স্নাতক-৭৯	ছাত্রলীগ-৬৩	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	মাষ্টার পাড়া, থানা- ফেনী, ফেনী
২৬৮	ফেনী-৩	মোঃ মোশাররফ হোসেন	১৯৪০	স্নাতক-৬০	বিএনপি-৯৬	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- আহমেদপুর, থানা-সোনাগাজী, ফেনী
২৬৯	নোয়াখালী-১	জয়নুল আবেদীন ফারুক	১৯৪৯	মাষ্টার্স-৭২	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- ইয়ারপুর, থানা- সেনবাগ, নোয়াখালী
২৭০	নোয়াখালী-২	বরকত উল্যাহ ভুলু	১৯৫৬	স্নাতক-৮০	ছাত্রইউ-৬৪	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মির্জানগর, থানা- সেনবাগ, নোয়াখালী
২৭১	নোয়াখালী-৩	মাহবুবুর রহমান, এড.		আইন		আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- দৌলতপুর, থানা- চাটখিল, নোয়াখালী
২৭২	নোয়াখালী-৪	মোঃ শাহজাহান	১৯৫৪	স্নাতক	ছাত্র ইউ-৫৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- ফকিরপুর, থানা- সদর, নোয়াখালী
২৭৩	নোয়াখালী-৫	ওবায়দুল কাদের	১৯৫০	মাষ্টার্স	ছাত্রলীগ-৬৭	সাংবাদিক	আ:লীগ	গ্রাম-বড় রাজাপুর, থানা-কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী
২৭৪	নোয়াখালী-৬	মোঃ ফজলুল আজিম	১৯৪৫	ইঞ্জি	বিএনপি-৯০	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- চরকৈলাশ, থানা- হাতিয়া, নোয়াখালী
২৭৫	লক্ষ্মীপুর-১	জিয়াউল হক জিয়া	১৯৫৩	স্নাতক-৭০	ছাত্রলীগ-৬৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- কেথুরী, থানা- রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
২৭৬	লক্ষ্মীপুর-২	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ-৬৩	বিএনপি-৮২	রাজনীতি	বিএনপি	৬, শহীদ মইনুল রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
	উপ-নির্বাচন	হারুনুর রশিদ					আ:লীগ	গ্রাম- চরপাতা, থানা- রায়পুরা, লক্ষ্মীপুর
২৭৭	লক্ষ্মীপুর-৩	খায়রুল এনাম, এড.	১৯৪৮	আইন-৭৮	ছাত্রলীগ-৬৪	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- বাঞ্ছানগর, থানা- লক্ষ্মীপুর, লক্ষ্মীপুর
২৭৮	লক্ষ্মীপুর-৪	আ স ম আব্দুর রব	১৯৪৫	মাষ্টার্স-৭২	ছাত্রলীগ-৬০	ব্যবসায়ী	জাসদ	গ্রাম- চর যেলনা, থানা- রামগতি, লক্ষ্মীপুর
২৭৯	চট্টগ্রাম-১	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ-৬৩	বিএনপি-৮২	রাজনীতি	বিএনপি	৬, শহীদ মইনুল রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
	উপ-নির্বাচন	ইঞ্জি. মোশারফ হোসেন	১৯৪৩	ইঞ্জি-৬৬	ছাত্রলীগ-৬২	শিল্পপতি	আ:লীগ	গ্রাম- ধুম, থানা- মিরশ্বরাই, চট্টগ্রাম
২৮০	চট্টগ্রাম-২	এ বি এম আবুল কাশেম	১৯৩৯	স্নাতক-৫৮	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম-সলিমপুর, থানা-সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
২৮১	চট্টগ্রাম-৩	মোস্তাফিজুর রহমান	১৯৪৩	স্নাতক-৬৩	ছাত্রলীগ-৬১	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- কছিয়ামোড়া, থানা- সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম
২৮২	চট্টগ্রাম-৪	মোঃ রফিকুল আনোয়ার	১৯৫৫	আইএ-৭২		ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- নানুপুর, থানা-ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
২৮৩	চট্টগ্রাম-৫	সৈয়দ অহিদুল আলম	১৯৪৯	মাষ্টার্স-৭০	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- টিকনদন্ডী, থানা- হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
২৮৪	চট্টগ্রাম-৬	গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী	১৯৫৩	মাষ্টার্স	মু:লীগ-৭৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গুডস হিল, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম
২৮৫	চট্টগ্রাম-৭	সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী	১৯৪৯	মাষ্টার্স	মু:লীগ-৭৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গুডস হিল, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম
২৮৬	চট্টগ্রাম-৮	আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী	১৯৫০	সিএ	বিএনপি-৯১	শিল্পপতি	বিএনপি	৩৩, মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম
২৮৭	চট্টগ্রাম-৯	এম এ মান্নান	১৯৩৯	স্নাতক-৬৪	ছাত্রলীগ-৫২	রাজনীতি	আ:লীগ	৮২, জে. আই মাদ্রাসা সড়ক, জামপাড়া, চট্টগ্রাম
২৮৮	চট্টগ্রাম-১০	মনজুর মোরশেদ খান	১৯৪০	মাষ্টার্স	জাপা-৮৫	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম-উত্তর চান্দগাঁও, থানা- চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম
২৮৯	চট্টগ্রাম-১১	গাজী মোহাম্মদ শাহজাহান	১৯৬১	মাষ্টার্স-৮৫	ছাত্রদল-৭৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- ইয়াকুবডাঙি, থানা- পটিয়া, চট্টগ্রাম
২৯০	চট্টগ্রাম-১২	সরওয়ার জামাল নিজাম	১৯৪৫	স্নাতক-৬৪	বিএনপি-৯৫	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- বারখাইন, থানা- আনোয়ারা, চট্টগ্রাম
২৯১	চট্টগ্রাম-১৩	কর্নেল আলহাজ্ব অলি আহমেদ	১৯৪১	স্নাতক-৬৬	বিএনপি-৮০	সামরিক কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- চন্দনাইশ, থানা- চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম
	উপ-নির্বাচন	মমতাজ বেগম	১৯৫৩	আইএ-৭২	বিএনপি-৮০	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- চন্দনাইশ, থানা- চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম
২৯২	চট্টগ্রাম-১৪	কর্নেল (অব) অলি আহমেদ	১৯৪১	স্নাতক-৬৬	বিএনপি-৮০	সামরিক কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- চন্দনাইশ, থানা- চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম
২৯৩	চট্টগ্রাম-১৫	জাফরুল ইসলাম চৌধুরী	১৯৫০	স্নাতক	বিএনপি	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- গুনাগরী, থানা- বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
২৯৪	কক্সবাজার-১	সালাউদ্দিন আহমেদ	১৯৬২	আইন-৮৪	ছাত্রদল-৭৮	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- পেকুয়া, থানা- চকরিয়া, কক্সবাজার
২৯৫	কক্সবাজার-২	মাহফুজ উল্লাহ ফয়িদ	১৯৫৭	আইন-৮৬	ছাত্রশিবির-৭৯	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- আমতলী, থানা- মহেশখালী, কক্সবাজার
২৯৬	কক্সবাজার-৩	মো: খালেকুজ্জামান	১৯৫৩	আইন-৮৮	বিএনপি-৯০	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- গোলদিঘী, থানা- কক্সবাজার, কক্সবাজার
২৯৭	ফক্সবাজার-৪	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী	১৯৪৬	মাষ্টার্স-৭৩	ছাত্রলীগ-৬৯	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম-হীলা, থানা-টেকনাফ, ফক্সবাজার
২৯৮	খাগড়াছড়ি	কল্পরঞ্জন চাকমা	১৯২১	আইন-৪৫	ন্যাপ-৫২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- বাবুপাড়া, থানা- দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি
২৯৯	রাঙ্গামাটি	দীপংকর তালুকদার	১৯৫২	স্নাতক-৭৩	ছাত্রলীগ-৬৯	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	চম্পক নগর, বনরূপা, রাঙ্গামাটি
৩০০	বান্দরবান	বীর বাহাদুর	১৯৬০	মাষ্টার্স-৮৬	আ:লীগ-৯০	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	মধ্যম মারমা পাড়া, ২নং পৌর এলাকা, বান্দরবান
মহিলা আসন-১		শ্রীমতি ভারতী নন্দী সরকার	১৯৫১	স্নাতক	ছাত্রলীগ-৬৮	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- গুড়গোলা, থানা- কোতয়ালী, দিনাজপুর
মহিলা আসন-২		বেগম ফরিদা রউফ আশা	১৯৪৯	মাষ্টার্স-৭৪	ছাত্রলীগ-৬৬	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- বাকডোকরা, থানা- ডোমার, নীলফামারী
মহিলা আসন-৩		শাহানাজ সরদার	১৯৫৭	আইএ-৭২	ছাত্রলীগ-৭৩	রাজনীতি	আ:লীগ	প্রযত্নে- সেন্দা ট্রেডার্স, থানা-উলিপুর, কুড়িগ্রাম
মহিলা আসন-৪		কামরুন নাহার পুতুল	১৯৫৩	স্নাতক-৮৬	আ:লীগ	রাজনীতি	আ:লীগ	অবশেষে, মালতীনগর, এসপি লেন, বগুড়া
মহিলা আসন-৫		অধ্যাপিকা জান্নাতুন ফেরদৌস	১৯৩৯	এমএড-৭২	আ:লীগ-৫৪	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	নির্ঝর, লাহিড়ী পাড়া, গোপালপুর, পাবনা
মহিলা আসন-৬		অধ্যাপিকা জিনাতুন নেসা তালুকদার	১৯৪৭	মাষ্টার্স-৭৪	ছাত্রলীগ-৬৮	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	জি-৬০৮, বোয়ালিয়া পাড়া, রাজশাহী
মহিলা আসন-৭		শাহিন মনোয়ারা হক	১৯৫৮	আইএ-৭৮	ছাত্রলীগ-৭৩	সমাজসেবী	আ:লীগ	লক্ষ্মীপুর, বাসা-বি/৬৬, রাজশাহী
মহিলা আসন-৮		মিসেস আঞ্জুমান আরা জামিল	১৯৪২	আইএ-৬৬	আ:লীগ-৯৬	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- হালিমপুর, থানা- কুমারখালী, কুষ্টিয়া
মহিলা আসন-৯		রেহেনা আক্তার হিরা	১৯৬০	সম্মান	ছাত্রলীগ-৭৯	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	চুয়াডাঙ্গা মোড, থানা- ঝিনাইদহ, ঝিনাইদহ
মহিলা আসন-১০		বেগম আলেয়া আফরোজ	১৯৫৩	মাষ্টার্স-৭৭	ছাত্রলীগ-৭০	সমাজসেবী	আ:লীগ	জেল রোড, ঘোপ, যশোর
মহিলা আসন-১১		বেগম মন্নুজান সুফিয়ান	১৯৫৩	সম্মান-৭৪	আ:লীগ-৮৩	রাজনীতি	আ:লীগ	রেলগেইট, থানা-দৌলতপুর, খুলনা
মহিলা আসন-১২		বেগম নার্গিস আরা হক	১৯৩৯	বিএড	আ:লীগ-৯৬	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	প্রযত্নে: জনাব শামছুল হক, নতুন বাজার, পটুয়াখালী
মহিলা আসন-১৩		মিসেস মাহমুদা সওগাত	১৯৪৬	মাষ্টার্স	আ:লীগ-৯৬	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- গুলিশাখালী, থানা-মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর
মহিলা আসন-১৪		চিত্রা ভট্টাচার্য	১৯৩৭	মাষ্টার্স-৭২	জামাইউ-৫২	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- এলোঙ্গা, থানা- কালিহাতি, টাঙ্গাইল
মহিলা আসন-১৫		মিসেস তহমিনা আলী	১৯৫৬	মাষ্টার্স	ছাত্রলীগ-৭২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	ষ্টেশন রোড, থানা-জামালপুর, জামালপুর
মহিলা আসন-১৬		মিসেস জাহানারা খান	১৯৪৯	সম্মান	আ:লীগ-৬৯	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- কেনা দেউলডাঙ্গা, থানা- নান্দাইল, ময়মনসিংহ

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
মহিলা আসন-১৭		অধ্যাপিকা সবিতা বেগম মাহমুদ	১৯৫২	মাষ্টার্স-৭৫	জাপা-৮৬	শিক্ষাবিদ	জাপা	গ্রাম- রথখোলা, থানা- কিশোরগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
মহিলা আসন-১৮		মরিয়ম বেগম	১৯৩১	ম্যাট্রিক	ন্যাপ	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- চর কমলাপুর, থানা- ফরিদপুর, ফরিদপুর
মহিলা আসন-১৯		ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভূইয়া	১৯৪৪	ব্যারিষ্টার	জাপা-৮৭	আইনজীবী	জাপা	বাড়ী নং-১৩, রোড নং-৭, ধানমন্ডি, ঢাকা
মহিলা আসন-২০		মেহের আফরোজ চুমকি	১৯৫১	মাষ্টার্স-৮৪	ছাত্রলীগ	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- বড়হরিা, থানা- কালীগঞ্জ, গাজীপুর
মহিলা আসন-২১		বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন	১৯৬২	মাষ্টার্স-৮৮	আ:লীগ-৯২	রাজনীতি	আ:লীগ	৩৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মহিলা আসন-২২		সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	১৯৩৫	স্নাতক	আ:লীগ-৫৬	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- চন্দ্রপাড়া, থানা- নগরকান্দা, ফরিদপুর
মহিলা আসন-২৩		অধ্যাপিকা খালেদা খানম	১৯৫২	মাষ্টার্স-৭৩	ছাত্রলীগ-৬৫	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- কুয়ারপুর, থানা- পালং, শরিয়তপুর
মহিলা আসন-২৪		সৈয়দা জেবুন্নেছা হক	১৯৪৪	আইএ	ছাত্রলীগ-৬২	রাজনীতি	আ:লীগ	২২/১, তাঁতীপাড়া, সিলেট পৌরসভা, সিলেট
মহিলা আসন-২৫		হুছনে আরা ওয়াহিদ	১৯৫৫	স্নাতক-৭৫	ছাত্রইউ-৬৭	সমাজসেবী	আ:লীগ	৪৩, টিবি হাসপাতাল রোড, মৌলভীবাজার
মহিলা আসন-২৬		বেগম দিলারা হারুন	১৯৪৫	স্নাতক-৬৯	ছাত্রলীগ-৬১	রাজনীতি	আ:লীগ	মৌলভীপাড়া, থানা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
মহিলা আসন-২৭		অধ্যাপিকা পান্না কায়সার	১৯৪৭	মাষ্টার্স-৬৯	আ:লীগ-৯৬	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	১৬, নিউ ইস্কাটন, থানা- রমনা, ঢাকা
মহিলা আসন-২৮		রাজিয়া মতিন চৌধুরী	১৯৩৬	মাষ্টার্স-৫৮	আ:লীগ-৯৬	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- নন্দনপুর, থানা- সদর, লক্ষ্মীপুর
মহিলা আসন-২৯		মিসেস জিনাত হোসেন			জাপা-৯৬	গৃহিনী	জাপা	৬১, গঙ্গা দাসগুহ রোড, থানা- কোতয়ালী, ময়মনসিংহ
মহিলা আসন-৩০		অধ্যাপিকা এথিন (রাখাইন)	১৯৫২	মাষ্টার্স-৯০	ছাত্রলীগ-৮২	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	টাউন বাজার সড়ক, থানা- কোতয়ালী, কক্সবাজার

Dhaka University Institutional Repository